উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সিঙ্গুরে জমি-কাঁটা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১০°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৪°	১২°

আকাশসীমা বন্ধ করল ইরান ৭

দেবের ছবিতে ফিরছেন ‘কাজহীন’ অনির্বাণ

স্বরূপের সঙ্গে সংঘাত! ৮

শিলিগুড়ি ২ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 16 January 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 238

রাজ্যকে সুপ্রিম-ধাক্কা

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আপাতত পুলিশি তদন্তে লাগাম। আইপ্যাক-এ ইডি’র হানা সংক্রান্ত মামলাকে নিছক তদন্ত বলে দেখছে না সুপ্রিম কোর্ট। বরং সাংবিধানিক সংকট হিসাবে চিহ্নিত করল বৃহস্পতিবার। বিষয়টির গুরুত্ব আছে বলে ফের শুনানির দিন ঠিক করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ৩ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্য সরকার ও ইডি- দু’পক্ষের হলফনামা চাওয়া হয়েছে। কার্যত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নোটিশও জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ইডি এই মামলায় নিজেদের আধিকারিকদের রক্ষাকবচ চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের কাছে। কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি ও সল্টলেক ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি এফআইআর-এর ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে কার্যত সেই ‘কবচ’ দিল বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলার পর্যবেক্ষণে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করেছে বেঞ্চ। যেমন, বিচারপতিদের কথায়, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি কাজে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই ঠিকই। তবে সৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত করলে শুধু দলের কাজ যুক্তি দেখিয়ে কি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে?

সুপ্রিম কোর্টের মতে, এটা দেখা দরকার যে, কোনও অপরাধী রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার আড়ালে লুকিয়ে রেহাই না পেয়ে যায়। এই মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা না হলে দেশের এক বা একাধিক রাজ্যে আইন না মানার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত।

আদালতের উদ্বেগ

কলকাতা হাইকোর্টে চলা বিশৃঙ্খলা এবং ইডি বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইডি’র অভিযোগ

আইপ্যাক সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ সরিয়ে নিয়েছেন।

মমতার পক্ষের যুক্তি

আইপ্যাকের কাছে দলের নির্বাচনি কৌশল ও গোপন তথ্য থাকে, যা রক্ষা করার অধিকার দলীয় প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে।

আইপ্যাক অধিকর্তা প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়ি ও দপ্তরে ইডি’র তল্লাশি ও তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধাদানের অভিযোগে এই মামলা। ইডি’র অভিযোগের ভিত্তিতে সেই মামলায় বৃহস্পতিবার পরবর্তী নির্দেশ না *এরপর দশের পাতায়*

ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে বিডিও অফিসে রাখা বেঞ্চ সহ অন্য সামগ্রী। চাকুলিয়ায় বৃহস্পতিবার।

চাকুলিয়ায় জনতা–পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

শুনানি-ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : কম্পিউটার সহ একাধিক আসবাবপত্রের পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধির মূর্তি ভাঙচুর। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসংগতির নামে অযথা হয়রানির অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে বাসিন্দারা এভাবেই তাঁদের ক্ষোভ জানালেন। বৃহস্পতিবার গোটা চাকুলিয়াজুড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সপাটবাড়ি, বিজুলিয়া, ভুঁইধর চাকুলিয়া বাজার, বিহেরিয়া প্রভৃতি এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

বিডিও অফিসে হিয়ারিংয়ের জন্য রাখা বেঞ্চ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অফিসের সহায়তাকেন্দ্রে থাকা কম্পিউটার সহ একাধিক আসবাবপত্র ও সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত বিডিও অফিসকে এখন চেনা দায়। এদিনের ঘটনায় শুনানি প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এগিয়ে এলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা জখম হন। পালটা আক্রমণে উত্তেজিত জনতা পুলিশের দিকে ইট-পাথর ছুড়তে থাকে। চাকুলিয়া থানার আইসি রাজু সোনার সহ একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন।

তাঁদের তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে জনতা হাসপাতাল চত্বরে দাঁড় করানো পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জেবি থমাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দফায় দফায় কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পরে চাকুলিয়া বাজারে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়।

এসপি বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিডিও অফিসের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। তাঁরা চিকিৎসাধীন। যারা ভাঙচুর করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইসলামপুর ও আশপাশের থানাগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। বহুবার চেষ্টা করা হলেও ফোনে সাড়া না দেওয়ায় গোয়ালপোখর-২’এর বিডিও সুজয় ধরের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে, রাজ্যে চলতি এসআইআর শুনানি ঘিরে একের পর এক চরম অশান্তির ঘটনায় নির্বাচন কমিশন উদ্বিগ্ন। কমিশনের উদ্বেগের কথা *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

গ্রাম হাতে রইলেও শহর হারাচ্ছে তৃণমূল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আলো, আলো এবং আলো। বিকেলকে সরিয়ে কলকাতার রাস্তায় সন্ধে হাজির হলে চারদিকে এখন আলো। এই ঔজ্জ্বল্য সব সময় আলোর রিভলভার হাতে নির্জনতাকে চড়া গলায় বলে চলে, ‘হ্যান্ডস আপ। দূর হটো।’ তার আলো চাই, আলো।

শহরকে আলোর মালা পরিয়ে দেওয়ার পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরপিতাদের হাত রয়েছে অনেকটাই। নদীতীর জেগে উঠেছে আলোয়, হাসপাতালের গেটে আর আগের মতো শবদেহ বহনের খাটের পাহাড় নেই। বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে না আগের মতো। বিশাল গেট মনে করায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারগুলোকে।

এবং এই ঝকঝকে দৃশ্যাবলিই শেষকথা নয় ভোটের বঙ্গ-রঙ্গবাজারে। যেখানে সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠছে হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি লড়াই, যার তীব্রতা আগে দেখেনি বাংলা। এই বাংলা আর সেই বাংলা নেই। যে ধর্ম না মানা, জাতপাত না মানা, সব সম্প্রদায়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া আধুনিকমনস্ক বাংলাকে সমীহ করত বাকি ভারত।

এসবের মাঝে পরিস্থিতি মনে করিয়ে দিচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকের পরিস্থিতি। যখন কলকাতা সমেত অধিকাংশ শহর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল শাসকদের উপরে। শাসকের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি এবং দলবাজি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল জনতাকে। অথচ বাম শাসক রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে যেত গ্রামের ভোটের জোরে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার কথা প্রথমে বলতেন নকশাল নেতারা। এখন বলছেন অনেকেই। অনেকটা ওই স্টাইলেই বিমান বসু বা *এরপর দশের পাতায়*

মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল ছাড়াও অলিগলিতে নার্সিংহোম। ভিনজেলা ও রাজ্য থেকে বহু মানুষ আসছেন চিকিৎসা করাতে। সরকারি থেকে বেসরকারি- সব ক্ষেত্রই ভুগছে রক্তাল্পতায়। ভয়াবহ পরিস্থিতির আজ শেষ কিস্তি।

টাকা দিলে সহজে জোটে রক্তদাতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : কড়ি ফেললে যেমন তেল মাখা যায়, তেমন রক্তের দাতাও পাওয়া যায়। খুঁজতেও হবে না, কাউকে সরকারি বা বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে খালি হাতে ফিরতে হলে এই ‘দাতা’রা নিজেরাই ত্রাতা হয়ে অসহায় মানুষের সামনে চলে আসবেন। তবে এই ‘স্বেচ্ছাদাতা’রা কেউ একা নন, চক্রে সংগঠিত। যে চক্রের সঙ্গে ব্লাডব্যাংকের কর্মীদের একাংশের যোগসাজশের অভিযোগ আছে।

পকেটের জোর থাকলে তাই রক্ত সংগ্রহ কঠিন নয়। একের পর এক ব্লাডব্যাংক যখন আপনাকে ফেরাবে বা বলবে ‘ডোনার নিয়ে আসুন’ তখন এই ‘দাতা’দের খপ্পরে পড়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই রক্ত ব্যবসায়ীদের সৌজন্যে প্রয়োজনমতো ইউনিট পেতে দেরি হবে না। সেই দালাল দয়ালু হলে একেবারে আপনার দুয়ারে পৌঁছে যাবে রক্ত।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাডব্যাংকের আশপাশে এঁদের ঘোরাফেরা। কেউ কাউন্টারে ‘রক্ত নেই, ডোনার নিয়ে আসুন’ নিদান শুনলেই এঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন। ক্রেতা ধরার মতো সেই অসহায় মানুষটিকে পাকড়াও করার প্রতিযোগিতাও চলে তাঁদের মধ্যে। উপযাজক হয়ে এসে দাতা জোগাড় করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁরা।

তবে সেই ফেলো কড়ি, মাখো তেল! রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী আলাদা আলাদা দর। রাজি হলে প্রথমে পেমেন্ট। তারপর কোথায় কখন রক্ত নিতে আসতে হবে বলে দেন ওই দালালরা। অনুরোধ করলে রক্ত পৌঁছে দেবেন চিকিৎসাধীন রোগীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের সামনে। বিশ্বাসে মেলায় রক্ত! তর্কে বহু দূর! টাকা মার যাবে না গ্যারান্টি।

- বেসরকারি ব্লাডব্যাংকের সামনে দালালদের কাছে ‘ও নেগেটিভ’ গ্রুপের মূল্য ইউনিট প্রতি দশ হাজার টাকা
- ‘এ নেগেটিভ’ ও ‘বি নেগেটিভ’ গ্রুপের দাম যথাক্রমে ইউনিট প্রতি সাত ও আট হাজার টাকা
- ‘বি পজিটিভ’ চার থেকে পাঁচ হাজারেই মিলবে
- সরকারি ক্ষেত্রে রেট খানিকটা কম, ‘বি পজিটিভ’ গ্রুপের দাম শুরু ৩ হাজার টাকা থেকে

মাস তিনেক আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সামনে দালালদের কাছ থেকে রক্ত নিয়েছিলেন কোচবিহারের এক বাসিন্দা। তাঁর কথায়, ‘মায়ের ‘বি পজিটিভ’ গ্রুপের লাগত। *এরপর দশের পাতায়*

টিকিটে বিশেষ ছাড়ের ভাবনা নিগমের

৬টি ভলভো স্লিপার বাস উদ্বোধন আজ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : বসে যাওয়ার জন্য ছয়টি ভলভো বাস আগেই চালু হয়েছে। এবার ভলভো স্লিপার বাস চালু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ছয়টি ভলভো স্লিপার বাসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাতে বাসগুলি কোচবিহারের বাস টার্মিনাসে নিয়ে আসা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। নিগমের পরিবহণে এ ধরনের পরিষেবা এই প্রথম। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই স্লিপার ভলভো বাসগুলি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে চলবে। তবে গাড়িগুলি কোন রুট দিয়ে চলাচল করবে বা সময়সূচি কী হবে বা যাত্রীদের কত ভাড়া দিতে হবে সে বিষয়ে অবশ্য এখনও কিছু জানা যায়নি।

এনিয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে বাসগুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেসময় জেলা শাসক সহ আমরা কোচবিহারের বাস টার্মিনাসে উপস্থিত থাকব।' তবে রিভলভিং সিটে বসে যাওয়ার ভলভো বাসগুলি প্রথম চালু হওয়ার সময় নিগমের তরফে বেশ কিছুদিন ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবার সেরকমই নতুন বাসগুলির ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে বলে নিগম সূত্রে খবর।

নিগমের কাছে প্রায় ৭০০ বাস রয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক গড়ে ৫৫০ থেকে ৬০০টি বাস চালানো হয়। পরিষেবার উন্নতির জন্য এর আগে ৩০টি সিএনজি বাস কিনেছে নিগম। খুব শীঘ্রই আরও ৬০টি বাস আসবে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। পাশাপাশি কয়েক মাস আগে প্রথমবার ছয়টি ভলভো বাসও চালু হয়েছে। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে দিঘাগামী বাসগুলিতে সেভাবে যাত্রী না মেলায় সেগুলি বর্তমানে শিলিগুড়ি থেকে ভায়া কলকাতা হয়ে দিঘা যাতায়াত করছে। ফলে স্লিপার বাসগুলির জন্য কত যাত্রী পাওয়া যাবে, তা নিয়েও সংশয় থাকছেই।

যদিও চেয়ারম্যান এদিন জানিয়েছেন, গত ডিসেম্বরে তাদের ট্রাফিক রেভেনিউ ১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। যা নিগমের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এনবিএসটিসি'র ভলভো বাস প্রস্তুত। ছবি : জয়দেব দাস

এআই প্রশিক্ষণ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : শুধু অফিসের কাজ বা বিনোদন ক্ষেত্রেই নয়, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এআই। তাই পড়ুয়াদের এআই সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে যৌথভাবে সার্টিফিকেট কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও এবং গুগল। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে আয়োজিত একটি সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা পড়ুয়া ও শিক্ষকদের এআই প্রশিক্ষণ দেন। নবম শ্রেণির আদ্রিপন রায় বলে, 'এআই শেখার আগ্রহ আরও বাড়ল।' প্রিন্সিপাল সোমাতারুণ দত্তের কথায়, 'পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআইয়ের সহায়তা নেওয়া অবশ্যই ভালো উদ্যোগ হবে।'

ফালাকাটার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলেও এআই সংক্রান্ত এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল নিলয় মণ্ডল সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই কর্মশালার জন্যে পড়ুয়ারা দারুণভাবে উপকৃত হল বলে জানান স্কুলের প্রিন্সিপাল।

পাশাপাশি, শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়ার গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল নন্দিতা নন্দী বলেন, 'কীভাবে এআই-এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে তা পড়ুয়াদের বোঝানোর জন্য এধরনের কর্মশালা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

DR. GRAHAM'S HOMES SCHOOL, KALIMPONG

Vendor registration for supplies for further details refer to **www.drgrahamshomes.net**

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/24/2025-2026. Dt. 13.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/23/2025-2026. Dt. 12.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/22/2025-2026. Dt. 13.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any Corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-67 of 2025-26 (Sl.No.5&6)

Closing date extended upto 23/01/2026 at 12.00 Hours.

Details of NIT may be seen in the **Website www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Expression of interest (EOI) in sealed envelopes from State/Central PSUs for supply of high quality Wood Gas Stoves for Tea Gardens of West Bengal are invited. Last date : 27-01-2026.
Visit : **labour.wb.gov.in.** Welfare Commissioner, West Bengal Labour Welfare Board, Labour Department, Government of West Bengal, P-3, C.I.T. Scheme, VII- M, Kankurgachi, Kolkata - 700054
Sd/-
Welfare Commissioner
West Bengal Labour Welfare Board

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

WANTED TEACHERS FOR SILIGURI PATH BHAWAN HAKIMPARA, SILIGURI
Primary Teachers For :
Mathematics : Preferably B.Sc. D. El. Ed.
Bengali : Preferably B.A (Bengali). D. El. Ed
Candidates must have basic computer knowledge.
Interested Candidates may join for Walk-in-Interview at 12.30 pm on 17.01.2026 at school premises.

Recruitment Notice
Memo no.193, Dated: 14.01.2026
Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Specialist (Paediatrics) & Specialist (G&O) on contractual basis under NHM for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**
Sd/-
CMOH and Secretary
District Health and Family Welfare Samiti,
Cooch Behar

Tender Notice
E-tenders are invited for:
Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Fair Price Medicine Shops for drugs & medicines, consumables at Rambi RH, Pedong RH and Gorubathan BPHC, Kalimpong, GTA under Public Private Partnerships (PPP) Mode. Last date:-27/01/2026 For details visit: **www.wbtenders.gov.in.** The CMOH Office, Kalimpong, **Email: cmohkalimpong1@gamil.com**
Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Kalimpong

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০২, তারিখ: ১৪.০১.২০২৬, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** "মালদা টাউন ডিভিসনে স্টেশনে লাইটিংয়ের জন্য এমার্জেন্সী বিদ্যুৎ সরবরাহ (এটি) সহ প্ল্যাটফর্ম শেডে লাইট, ফ্যানের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৯৬,৩২,৯১৪.১৮ টাকা, **বায়নামূল্য:** ২,৪৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ২২.০১.২০২৬ থেকে ০৫.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট:** www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/ অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-295/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি, Ram Bahadur Chettri আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায়, গত 18/11/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (বাবা) G.B. Chettri থেকে J.B. Chettri নামে পরিচিত হলো। উভয় একই ব্যক্তি। (C/120013)

•

আমি Santanu Saha, S/o Uttam Kumar Saha বাসস্থান ঃ Pioneer Residency, Hakimpara, Siliguri, 734001. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B/2024/1304293 মেয়ের নাম Shreenika Saha আছে, যা Saanvi Saha তে পরিবর্তনের জন্য গত 17.07.2025-এ E.M Court, Siliguri তে অ্যাফিডেভিট করা হয়। যার দ্বারা আমার মেয়ে Shreenika Saha এবং Saanvi Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। (C/120010)

•

12/1/26 তুফানগঞ্জ ১ম ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 8,9,10 নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি আমার সঠিক নাম Najrul Miya, আমার পুত্র ও কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে উল্লেখ আছে Najuddin Haque। Najrul Miya ও Najuddin Haque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার স্ত্রী সঠিক নাম Safiya Bibi, ভুলবশত উল্লেখ আছে Chhabiya Bibi। Safiya Bibi ও Chhabiya Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

ভোটার I. Card No. WB/01/004/420440 এবং ভোটার লিস্ট (2002) পার্ট নং 141, 4 কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, ক্রমিক নং 426 আমার নাম ভুল থাকায় গত 14-01-26, J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Narendra Nandi এবং Naren Nandi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গুঞ্জবাড়ী, রামভোলা হাইস্কুলের নিকটে, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118995)

ABRIDGE TENDER NOTICE
Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned various work under Harirampur Panchayat Samity. Details please see official notice board for details Notice.
Ref. NIT- 26/OF/HRP/PS/DD to 31/OF/HRP/PS/DD, Dated-06.01.2026 & 07.01.2026.
Last date of submission- 14-01-2026 upto 02.00 P.M.
Date of opening tender- 14-01-2026 after 03.00 P.M.
Sd/- E.O.
Hrp PS. D/Dinajpur

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নরসিং নার্জিনারি কালচিনি ব্লকের উত্তর মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা। ২০/১২/২৫ তারিখ কালচিনি যাওয়ার পথে আমার Cast Certificate হারিয়ে যায়। ১২/০১/২৬ তারিখ কালচিনি থানায় নিখোঁজ ডাইরি জমা করেছি। কেউ খুঁজে পেলে কালচিনি থানায় জমা দেওয়ার অনুরোধ জানাই। (C/120012)

অ্যাফিডেভিট

I, Mominur Mia, S/o Samsuddin Mia, resident of Jharna Busty, Jaigaon. My mother name is Momena Bibi. On 21/8/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Mominur Mia and Mominur Miya, my father Maziruddin Miya and Samsuddin Mia & mother Momena Bibi and Nur Asma Khatun same & one identical person. (C/120004)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20000883951 আমার নাম ভুল থাকায় গত 13-1-26, নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Keshab Dutta এবং Keshab Ch. Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উপরোল্লিখিত ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজ ও তথ্যাদিতে Keshab Ch. Dutta মুছে দিয়ে Keshab Dutta নাম নথিভুক্ত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। মান্টু দাস গুপ্ত পল্লী, রামভোলা স্কুলের নিকটে, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলাঃ কোচবিহার। (C/118993)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
ONE TWO CHA CHA CHA
*ing : Harsh Mayar, Nyara Banerjee, Ashutosh Rana
Time : 1.15P.M., 4.15P.M. & 7.15P.M.

From 9th January to 18 January at
Dinabandhu Mancha Siliguri
PRAJAPATI 2
(Bengali Cinema)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

Abridge Copy of e-Tender for Notice and Corrigendum-I & II being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No- 18/APD/WBSRDA/DPRHFDPTRC/25-26, Dated-14.01.2026** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV

কর্মখালি কর্মখালি কর্মখালি
P.C. Chandra Jewellers শিলিগুড়ি শো-রুমের জন্য পুরুষ **সেল্স ম্যান** প্রয়োজন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা- ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট এবং কম্পিউটার জানা আবশ্যক। বয়স- ২১ হইতে ২৮ বছর।
বায়োডাটা সহ রঙিন ফোটো নিয়ে প্রার্থী নিজে যোগাযোগ করুন অতি সত্বর।
WALK-IN INTERVIEW ON 18.01.2026 @ 12:00 PM. TO 5:00 PM.
P.C. CHANDRA JEWELLERS
RAJANI CENTRE, HILL CART ROAD, M: 8100714630
email: pccsiliguri@pcchandraindia.com

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ গোত্র, দুপুর ১.১৫ দেবা, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৪৫ পতি পরমেশ্বর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.১৫ বাদশা-দ্য ডন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বিকেল ৪.০০ মঙ্গলদীপ, সন্ধে ৭.০০ মেমসাহেব, রাত ১০.০০ অভিমন্যু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হারানের নাতজামাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ কুগল কুট্টাপ্পা, দুপুর ১.৫১ কোই মিল গ্যয়া, বিকেল ৪.৫৮ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যাম, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ ম্যায় হুঁ না, বিকেল ৪.০০ গুন্ডারাজ, সন্ধে ৬.৫০ ইতিহাস, রাত ৯.১০ যোদ্ধা, ১১.৫৮ দিওয়ানা তেরে নাম কা
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৪ টেকেন-থ্রি, বিকেল ৩.০০ দ্য ক্যাপ্টেন, ৪.৫০ ক্রুয়েলা, সন্ধে ৬.৫৮ ডাম্বো, রাত ৮.৪৫ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, ১০.৪৪ মেজ রানার
এমএনএক্স : দুপুর ২.০৫ রেসিডেন্ট এভিল, বিকেল ৩.২৫ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, সন্ধে ৭.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার, রাত ১১.৩০ দ্য নান টু

মেমসাহেব সন্ধে ৭.০০
জি বাংলা সোনার

পিকনিক পর্ব

মাটন মুমতাজ কারি তৈরি শেখাবেন মধ্যমা মুখার্জি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ডাম্বো সন্ধে ৬.৫৮ স্টার মুভিজ

বাংলা দলে কালচিনির বিকি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফির বাংলা দলে সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ারের বিকি থাপা। এর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে শুভম রায় ও আদিত্য থাপা সন্তোষ ট্রফির বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বিকির নাম। বুধবার বাংলা দলে বিকির নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে জেলার ক্রীড়া মহল। সুযোগ পেয়ে বিকি বলেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে। নিজের একশো শতাংশ দিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করব। বাংলা দলের জার্সি পরে খেলাটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো।' সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রথম ম্যাচ নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে জোরকদমে অনুশীলন করছেন বছর পঁচিশের এই তরুণ।

বিকির বাড়ি কালচিনি ব্লকে দলসিংপাড়া রংবাহাদুর বস্তিতে। ছোট থেকেই ফুটবলের প্রতি তাঁর আগ্রহ। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে বা টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে দেখতে খেলার প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে যায়। ১৩ বছর বয়স থেকে বিকি ফুটবলের প্রশিক্ষণ শুরু করেন। বিকির বাবা বিনয় থাপা পেশায় গাড়ির চালক। তিনিও অবশ্য একসময় ফুটবল খেলতেন। মা ভগবতী থাপা সংসার সামলান। বিনয় বলেন, 'ছোট থেকেই বিকির ফুটবলের প্রতি আগ্রহ। ছেলে আরও বড় জায়গায় যাক এই প্রার্থনা করছি।'

বিকি সন্তোষ ট্রফির জন্য ট্রায়াল দিয়েছিলেন সল্টলেক ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। সেখানে ভালো প্রদর্শনের পরেই বাংলা দলে ডাক পেয়েছেন। বিকি ফুটবল শেখা শুরু করেন দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। হেঁটে অনুশীলনে যেতেন। প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। ওই অ্যাকাডেমিতেই টানা ১০ বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিকি ২০১৮-'১৯ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে গিয়ে ত্রিপুরা লিগে এগিয়ে চলো সংঘ, দিল্লি লিগে হিন্দুস্তান ক্লাব, সিকিমে হিমালয়ান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ২০২৫ সাল থেকে তিনি কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে সেকেন্ড ডিভিশনে আই লিগ ও কলকাতা লিগেও খেলেছেন।

বিকি মিডফিল্ড পজিশনে খেলেন। তাঁর পছন্দের ফুটবলার পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও ভারতের অনিরুদ্ধ থাপা। আগামীতে তিনি ভারতের হয়ে খেলতে চান। দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সচিব সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের অ্যাকাডেমির আদিত্য থাপা সন্তোষ ট্রফির চ্যাম্পিয়ন দলে ছিল। এবার বিকি সুযোগ পেয়েছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। মিথুন : ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি বিক্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন না। কর্কট : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সমস্যার বাধা কেটে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : লটারিতে আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। কন্যা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। তুলা : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। পরিবারে কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : আপনার অনৈতিক আচরণের কারণে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। অচেনা কোনও ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে আফসোস করতে হবে। ধনু : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে মনে শান্তি পাবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। মকর : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। অজানা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে ঠকতে পারেন। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা মামলার নিষ্পত্তি আজ হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। নতুন বাড়ি নির্মাণে খরচ বাড়বে। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ পৌষ, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২ মাঘ, সংবৎ ১৩ মাঘ বদি, ২৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। শুক্রবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১০।৩৩। গরকরণ দিবা ৯।৩৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৩৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, প্রাতঃ ৬।৩৩ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১০।৩৩ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৭ গতে ১১।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।২৮ গতে ১০।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।১৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিওটার নির্মাণ ও চালন, প্রাতঃ ৬।৩৩ গতে গ্রাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ন্যায়বিচারের নতুন দরজা খুলছে। উত্তরবঙ্গের বহু প্রতীক্ষিত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হবে শনিবার। তার আগে সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি। সঙ্গে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ।

সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগে পুলিশকর্মীদের প্রস্তুতি। জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার।

উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। উদ্বোধন নিয়ে প্রশাসনিক মহলেও তৎপরতা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল থাকবেন। তবে উনি কবে কখন আসছেন সেই বিষয়ে পরে জানতে পারব।'

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, সে কারণে নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশাসনের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুষ্ঠান শুরুর তিন ঘণ্টা আগেই পাহাড়পুর জাতীয় সড়ক দিয়ে মালবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন। যা উত্তরবঙ্গবাসীর আবেগ এবং স্বপ্নপূরণ বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে তেরঙা আলোয় সেজে উঠেছে পাহাড়পুরে জাতীয় সড়কের ঠিক পাশেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী নবনির্মিত ভবনটি। সংবাদমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমে সেই ছবি প্রকাশ পেতেই বহু মানুষ সার্কিট বেঞ্চের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। কেউ আলোর ছবি ক্যামেরাবন্দি করছেন। কেউ সার্কিট বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে অনেকে আবার রিলসও বানিয়ে ফেলেছেন। তবে সবটাই সীমানা প্রাচীরের বাইরে থেকে হচ্ছে। কারণ, নিরাপত্তার স্বার্থে সার্কিট বেঞ্চের গেট দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমন্ত্রিতদের বসার জায়গা, পুরো জায়গাটা প্লাস্টিকের শিট দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। ভেতরে লাগানো হচ্ছে অন্ততপক্ষে ৫০টি এসি মেশিন। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক থেকে শহরের রাস্তায় সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন নিয়ে হোর্ডিং ছেয়েছে।

সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচিতে রয়েছে, শনিবার দুপুর দুটো থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট অথিতিরা অনুষ্ঠানস্থলে আসবেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে থাকা বিশিষ্ট অতিথিদের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন হবে। তারপর স্বাগত ভাষণ দেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। পরবর্তীতে একে একে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব শেষে বক্তব্য রাখবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। অতিথিদের বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনের একটি ভিডিও প্রদর্শিত হবে। সব শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সংগীত বাজবে পুলিশ ব্যান্ডের দ্বারা। এরপর মঞ্চে থাকা অতিথিরা নবনির্মিত ভবনের মূল প্রবেশদ্বারের ফিতে কেটে ভেতরে প্রবেশ করবেন। পুরো অনুষ্ঠানটির সময় ধরা হয়েছে দুই ঘণ্টা। এদিন সকাল থেকে দেখা গিয়েছে জলপাইগুড়ি পুলিশের ব্যান্ডকে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের সামনে মহড়া প্রদর্শিত করতে। একই সঙ্গে অথিতিদের কোন গাড়ি কোন গেট দিয়ে মঞ্চের কোন জায়গায় এসে দাঁড়াবে, তারও মহড়া চলে। নিরাপত্তার স্বার্থে জাতীয় সড়কের পাশ থেকে বেশকিছু অস্থায়ী হোটেল এবং দোকান এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। শনিবার অনুষ্ঠান শুরুর তিন ঘণ্টা আগে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেও বাস এবং ছোট গাড়ির চলাচলে বিধিনিষেধ থাকবে না।

অর্থ খরচ নিয়ে রাজনৈতিক কাজিয়া

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে সরকারি অর্থ খরচ নিয়ে রাজনৈতিক কাজিয়া তুঙ্গে। জেলা থেকে উত্তরবঙ্গবাসী যখন এতদিনের ইচ্ছেপূরণের আনন্দে আত্মহারা, সেই সময় তর্জায় নেমে পড়েছে তৃণমূল-বিজেপি।

তৃণমূলের দাবি, স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে ৫০১ কোটি টাকার পুরোটা রাজ্য সরকার দিয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় নিজের নামে টাঙানো হোর্ডিংয়ে রাজ্যের তরফে ৫০১ কোটি টাকা খরচ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাতেই আরও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি স্পষ্ট জানিয়েছে, কেন্দ্র সরকার স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের মোট খরচের ৬০ শতাংশ অর্থ দিয়েছে। তৃণমূল যে দাবি করছে, তা পুরোপুরি মিথ্যে।

সার্ভিস রোড ও জাতীয় সড়কের দু'ধারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে হোর্ডিংয়ে ছয়লাপ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের কোনও হোর্ডিং চোখে পড়েনি।

২০১২ সালে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে তদানীন্তন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ময়নাগুড়ির এক সভা থেকে অস্থায়ী পরিকাঠামোর কাজের শিলান্যাস করেছিলেন। ২০১৯ সালে স্টেশন রোডে অস্থায়ী পরিকাঠামোতে সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়। সেই বছরে পাহাড়পুরে ৪০ একর জমিতে স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শুরু হয়। প্রথমে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খরচ ধরা হলেও পরে আরও ১৫১ কোটি টাকা খরচ হয়।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দাবি, হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে খরচ করা ৫০১ কোটি টাকার পুরোটাই রাজ্য সরকার দিয়েছে। বিরোধীরা যদি কেন্দ্রের অর্থের কথা বলে থাকে তাহলে সেটা ভুল কথা। জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর নির্মাণকাজ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক ও সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রককে তদ্বির আমি করেছি। স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের খরচ কেন্দ্র সরকার ৬০ শতাংশ, রাজ্য ৪০ শতাংশ দিয়েছে। অযথা নোংরা রাজনীতি করছে তৃণমূল।

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ও জলপাইগুড়ি পুর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপি ও কেন্দ্র সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক, স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে পুরো টাকা তারাই দিয়েছে।

সাংসদ বলেন, তৃণমূল বিভ্রান্ত করছে। কেন্দ্র ৬০ শতাংশ দিয়েছে। বাকিটা রাজ্য। কিন্তু পুরোটাই রাজ্য দিয়েছে বলে তৃণমূল মিথ্যাচার করছে।

এদিকে, স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে মুখ্যমন্ত্রীর পুরো কৃতিত্ব রয়েছে বলে তাঁকে স্বাগত জানাতে হোর্ডিং টাঙানো হয়েছে বলে তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ জানিয়েছেন।

বিজেপির শিলিগুড়ি জোনের ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেন, সার্কিট বেঞ্চ নির্মাণে কেন্দ্রের কী ভূমিকা, তা উত্তরবঙ্গবাসী জানেন। তাই আলাদা করে হোর্ডিং টাঙানোর প্রয়োজন নেই আমাদের।

ডিআই ফান্ডের জমি দখলের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : মাটিগাড়ায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে হরসুন্দর হাইস্কুলের ঠিক উলটোদিকে থাকা ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট (ডিআই) ফান্ডের জমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জমিটি দখল করে সীমানা পাঁচিল দেওয়ার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে।

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান শিবম বিশ্বাস বলছেন, 'জমিটি বাম আমলে একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই সংস্থা এখন আর নেই। এখন ওই জমিটি দখল করে সীমানা পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে।' অন্যদিকে, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'ওই জমিটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। জমিটি দখলমুক্ত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন করেছি।' পুরো বিষয়টি নিয়ে জানতে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্রর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মাটিগাড়ায় খাপরাইল মোড় সংলগ্ন মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের উলটোদিকে জাতীয় সড়কের পাশবরাবর ডিআই ফান্ডের প্রচুর জমি রয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন মাটিগাড়া হাটও ডিআই ফান্ডের জমির ওপরেই বসে। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন মাটিগাড়া বাজার মৌজায় মাটিগাড়া হাট প্লট নম্বর এলআর-২৬, খতিয়ান নম্বর ২ পুরোটাই ডিআই ফান্ডের জমি বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এখানেই চার বিঘা জমি কয়েকদিন ধরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। যা নিয়ে এলাকায় তীব্র আলোড়ন পড়েছে।

এ নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমিও ঘটনাটা জানি। দীর্ঘদিন আগে জমিটি কোনও একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সংস্থা এখন আর নেই। ওই জায়গাটা আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য চেয়েছিলাম। কিন্তু এরই মাঝে কে বা কারা এই জমি দখল করে পাঁচিল দিচ্ছে সেটা আমারও প্রশ্ন। কেননা ডিআই ফান্ডের কোনও জমি বর্তমানে লিজ দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে এখানে হঠাৎ কীভাবে পাঁচিল তুলে নির্মাণকাজ চলছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে।'

মাটিগাড়ায় বর্তমানে নগরায়ণের ছোঁয়া লেগেছে। শহরের মতোই চারিদিকে বহুতল আবাসন, বাণিজ্যিক ভবন তৈরি হচ্ছে। বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখানে আউটলেট খুলছে। সেই জায়গায় ডিআই ফান্ডের এই জমি দখলের ঘটনা নিয়ে খোদ শাসকদলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ঠিক পাশেই সীমানা পাঁচিল দিয়ে জমিটি ঘেরা হচ্ছে। সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তৃণমূল সভানেত্রীর অফিসে সরকারি টিকা ক্যাম্প

প্রশাসনে নালিশ বিরোধীদের

তৃণমূল সভানেত্রীর অফিসে সরকারি ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পে বিতর্ক।

খড়িবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর অফিসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প! বৃহস্পতিবার এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।

এদিন সকালে খড়িবাড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অতিরিক্ত ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল খড়িবাড়ি ক্লাব কাম লাইব্রেরিতে। সকাল ১০টায় ক্যাম্প চালু হওয়ার কথা থাকায় মা ও শিশুরা ক্যাম্পে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য আসতে শুরু করে। কিন্তু লাইব্রেরি ঘর বন্ধ থাকায় ব্লক তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী তথা খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মণিকা সিংহের বাড়ি সংলগ্ন দলীয় অফিসে ভ্যাক্সিনেশনের কাজ শুরু করা হয় বলে অভিযোগ।

ব্লক তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী মণিকার বক্তব্য, 'আমার অফিসের সামনে থাকা খড়িবাড়ি ক্লাব কাম লাইব্রেরিতে ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখনও লাইব্রেরির ঘর না খোলায় ওখানে বসেছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।'

দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'কী হয়েছে জানা নেই। তবে ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প এমন জায়গায় করা উচিত যেখানে সমস্ত সাধারণ মানুষ স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। কোনও রাজনৈতিক দলের অফিসে ক্যাম্প হয়েছে কি না, খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সদস্য কল্যাণ প্রসাদ, স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য সুরজ পান্ডে সহ আরও অনেকে। কল্যাণের অভিযোগ, 'সামনে বিধানসভা নির্বাচন। সরকারি ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প ব্লক তৃণমূল নেত্রীর দলীয় অফিসে হয় কী করে! ভ্যাক্সিনেশনের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৃণমূলের প্রচারের উদ্দেশ্যে এহেন ক্যাম্প করা হচ্ছিল।' তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এ নিয়ে সিপিএমের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ এরিয়া সম্পাদক বাদল সরকারের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনও দলীয় নেতার অফিসে কিংবা দলীয় অফিসে সরকারি ক্যাম্প করেন কীভাবে? এভাবে দলের প্রচার করা একেবারেই ঠিক নয়।'

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক জানান, লাইব্রেরির রুম বন্ধ থাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা সাময়িকভাবে ওই অফিসে বসেছিলেন। বিষয়টি ঠিক হয়নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে।

অব্যাহতি চেয়ে বিক্ষোভে ৭১ বিএলও

চোপড়া, ১৫ জানুয়ারি : চোপড়া ব্লকে এসআইআর শুনানি শুরু হওয়ার আগেরদিন বেঁকে বসলেন বিএলও-রা। বৃহস্পতিবার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের (ইআরও) কাছে কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জমা করেন ৭১ জন বিএলও। পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। যদিও প্রশাসনের আশ্বাসের পর কাজে যোগ দেন অনেকেই। ইআরও বিপ্লব বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিএলও-দের সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

বিএলও-দের অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি আদেশ বা গাইডলাইন ছাড়াই শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিএলও-দের দাবি, এটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মানসিক চাপে বাধ্য হয়ে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে লিখিত আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

বিডিও অফিসে বিএলও-দের বিক্ষোভ।

গণহারে মানুষের শুনানির নোটিশ আসতে শুরু করাতে অনেককে হুমকি ও হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিএলও-দের। এদিনও এক বিএলও-কে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

ব্লকের ১৭৪ নম্বর বুথের বিএলও আবু সোয়েব বলছেন, 'সমস্যার কথা তুলে ধরে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন করা হয়েছে।' এদিকে এলাকার কয়েকজন বিএলও শুনানিতে ডাক পেয়েছেন। ১২৪ নম্বর বুথের বিএলও ফিরদৌস আলমের বক্তব্য, 'আজ বিকেল পর্যন্ত ৩৮৩ জনের শুনানির নোটিশ ইস্যু হয়েছে। আমার নিজের নামেও নোটিশ ইস্যু হয়েছে। সামান্য ভুলে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে।' ১৯৯ নম্বর বুথের বিএলও মৌসুমি পালের অভিযোগ, বাবার সঙ্গে বয়সের ফারাকের কারণে তাঁর নামেও নোটিশ এসেছে।

এদিকে, বিএলও-দের ক্ষোভের কথা শুনে এদিন বিকালে বিডিও অফিসে যান বিধায়ক হামিদুল রহমান। তিনি প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিএলও-দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

তৃণমূলের পার্টি অফিস ঘেরাও ব্যবসায়ীদের

খোঁয়াড় ভরাতে গোরু আটকের অভিযোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেস নেতার খোঁয়াড় ভরাতে বৈধভাবে ব্যবসার জন্য নিয়ে যাওয়া গোরু ধরা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরাও তৃণমূল করেন। বৈধ নথি নিয়ে এক হাট থেকে গোরু কিনে অন্য হাটে বিক্রি করেন। অথচ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এসএসবি এবং পুলিশকে দিয়ে তাঁদের গোরু আটক করে তৃণমূল নেতার খোঁয়াড়ে রাখা হচ্ছে। পরে আদালত বা প্রশাসনের কাছে নথি জমা দিয়ে গোরু ছাড়াতে হচ্ছে।

নকশালবাড়ির প্রচুর মানুষ বিভিন্ন হাটে গোরু ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার করেন। তাঁদের বক্তব্য, বহুকাল ধরে এই ব্যবসা চলে আসছে। কেউ নকশালবাড়ি হাট থেকে গোরু কিনে ধূপগুড়ি হাটে বিক্রি করেন, আবার কেউ মাটিগাড়া হাটে গোরু কিনে উত্তরবঙ্গের অন্য হাটে বিক্রি করেন। সমস্ত নথিপত্র নিয়েই তাঁরা এই ব্যবসা করছেন। কিন্তু নকশালবাড়িতে সম্প্রতি তৃণমূলের এক নেতার বাড়িতে খোঁয়াড় তৈরি হয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে টেন্ডার করেই ওই খোঁয়াড়ের বরাত দিয়েছে। বৈধ ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন অজুহাতে পুলিশ এবং এসএসবি গোরু আটক করে সরাসরি খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বলা হচ্ছে, যে কাগজপত্র রয়েছে সেগুলি আদালতে দেখিয়ে সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে এসে গোরু নিয়ে যেতে।

ব্যবসায়ীরা আরও জানাচ্ছেন,

> **সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। দলের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতিকে (২) বিষয়টি দেখতে বলেছি।**
>
> **অরুণ ঘোষ**
> তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য

গোরু ছাড়াতে গেলে খোঁয়াড়ে প্রচুর টাকা বিল করা হচ্ছে। যা মেটাতে গিয়ে কয়েক মাসের রোজগার খোঁয়াড়েই দিয়ে দিতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। দলের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতিকে (২) বিষয়টি দেখতে বলেছি।' দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বৈধ নথিপত্র থাকলে গাড়ি আটকে গোরু খোঁয়াড়ে পাঠানোর কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এসএসবির কোনও আধিকারিক এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

ব্যবসায়ীদের কথায়, গোরু আটক করে খোঁয়াড়ে রাখার পর আদালতে আইনজীবী ধরে মামলা লড়ে, সেখান থেকে বৈধতা নিয়ে থানায় জমা দিয়ে খোঁয়াড় থেকে গোরু নিতে এক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। খোঁয়াড়েও গোরুগুলিকে রাখা, খাবার দেওয়া বাবদ প্রচুর টাকা বিল করছে। তৃণমূল নেতার খোঁয়াড়ে বেশি সংখ্যক গোরু পাঠিয়ে তাঁকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই হেনস্তা বলে তাঁদের অভিযোগ।

এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের নকশালবাড়ি পার্টি অফিস ঘেরাও করেন স্থানীয় গোরু ব্যবসায়ীরা। সে সময় পার্টি অফিসে অরুণ ঘোষ, দলের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় সহ অন্য নেতারা ছিলেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ শোনার পরে সভাধিপতি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পৃথ্বীশ রায়কে দায়িত্ব দেন। পৃথ্বীশের কথায়, 'পার্টি অফিস ঘেরাও হওয়ার পরে আমরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে বসেছিলাম। ওঁদের বক্তব্য শুনেছি। প্রশাসনের সঙ্গেও কথা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রীর পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাজ পরিদর্শনে শুক্রবার শিলিগুড়িতে আসছেন দেশের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন তিনি। সেখান থেকে সোজা যাবেন এনজেপি স্টেশনে। মিনিট ২০ স্টেশনের কাজ পরিদর্শনের কথা রয়েছে তাঁর। তারপর রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ এনজেপি থেকে ট্রেনে করে মালদার উদ্দেশে রওনা হবেন রেলমন্ত্রী। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এনজেপি স্টেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ চলছে। বর্তমান কাজের কী পরিস্থিতি রয়েছে তা দেখার জন্যে রেলমন্ত্রীর পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে।

মোবাইল ফেরত

বাগডোগরা, ১৫ জানুয়ারি : বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি ও খোয়া যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফেরাল বাগডোগরা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার থানা চত্বরে মোবাইলগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইলগুলির আইএমইআই নম্বরের সাহায্যে লোকেশন ট্র্যাক করে উদ্ধার করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি চলছে, পুলিশি তৎপরতাও নজরে পড়েছে। তবে যানজটের আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকাতে কোনও দাওয়াই দেবেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বাগানের ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন ঘিরে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : পরিকাঠামো এখনও তৈরি করতে পারেনি শ্রম দপ্তর। অথচ পাহাড়, তরাই মিলিয়ে আরও ২০-২২টি চা বাগানে ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনের তোড়জোড় চলছে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এই ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। কিন্তু শ্রম দপ্তর সূত্রেই খবর, এর আগে উদ্বোধন হওয়া নিউ চামটা চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখনও তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, এরই মধ্যে অর্ধসমাপ্ত এবং পরিকাঠামোহীন ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও শুক্রবার উদ্বোধন করা হবে। এই অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক শুক্রবার শিলিগুড়িতে আসছেন। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা। উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রম আধিকারিক পার্থ বিশ্বাস এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করেছে। পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকরা যাতে শিশুদের নিশ্চিন্তে রেখে কাজে যেতে পারেন, সেই জন্য ক্রেশ তৈরির প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে এই কাজ চলছিল। কিন্তু সময়মতো আর্থিক বরাদ্দ না পেয়ে বেশিরভাগ চা বাগানেই ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। যেগুলির কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলিরও আর্থিক বরাদ্দ পায়নি এজেন্সিগুলি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি নিউ চামটা চা বাগানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য কোনও চিকিৎসক, নার্স না থাকায় সেটি এখনও তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

অভিযোগ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের কাজও চূড়ান্ত করতে পারেনি শ্রম দপ্তর। ক্রেশগুলি চালানোর জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়োগের কথা থাকলেও সেই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অভিযোগ, শিলিগুড়ির একাধিক চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ক্রেশ তৈরির কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যা নিয়ে শ্রম দপ্তরের ভূমিকায় চা মহল্লায় তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন থাকায় তড়িঘড়ি এগুলির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুখরক্ষা করতে চাইছে শ্রম দপ্তর।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

চোপড়া, ১৫ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকালে ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার মোড়ে বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবরোধ চলতে থাকায় দাসপাড়া থেকে চোপড়া ও লক্ষ্মীপুর রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও পরে পথসভা করা হয়। এদিন আন্দোলনে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মশিরউদ্দিন সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ব্লক সভাপতি বলছেন, 'এলাকায় গণহারে সাধারণ মানুষকে শুনানি শিবিরে ডাকা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে আন্দোলন জারি থাকবে।'

কুইজ

চোপড়া, ১৫ জানুয়ারি : সাইবার সচেতনতা মাস পালন উপলক্ষ্যে চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম হয়েছে চোপড়া হাইস্কুল, দ্বিতীয় লক্ষ্মীপুর, তৃতীয় হয়েছে মাঝিয়ালি হাইস্কুল। মোট ১৫টি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের তোড়জোড়। ছবি : সূত্রধর

যান চলাচলে বিধিনিষেধ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : রাত পোহালেই শিলিগুড়িতে পা রাখছেন একাধিক হেভিওয়েট। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রেলমন্ত্রী। এর মধ্যেই আসছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলার পাশাপাশি যান চলাচল নিয়ে বিধিনিষেধ জারি করল মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। শনিবারও ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি থাকবে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ আশ্বাস দিচ্ছেন, 'শুধুমাত্র, পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের ওপরই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর থাকবে।' তিনি বলছেন, 'পার্কিংয়ের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। শহরে সাড়ে সাতশো ট্রাফিককর্মী থাকছেন।'

ট্রাফিক পুলিশের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যান চলাচলে বিধিনিষেধ থাকছে পরিবহণনগর মোড়, ফুলবাড়ি-বাইপাস মোড়, ভক্তিনগর চেকপোস্ট, নেতাজি মোড় (আইওসি), সুকনা মোড় ও রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায়। পণ্যবাহী গাড়িগুলো এই পয়েন্টের বেশি আর শহরের ভেতর ঢুকতে পারবে না। শুক্রবার ও শনিবার, দুইদিনই এই নির্দেশ জারি থাকবে। এছাড়া শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে পণ্যবাহী গাড়ি খান্না হোটেল থেকে সিটি সেন্টার হয়ে চেকপোস্টে যেতে পারবে না। মার্ডার মোড় হয়ে ফাঁসিদেওয়া আন্ডারপাসে যেতে পারবে না। রেগুলেটেড মার্কেট থেকে মাটিগাড়ায় যেতে পারবে না। অন্যদিকে, শনিবার সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চেকপোস্ট থেকে গন্ডার মোড় ভায়া নোয়াপাড়ায় বিধিনিষেধ জারি থাকবে। তবে এক্ষেত্রেও দুইদিনই কিছু ছাড় রয়েছে।

বাগডোগরার বাসিন্দা ধীরাজ দাসের কথায়, 'প্রতিবারই হেভিওয়েট এলে শহরে যানজট হয়। বাস্তবে যে কারণে এত বিধিনিষেধ, সেটা কার্যকর হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি।' অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান চলাকালীন নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ডিসিপি (ইস্ট) বলেন, 'ট্রাফিকের পাশাপাশি সকল ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে। কুইক অ্যাকশন টিমের পাশাপাশি রুফটপের নজরদারি, সবকিছুই থাকছে।'

খরচে প্রশ্ন বিস্টের, প্রচার নেই তেমন

রাহুল মজুমদার ও বিশ্বজিৎ সাহা

শিলিগুড়ি ও মাথাভাঙ্গা, ১৫ জানুয়ারি : প্রস্তুতি শেষ। শুক্রবার 'মহাকাল মহাতীর্থ' ধামের শিলান্যাস করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক থেকে শিল্পপতিরা। লোক আনতে জেলায় জেলায় টার্গেট বেঁধে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিকে, রাজনীতির ময়দানে তাদের একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

বৃহস্পতিবার এই মন্দির তৈরির খরচ নিয়েই প্রশ্ন তুললেন দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার তিন পদ্ম বিধায়ক শংকর ঘোষ, দুর্গা মুর্মু ও আনন্দময় বর্মন। ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

রাজুর প্রশ্ন ছিল, ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে মন্দির তৈরির কথা থাকলেও কেন সরকারি ব্যানারে সমস্ত অনুষ্ঠান হচ্ছে? সরকারের তরফেই বা কেন আমন্ত্রণের চিঠি যাচ্ছে? সাংসদের বক্তব্য, 'আমরা রাম মন্দির তৈরি করেছিলাম। সারা দেশ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা ট্রাস্টে জমা পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক মন্দির হচ্ছে, কিন্তু টাকার উৎস কেউ জানে না। কীভাবে কাজ হচ্ছে, তাও জানি না। তবে সরকার থেকে যাওয়ার আগে একটা শুভ কাজ করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

পদ্ম নেতৃত্বকে পালটা তোপ দেগেছেন শিলিগুড়ির মেয়র। গৌতম দেবের উক্তি, 'রাজু বিস্টের এসব কথার কোনও উত্তর দেব না। অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং হবেই। মহাকালধাম বাংলার উন্নয়নের মুকুটের উজ্জ্বল পালক হতে চলেছে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক ভাওয়াইয়াশিল্পী গীতা রায় বর্মনকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না বলে জানিয়েছেন। গীতার অভিযোগ, ২০২৪ সালে পদ্মশ্রী পাওয়ার পর থেকে ব্লক ও রাজ্য স্তরের ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বলছিলেন, 'ভাওয়াইয়ার অনুষ্ঠান থেকেই আমাকে দূরে রাখা হচ্ছে। আমি অসম্মানিত।' অপর পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক শিবমন্দিরের বাসিন্দা লেখক নগেন্দ্রনাথ রায় অবশ্য শুক্রবার যাচ্ছেন বলে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ঠিক রয়েছে। বিকেল তিনটে নাগাদ সরকারি গাড়িতে তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান তিনি।

- গীতা যাবেন না জানিয়ে দিলেও অপর পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায় যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন
- উত্তরের মন পেতে মন্দির নির্মাণে তাড়াহুড়ো করলেও প্রচারে পিছিয়ে দলীয় নেতৃত্ব
- বিজেপি নেতাদের কটাক্ষের পালটা তোপ গৌতমের

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে ঘাসফুল ফোটানো তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে প্রেস্টিজ ফাইট। ভোট ঘোষণার আগেই তাই ধামের কাজ শুরু করে দেওয়া হচ্ছে তড়িঘড়ি। কিন্তু শিলান্যাস নিয়ে প্রচারে স্থানীয় নেতৃত্ব অনেকটা পিছিয়ে। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মন্দিরস্থল ও তার আশপাশে ১০০ থেকে ১৫০ মিটারের মধ্যেই ব্যানার, পোস্টার লাগানো হয়েছিল। তাছাড়া, আর কোথাও চোখে পড়েনি। গুঞ্জন শুরু হয় শাসকদলের অন্দরে।

সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগম, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে শহরজুড়ে ব্যানার, পোস্টার লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে সেগুলোর বেশিরভাগই এসেছে কলকাতা থেকে। বুধবার রাতে শিলিগুড়িতে পৌঁছেছে। মহকুমা পরিষদ থেকে পুরনিগম, এসজেডিএ-- সর্বত্র শাসকদলের লোকজন রয়েছেন। তবুও কেন প্রচারের আলো থেকে বাইরে তৃণমূল সরকারের এই প্রোজেক্ট? শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার শুধু বললেন, 'সরকারি অনুষ্ঠান, তাই সমস্ত সরকারি দপ্তর থেকে ব্যানার, পোস্টার লাগানো হচ্ছে।'

শাসকদলের তরফেও কিন্তু আলাদাভাবে প্রচার করা হয়নি। জগন্নাথধাম উদ্বোধনের আগে দলের মাদার ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সমাজমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার, পোস্টার লাগানো হয়। এবার তাও নেই। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের যুক্তি, 'বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শহরে ব্যানার, পোস্টার লাগানো শুরু হয়েছে। বুধবার রাতে এসে পৌঁছেছিল, তাই সময় লাগছে।' এ প্রসঙ্গে টিপ্পনী কাটছেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'শাসকদলের নেতারা মানুষকে ঠকান। কিন্তু নেত্রী ভগবানকেও ঠকাতে ছাড়েন না। সরকারের অর্থে মন্দির-মসজিদ-গির্জা তৈরি করা যায় না। মহাকালের প্রকোপে এবার এদের বিসর্জন হবেই।'

মমতার বার্তার আশায় জেলা নেতৃত্ব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ঘরের দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে শুক্রবার শিলিগুড়িতে পা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই সফরে মমতা কী বার্তা দেবেন, দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকাতেই বা কোনও দাওয়াই দেবেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির চাঁদমণিতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ১৭ একর জমির ওপরে তৈরি হবে এই মন্দির। ভোটের মুখে শিলিগুড়িতে এই মন্দির তৈরির সিদ্ধান্তে আদৌ তৃণমূল ভোটবাক্সে ফায়দা তুলতে পারবে কি না, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। এক-দেড় মাসের মধ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা। তার আগে বিজেপির হাতে থাকা শিলিগুড়ির চারটি (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সহ) বিধানসভা আসন দখল করার কথা মাথায় রেখে মমতা শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে কী বার্তা দেবেন, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। কেননা শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, এই চারটি বিধানসভাই বিজেপির দখলে রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে নিরঙ্কুশ হলেও তৃণমূল বিধানসভা ভোটে এখানে জয় নিয়ে অনেকটা দ্বিধায় রয়েছে। অনেকে বলছেন, এর মূল কারণই হচ্ছে দলে গোষ্ঠীকোন্দল। প্রার্থীপদের একাধিক গোষ্ঠীর একাধিক দাবিদার, কাকে প্রার্থী হওয়া থেকে আটকাতে হবে, কাকে প্রার্থী করার জন্য রাজ্যের কাছে দরবার করতে হবে, সেই পালাই এখন চলছে বলে খবর। এসব নিয়েই গোষ্ঠীকোন্দল চরমে পৌঁছেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দলনেত্রী শুক্রবার এখানকার নেতা-কর্মীদের কী বার্তা দেবেন, তা জানতে উৎসুক সকলে। শিলান্যাসের পরে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরকন্যার অতিথিনিবাস কন্যাশ্রীতে রাত্রিবাসের কথা রয়েছে। সেখানে তিনি দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কি না, তা নিয়েও গুঞ্জন রয়েছে। তবে, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও নেতা-নেত্রীকেই কন্যাশ্রীতে ডাকা হয়নি।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মসূচিতে থাকবেন। তবে,

সফরের আগে পুলিশি তৎপরতা।

তিনি পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে অনেক সময় অনেক কথা বলেন। শিলিগুড়ির চারটি বিধানসভা আসনই এবার আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে দলনেত্রী কী বার্তা দেবেন, সেদিকে আমরাও তাকিয়ে আছি।' গৌতম বলেছেন, 'দু'দিন আগেই টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। শুক্রবার সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও বৈঠকের ডাক আসেনি। শনিবার জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যাবেন, সেখানেও কথা হবে।' দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকের কোনও ডাক আসেনি।

স্বামীর থেকে বাঁচতে বান্ধবীর বাড়িতে

পরকীয়ার অভিযোগ, পালটা নালিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : স্বামীর সঙ্গে এক মহিলাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছেন। অভিযোগ, প্রতিবাদ করাতেই নাকি স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর ওপর চড়াও হন। মারধরের পর মুখ বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করেন তাঁরা। কোনওরকমে পালিয়ে আসেন তরুণী। এরপর সেখান থেকে সোজা চলে যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে এক অচেনা মানুষের ফোন থেকে যোগাযোগ করেন বাগডোগরাবাসী বান্ধবীর সঙ্গে। তিনি এসে তরুণীকে নিয়ে যান।

মেয়েটির মায়ের অভিযোগ, 'গত সপ্তাহে শুক্রবার গভীর রাতে হঠাৎ জামাই ফোন করে জানাল, মেয়ের সঙ্গে তার ঝামেলা হয়েছে। এরপর আমার ছেলে ফোনে কথা বলতে চায় মেয়ের সঙ্গে। সেই শুনে জামাই ফোন কেটে দেয়।' সন্দেহ হওয়ায় তরুণীর পরিবারের লোকজন রাতেই জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের দেখা পাননি। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। চারদিন কেটে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় মঙ্গলবার তাঁরা শিলিগুড়ি মহিলা থানার দ্বারস্থ হন। ওই মহিলার দাবি, 'বুধবার রাতে মেয়ের এক বান্ধবী ফোন করে জানায়, সে ওদের বাড়িতে আছে। এরপর আমরা গিয়ে নিয়ে আসি।' বৃহস্পতিবার সকালে মহিলা থানায় গিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয় স্বামী সহ তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে।

- শুক্রবার স্বামীর সঙ্গে ঝামেলার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তরুণী
- খোঁজ না পেয়ে চারদিন পর থানার দ্বারস্থ হয় পরিবার, বুধবার রাতে নিজেই ফোন করেন সেই তরুণী
- অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁর ওপর অত্যাচার চালানো হত, স্বামীর পরকীয়া ধরে ফেলায় প্রাণে মারার চেষ্টা হয়
- অভিযুক্ত তরুণের অভিযোগ, স্ত্রী একাধিক সম্পর্কে জড়িত জানতে পারায় ঝামেলা হয়েছিল

প্রশ্ন উঠছে, শুক্রবার নিজের বাড়িতে না গিয়ে কেন তিনি বান্ধবীর কাছে গেলেন? তরুণীর দাবি, একই এলাকায় তাঁর বাবার ও শ্বশুরবাড়ি। ওই বাড়িতে গেলে সেখানে অভিযুক্তরা হামলা চালাতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। এদিকে অভিযুক্তের দাবি, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক তরুণের পরকীয়া ছিল। আমি সেটা জানতে পেরে প্রতিবাদ করেছিলাম। প্রমাণ লোপাটের জন্য স্ত্রী মোবাইল ভেঙে দেয়। ওকে আমার পরিবারের কেউ মারেনি। সেদিন গভীর রাতে ও পালিয়ে যায়।' তরুণ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন না।

২০২৩ সালের মে মাসে দুজনের বিয়ে হয়। বধূর অভিযোগ, 'বিয়ের পর থেকে জমি কিনে দেওয়ার দাবিতে স্বামী ও তাঁর পরিবারের লোকজন অত্যাচার চালাত। ধীরে ধীরে তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমাদের পরিবারের পক্ষে জমি কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। এরমধ্যেই স্বামী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার রাতে ওকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলি। আমার মুখ আটকানোর জন্য প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।'

অভিযোগ, পালটা অভিযোগের জট ছাড়াতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন রাত অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চিরদিনের ছোটবেলা।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

বাড়ছে ক্ষোভ

রাজগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানি পর্বের কাজ যখন মাঝপথে এই সময়েই কাজে অব্যাহতি চেয়ে ১৫ জন বিএলও ওপরমহলের কাছে আবেদন করলেন। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআরের শুনানি পর্বের মাঝেই বড়সড়ো এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যে বিএলও-রা কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা সবাই রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ করছেন। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশ দিচ্ছে। এই বিষয়গুলিতে তাঁদের কোনও প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

জমির জন্য জঙ্গি আন্দোলনের ডাক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : আরএসপি-র হাত ধরে 'রক্তক্ষয়ী' আন্দোলনের ডাক দিলেন শিলিগুড়ির কাওয়াখালি-পোড়াঝাড় ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা। প্রয়োজনে এসজেডিএ অচল করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জমিদাতারা। শুক্রবার মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করতে শিলিগুড়িতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানিয়েছেন কাওয়াখালি-পোড়াঝাড়ের জমিদাতারা।

অভিযোগ, কেউ টাকা পেয়েছেন, তো জমি পাননি। অনিচ্ছুকরা জমিও ফেরত পাননি। ভূমিরক্ষা কমিটির সহ সভাপতি মিঠুন সরকার বলেন, 'এবার যে আন্দোলন হবে, তা আগে হয়নি। প্রয়োজনে রক্ত ঝরবে। কিন্তু এবার আমরা নিজেদের জমিতে প্রবেশ করবই।' এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

২০০৪ সালে ফিল্ম সিটি তৈরি সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কাওয়াখালি-পোড়াঝাড় এলাকায় প্রায় ৩০২ একর জমি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন বাম সরকার। সেসময় ৩৭ জন জমি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

অভিযোগ, টাকা পেলেও ৩৫২ জন এখনও পর্যন্ত ফ্ল্যাট পাননি। তবে যাঁদের জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলেই তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ কমিটির সদস্যদের। আবার এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা টাকা পাননি। তাঁদের টাকা অন্য কেউ ভুয়ো নথি দেখিয়ে তুলে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ। এই সংখ্যাটা প্রায় ৮০। এই সমস্ত কিছু জানিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন কমিটির সদস্যরা।

কমিটির সদস্যদের দাবি, পুরমন্ত্রী

সাংবাদিক সম্মেলনে ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা।-সংবাদচিত্র

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু জেলা শাসক দেখা করার সময় দেননি। এসজেডিএ থেকেও কোনও সদুত্তর মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে আরএসপি-র শ্রমিক সংগঠন ইউটিইউসি-র ব্যানারে আন্দোলনে নামছেন তাঁরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক তাপস গোস্বামী বলেন, 'জমিহারাদের স্বার্থে এবার আমরা সরকারি অফিস অচল করে দেব।'

৯৪ বস্তা পোস্ত বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জানুয়ারি : টায়ারবোঝাই লরির ভিতর লুকিয়ে পোস্ত পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল পাচারকারীরা। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন উড়ালপুলের কাছে লরিটি আটক করে পুলিশ। উত্তরাখণ্ড নম্বরের ওই লরি থেকে হলুদ এবং সাদা রংয়ের ৯৪টি বস্তায় ভর্তি ২৪ কুইন্টাল পোস্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লক দিয়ে চলে যাওয়া ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট ওয়েস্ট করিডর তথা ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচারের সময়ে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেটও বাজেয়াপ্ত হয়।

এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে টায়ার বোঝাই লরির ভিতর লুকিয়ে পোস্ত পাচারের চেষ্টা চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উড়ালপুলের কাছে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই লরিটি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চম্পট দেয় চালক। এরপরই লরিতে তল্লাশি শুরু করা হয়। লরিটির ভিতর বোঝাই করা ছিল বড় বড় পুরোনো টায়ার। এর পিছনেই আড়াল করে রাখা ছিল প্লাস্টিকের বস্তা। আর সেই বস্তা খুলতেই দেখা যায়, তাতে পোস্ত ভর্তি রয়েছে।

অনেকদিন ধরেই এই রুটটিকে পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে দুষ্কৃতীরা। এবারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সাধারণ পণ্য পরিবহণের আড়ালে অসম থেকে বিহারে পোস্ত পাচার করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। এই পাচারচক্রে কারা জড়িত, তা জানতে এবং পলাতক চালককে ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাস।

গ্রেপ্তার ২

চোপড়া, ১৫ জানুয়ারি : ব্রাউন সুগার সহ বুধবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করল চোপড়া থানার পুলিশ। বাবলু আলম ও বলরাম সরকার নামে ধৃতদের বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পাঠানো হয়। তাঁদের কাছ থেকে ২৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৭০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সর্বদলীয় বৈঠক

চোপড়া, ১৫ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। এদিন বিডিও সৌরভ মাঝির চেম্বারে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। শুনানি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসন থেকে বিভিন্ন মহলে সহযোগিতার অনুরোধ করা হয়।

মাঝরাতে গুলি জলপাইগুড়ি শহরে

সৌরভ দেব ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : শহরের রাস্তায় চলল গুলি। বুধবার গভীর রাতে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির কাচ ফুটো হয়। অন্যদিকে ওই গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে সমাজপাড়া এলাকার একটি কম্পিউটার সেন্টারের কাচের দরজা ফুটো হয় গুলিতে। শনিবার সার্কিটবেঞ্চের উদ্বোধনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট অতিথিরা শহরে আসছেন। তার আগে শহরের বুকে এভাবে গুলি চলায় নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও গুলির আঘাতে কোনও হতাহতের খবর নেই। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কীভাবে গুলি চলল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশের ফরেন্সিক টিম।

পুলিশ সূত্রে খবর, গুলি চলার ঘটনার সঙ্গে কিছু তথ্য ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে এসেছে। শহরের দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ঘটনার তদন্তের স্বার্থে পুলিশ থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ মুখ খুলতে চায়নি। জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'সমাজপাড়া এলাকায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। আমরা ওই ঘটনার তদন্ত করছি।'

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাত সোয়া ১২টা নাগাদ। এলাকায় সেই সময় কোনও একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাজি ফাটানো হচ্ছিল। সেই সময় এলাকার বাসিন্দা সায়ন্তন চক্রবর্তী নিজের বাড়ির সামনে থাকা কম্পিউটার সেন্টারের কাচের দরজায় জোরে আঘাতের শব্দ পান। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন দরজার কাচে ফুটো। প্রাথমিকভাবে তাঁর ধারণা হয়েছিল রাস্তা থেকে দরজায় কেউ ঢিল মেরেছে। তবে বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ধারণাটাই পালটে যায়। দরজা খুলতেই যখন পায়ের সামনে গুলির খোল নজরে আসে। তিনি দেখতে পান কাচের দরজা ফুটো করে গুলি ভেতরের দিকে কাঠের দরজাতেও আঘাত করেছে। এদিন সকালে রাস্তার পাশে থাকা নিজের গাড়ির সামনে গিয়ে এলাকার বাসিন্দা রামপ্রসাদ কামতি দেখতে পান সামনের কাচ ফুটো। তিনিও সায়ন্তনের মতোই প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ গাড়ির কাচে ঢিল মেরেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারেন কাচের এই ছিদ্র পাথরের আঘাতে হয়নি। সিটের ফুটোতে আঙুল ঢোকাতেই হাতে আসে গুলির খোল। এদিন সকালে দুটি ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

গাড়ির কাচে গুলির চিহ্ন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

রঙ্গমঞ্চ থিয়েটারের উদ্বোধনে ছৌ প্রদর্শনী। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই

মোদির সভার জমি দিতে নারাজ সিঙ্গুর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রায় ২০ বছর পর আবার সিঙ্গুরে জমিজট। ২০০৬ সালে টাটাদের ন্যানো কারখানার জন্য জমি দিতে অস্বীকার করেছিলেন সেখানকার কৃষকরা। দু-বছর আন্দোলনের পর টাটারা অর্ধসমাপ্ত কারখানা রেখেই সিঙ্গুর ছেড়েছিলেন। আবার সেই কৃষকরাই ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন। ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে সভা করতে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ইতিমধ্যেই গোপালনগর ও সিংহের ভেড়ি এলাকায় মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

কিন্তু ওই জমির মালিকদের একাংশ বৃহস্পতিবারই সিঙ্গুর বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের অনুমতি না নিয়েই সেখানে মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। তাই অনুমতিবিহীন জমিতে যেন মঞ্চ তৈরি না হয়, সেই দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন। যদিও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঞ্চের স্থান পরিবর্তন নিয়ে এদিন সন্ধে পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এই ঘটনায় বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যেখানে সভা করবেন, সেখানকার জমির মালিকদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখানে জমির মালিকদের অনুমতি না নিয়েই বিজেপি জোর করে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছে। ফলে এখানে আইন মানা হয়নি।' যদিও এই সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা

■ গোপালনগর ও সিংহের ভেড়ি মৌজায় প্রধানমন্ত্রীর সভার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে

■ অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জমির মালিকরা বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়েছেন

■ যদিও মঞ্চর স্থান পরিবর্তন নিয়ে প্রশাসন এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এখানে সরকারি অনুষ্ঠানে আসছেন, কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছে ও মঞ্চ তৈরির ব্যবস্থা করছে। এগুলি নিম্নরুচির রাজনীতি। এতে কোনও প্রভাব পড়বে না।'

টাটাদের ন্যানো কারখানার জন্য জমি তৈরির বিরোধিতা করে ২০০৬ সালের মে মাসে আন্দোলনে নেমেছিলেন হাজার হাজার কৃষক। টাটা গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান রতন টাটাকেও সিঙ্গুরে গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই টাটা কারখানার বিরোধিতা করেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ২০০৮ সালের অগাস্টে টানা ১৬ দিন ধর্নায় বসেছিলেন। অবশেষে এই রাজ্য থেকে ন্যানো কারখানা গুজরাটের সানন্দে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রতন টাটা।

তখন তিনি শুনিয়েছিলেন, 'গুড এম' এবং 'ব্যাড এম' অর্থাৎ মোদিকে গুড ও মমতাকে ব্যাড বোঝাতে চেয়েছিলেন। মমতার উদ্দেশে সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, 'আমি বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি তো ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।' প্রায় ১৮ বছর পর সেই সিঙ্গুরেই আবার প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জমি যুদ্ধ।

অ্যাডমিট কার্ড গ্রাহ্য নয় : কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড কমিশনের শুনানিতে বৈধ নথি হিসেবে স্বীকৃত হবে না। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। গত ১ জানুয়ারি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্ম ও বয়সের প্রামাণ্য নথি হিসেবে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। ১৫ দিন পরে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল ও বামেরা।

গত ২৭ নভেম্বর রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিতে শুনানির জন্য যে ১১টি নথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কমিশন, সেই তালিকায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ছিল না। এদিন অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত সিইও দপ্তরের পাঠানো প্রস্তাব খারিজ করতে গিয়ে তাকেই ঢাল করেছে কমিশন। যদিও চা বাগান শ্রমিকদের প্রামাণ্য নথি হিসেবে চা বাগান মালিকদের দেওয়া নিয়োগপত্র যা সরকারি নথিতে রেজিস্ট্রিকৃত, তা গ্রহণ করেছে কমিশন। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এই নথি বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছিল বিজেপি। পর্যবেক্ষকদের মতে, সেক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে শুনানির নির্দিষ্ট নথি হিসেবে প্রাথমিক তালিকায় না থাকাকে দায়ী করা যায় না।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দল থেকে শিক্ষাবিদ

> **"মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে প্রথমে বিবেচনার জন্য মনে করে এতদিন পরে তাকে বাতিল করা চূড়ান্ত খামখেয়ালির পরিচয়। এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করার মতো কোনও ভাষা নেই।**
> **-পবিত্র সরকার**

সরব হয়েছেন সবাই। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সরকারিভাবে দেওয়া বয়স প্রমাণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পর্ষদের দেওয়া সেই অ্যাডমিট কার্ডকে প্রথমে বিবেচনার জন্য মনে করে এতদিন পরে তাকে বাতিল করা চূড়ান্ত খামখেয়ালির পরিচয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করার মতো কোনও ভাষা নেই।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, এটা গর্হিত অপরাধ। আরও ৫টা বিষয়ের মতো এটাও কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছু নয়। তৃণমূলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের সবকিছু ব্যাপারেই কমিশনের অ্যালার্জি। আসলে এই কমিশন বিজেপির দ্বারা পরিচালিত। যে কোনও উপায়ে মানুষকে হয়রানি করাই এদের লক্ষ্য।'

এদিন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। শুধু সাধারণ মানুষই নন, শুনানির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক এবং নির্বাচন কর্মীরাও এই সিদ্ধান্তে তাঁদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। এদের মতে, রাজ্যে এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে মানুষ ইতিমধ্যেই নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নথি জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে মানুষ। সেই পরিস্থিতিতে অ্যাডমিট কার্ডের মতো নথি নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে কমিশন যথেষ্ট দেরি করেছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই যাঁরা বিকল্প নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বাদ পড়ার নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হল।

শুভেন্দুকে থানায় হাজিরা থেকে রেহাই

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মালদার চাঁচল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় শুভেন্দুকে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে না। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

মালদার চাঁচলে একটি জনসভা থেকে প্রসূনের বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগ ওঠে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে চাঁচল থানায় এফআইআর দায়ের করেন প্রসূন। তাঁর দাবি, ওই দিন সভা থেকে প্রসূনকে ব্যক্তিগত আক্রমণের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু। প্রসূনের অভিযোগের ভিত্তিতে শুভেন্দুকে ৭ দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দেওয়ার নোটিশ দিয়েছিল চাঁচল থানা। এফআইআর খারিজের দাবিতে শুভেন্দু আদালতের দ্বারস্থ হন।

এদিন এই মামলায় তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, ওই এফআইআরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। এফআইআর দায়ের করার আগে কোনও প্রাথমিক অনুসন্ধান করা হয়নি। রাজ্য যুক্তি দেয়, আইনানুযায়ী একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চালিয়ে যেতে দেওয়া হোক। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সবগুলি জামিনযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যদিও

নির্দেশ আদালত

পালটা শুভেন্দুর আইনজীবীর দাবি, নির্বাচনের আগে হেনস্তার উদ্দেশ্যে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন তদন্তকারীরা। তবে শুভেন্দুকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। নোটিশ দেওয়া হলে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেবেন তিনি। আপাতত এফআইআরের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়। রাজ্যকে এই বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।

চাকরি বাতিলে 'অযোগ্য'দের দোষারোপ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি: 'ডাল মে কুছ কালা নেহি, পুরা ডাল হি কালা'। ফের নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক শুরু হওয়ায় এমনটাই মনে করছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত ওয়েটিং লিস্টের 'অযোগ্য' তালিকায় রয়েছে মূল মামলাকারীদের নাম। অর্থাৎ, যে মামলার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল হয়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছিলেন, সেই নিজেদের 'বঞ্চিত' বলে দাবি করা মামলাকারীরাই নাকি 'অযোগ্য'! 'দাগি' মামলাকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে কীভাবে এতজনের জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন 'যোগ্য'রা। ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়েছে এসএসসি মামলার মূল আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে।

ওয়েটিং লিস্টে থাকা 'অযোগ্য'দের তালিকায় নাম রয়েছে মূল মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গ, রাবেয়া বেগম, প্রণব বোস ও শাহানাজ বেগমদের। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের প্রশ্ন, সিবিআইয়ের দেওয়া 'অযোগ্য'দের তালিকা এসএসসির হাতে থাকা সত্ত্বেও আদালতে তারা সেই তথ্য তুলে ধরলেন না কেন? একইসঙ্গে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছেন চাকরিহারারা। চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের ক্ষোভ, 'ববিতা বর্মন বা লক্ষ্মী তুঙ্গদের মতো অযোগ্যদের হয়ে মামলা লড়ে এতগুলো জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করলেন যে আইনজীবীরা, তাঁদের শাস্তি হবে না কেন?' পালটা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের যুক্তি, 'মামলা যে কেউ করতে পারে। অযোগ্য হলেও মামলাকারীদের দায়ের করা মামলার কারণেই সমগ্র দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে।' ফিরদৌস শামিম বলেন, 'মামলা করার সময় আমরা কীভাবে জানব যে কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য! এখন দেখা যাচ্ছে যাঁরা পরীক্ষায় বসেননি, তাঁদেরকেও বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এটা তো আরও বড় দুর্নীতি।' এই নন্দীগ্রামের লক্ষ্মী তুঙ্গের মামলার ভিত্তিতেই ১৯১১ জন গ্রিপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল করেছিল আদালত। মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার 'যোগ্য'রা পালটা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ওয়েটিং লিস্টের তালিকা অনুযায়ী, 'দাগি' শিক্ষক সংখ্যা ২৫০। শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ১৮৫৩। এঁদের সকলেরই ওএমআরে অসঙ্গতি রয়েছে। তালিকায় আদালতের নির্দেশে 'দাগি'দের নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, বিষয়ের বিস্তারিত তথ্যও দেওয়া হয়েছে। চাকরিহারা মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'এটি প্রথম থেকেই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি আর রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত আইনজীবীরা এর জন্য দায়ী।'

এসএসসি-কে প্রশ্ন হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কেন ওএমআর শিট প্রকাশ করছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি), এই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গত নভেম্বরে ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও কার্যকর করা হয়নি ওই নির্দেশ। এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'স্বচ্ছতার স্বার্থে ওএমআর শিট সকলের সামনে আনতে হবে কমিশনকে।' যদিও ব্যক্তিগত ওএমআর শিট পাবলিক ডোমেনে আনার বিষয়টি নিয়ে কমিশন প্রশ্ন তোলে। এমনকি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে আবেদন করলে তবেই ওএমআর শিট দেখানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কমিশনের আইনজীবী। তখনই অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'এটা কি কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? কমিশন কি এখানে ব্যবসা করতে বসেছে?'

বিচারপতি জানিয়ে দেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে গোপনীয়তার চেয়ে স্বচ্ছতা বেশি জরুরি। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ না থাকায় দুর্নীতির অভিযোগ নিরসনে ওএমআর শিট সকলের সামনে আনা একমাত্র পথ।' কমিশন সময় বাড়ানোর আর্জি জানালেও তা গ্রহণ করেনি আদালত। পাশাপাশি ফি বা গোপনীয়তার যুক্তিতে এই প্রক্রিয়া যাতে বন্ধ না হয়, তা জানিয়েছেন বিচারপতি। আরও একটি বিষয় আদালতে প্রকাশ্যে এসেছে। ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশের আগে যাচাই প্রক্রিয়ার দাবি করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী।

পুজোর দিনে স্থগিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কৃতিত্বে ভাগ বসাতে মরিয়া সুকান্ত-মমতা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের (মেইন) পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করা হল। সৌজন্যে সরস্বতী পুজো। যদিও পরীক্ষার পরিবর্তিত সূচি বৃহস্পতিবার জানানো হয়নি। এবার রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি। কিন্তু সেই দিন সরস্বতী পুজো পড়ায় দিন বদলের আর্জি জানিয়ে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা সংক্রান্ত এনটিএ'র নির্দেশিকা প্রকাশের পর পরীক্ষা পিছোনোর জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন সুকান্ত। আবার তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করেছেন।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের মেরুকরণের আবহে জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা পিছোনোর কারণ হিসেবে সরস্বতী পুজো উঠে আসায় রাজনৈতিকভাবে নতুন মাত্রা পেল। এমনিতেই রাজ্য সরকারকে হিন্দুবিরোধী বলে দাবি করে বিজেপি। সেই প্রশ্নে গত বছরেও সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। জল গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। খাস কলকাতার বুকে হাজরা ল'কলেজে সরস্বতী পুজো করতে হয়েছিল পুলিশ পাহারায়। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে তাই সরস্বতী পুজো ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স একই দিনে পড়ায় সক্রিয় বিজেপি। পরীক্ষা পিছোতে গত ৯ তারিখে এনটিএ-কে চিঠি দেন সুকান্ত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর চিঠির পরে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা স্থগিতের বিষয়টি ছিল সময়ের অপেক্ষা।

তবে মেরুকরণের আবহে সরস্বতী পুজো ও তাকে ঘিরে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারে ভাগ বসাতে তৎপর হতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকেও। পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণার জন্য

সুকান্তর কৃতিত্ব দাবি করার পরেই মুখ্যমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করেছেন, রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার জন্যে সরস্বতী পুজোর দিনের পরিবর্তে বিকল্প কোনও দিন বাছতে তিনিও এনটিএকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যেই এনটিএ বিষয়টিকে বিবেচনা করেছে। যদিও তৃণমূলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সরস্বতী পুজো এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে। সরস্বতী পুজোয় তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর এই দিন বদলের আর্জি।

পুলিশে বদলি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : তিন বছর বা তার অধিক সময় একই জেলায় একই পদে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করার নির্দেশ মতো ওই আধিকারিকদের বদলির নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। কাকে কোথায় বদলি করা হল, তা নিয়ে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট রাজ্যের পুলিশ ডিরেক্টরেট এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদারকির জন্য বিধাননগর, ব্যারাকপুর ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের বদলির বিষয়ে তদারকি করবেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ)। আসানসোল-দুর্গাপুর ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল)-কে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বদলির তদারকি করবেন উত্তরবঙ্গের আইজি। সমস্যা হলে দ্রুত এডিজি (লিগ্যাল) অথবা এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)র সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়েছে।

বিধি অনুমোদন

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধিতে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়কে নয়া বিধিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের গড়া কমিটির মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

কর্মসূচিতে নেই অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচার চাইতে বৃহস্পতিবার সিবিআই দপ্তরে অভিযান করা হয়। আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর নেতৃত্বে নিউটাউনের এনবিসিসি স্কোয়ার থেকে সিবিআই দপ্তর পর্যন্ত কর্মসূচি হয়। ঘটনার ১৭ মাস পরেও এখনও অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগে ন্যায়বিচারের দাবিতে 'ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইম্যান'-এর ব্যানারে সিবিআই দপ্তরে অভিযানে নামেন প্রতিবাদীরা। এই কর্মসূচিতে থাকার কথা ছিল অভয়ার বাবা-মায়ের। কিন্তু এদিনের কর্মসূচিতে গরহাজির ছিলেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বললেন, 'পোস্টারে যখনই অনেক মাহাতোর নেতৃত্বে আমাদের থাকার কথা উল্লেখ করা হল, তাই আমরা যাইনি।'

সম্প্রতি অভয়া ইস্যুকে হাতিয়ার করে অনিকেত ক্রাউড ফান্ডিং কেন করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অভয়ার পরিবার। এদিনও সেই ক্ষোভ উগরে অভয়ার বাবা বলেন,

অনিকেতে 'অরুচি'

'এদিনের কর্মসূচিতে যেভাবে আমাদের থেকেও অনিকেতকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল তাই যাওয়ার প্রশ্ন আসেনি।'

বুধবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে এক সময়ের সহযোদ্ধারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফোরাম থেকে বিদায় জানিয়েছে অনিকেতকে। তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছে ফ্রন্ট। তবে এদিনই অভয়ার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন অনিকেত। যদিও অভিযোগ, মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে পুলিশ। অনিকেত এদিন বলেন, 'বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে। ১৭ মাস কেটে গেলেও এখনও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারল না সিবিআই। দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার থেকে যে আশা মানুষের ছিল, তা পূরণ হয়নি।'

লাগাতার ডিজিটাল প্রশিক্ষণ, ঢেলে সাজছে আইটি সেল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : গত কয়েক বছর ধরে বিজেপিকে টেক্কা দিতে আইটি সেলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। এবার 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' নামে আইটি সেলকে তারা সামনে এনে বিজেপিকে রোখার মরিয়া চেষ্টা শুরু করল। ডিজিটাল যোদ্ধাদের কীভাবে কাজ করতে হবে, তা নিয়ে দলের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় যোদ্ধারা সমাজমাধ্যমে তাঁদের প্রচার চালাবেন। এই যোদ্ধাদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক পক্ষ গত ১৫ বছরের রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে যেমন প্রকাশ্যে আনবে, অন্যপক্ষ প্রতিমুহূর্তে বিজেপির আইটি সেলের প্রতি নজর রেখে সেখানে রাজ্যের বিরুদ্ধে করা 'কুৎসা'র জবাব দেবে।

আরজি কর, সন্দেশখালি, কসবা সহ সাম্প্রতিক একাধিক কাণ্ডের থেকে শিক্ষা নিয়ে 'ইটের বদলে পাটকেল' মন্ত্রে ডিজিটাল যোদ্ধাদের লড়তে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব আইপ্যাকের কাঁধে। সেই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মাঠে-ময়দানে লড়বে আইটি সেল এবং দলের অন্য সমর্থকগোষ্ঠী। আইটি সেলের রাজ্যের অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারি উপাসনা চৌধুরী জানান, জেলাভিত্তিক রুটম্যাপ তৈরি হচ্ছে। 'ফ্যাম' ও 'ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতা'র মতো সমর্থকগোষ্ঠীরা উন্নয়নের পাঁচালিভিত্তিক শর্টস, রিলসের মতো সমাজমাধ্যমে প্রকাশযোগ্য ভিডিও তৈরি শুরু করে দিয়েছে। পিরামিড সূত্র মেনে গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক প্রচারের রণকৌশল তৈরি করছে আইটি সেল। মূল উদ্দেশ্য, এসআইআরকে কেন্দ্র করে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' মানুষের সামনে তুলে ধরা। নন্দীগ্রামও এবারের পাখির চোখ ডিজিটাল যোদ্ধাদের। দলের অন্যতম মুখপাত্র ঋজু দত্ত বলেন, 'সেবাশ্রয়-২ কর্মসূচি নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে ডিজিটালি পৌঁছে দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দেব, বিজেপি নয়, মানুষের পাশে থাকবে তৃণমূলই।'

আইটি সেলের আরেক জেনারেল সেক্রেটারি নীলাঞ্জন দাস বলেন, 'অক্টোবর থেকে ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রস্তুতি চলছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আমরা প্রতিটি যোদ্ধার কাজ খতিয়ে দেখে প্রত্যেককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপির কুৎসিত মন্তব্য, বিজেপি নেতাদের কটূক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাব।' 'ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতা'র সভাপতি সায়ন মারিকের বক্তব্য, 'ঝড় তোলার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি চলছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে তাঁরাই ভোটবাক্সে উত্তর দিয়ে দেবেন।' গত লোকসভা নির্বাচনে সমাজমাধ্যমকে হাতিয়ার করলেও রাজ্যে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। তবে ভোটবাক্সে যে টক্কর তারা দিয়েছিল, তা যাতে আর তৈরি না হয়, সেই কারণে তৃণমূলের ডিজিটাল শক্তিকে মজবুত করতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ডিজিটাল যোদ্ধারা।

■ এসআইআরকে কেন্দ্র করে হয়রানি ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ছবি তুলে ধরা

■ অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের জয়গানভিত্তিক রিলস, শর্টস, ভিডিও প্রকাশের ওপর জোর

■ বিজেপি নেতাদের কুমন্তব্য, বিজেপিশাসিত রাজ্যে দুর্নীতির পরিসংখ্যান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া

নিলামে হোগলার অস্থায়ী ছাউনি

পুলকেশ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্ন শেষ, কিন্তু সাগরতীরে ভক্তের ঢল যেন থামতেই চাইছে না। তবে বেলার দিকে ভিড় কিছুটা কমতেই শুরু হয়েছে 'মেলা ভাঙার' তোড়জোড়। নীল-সাদা কাপড়ের মায়া কাটিয়ে এবার হোগলার অস্থায়ী ছাউনিগুলো নিলামে চড়ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল থেকেই মন্ত্রীদের নেতৃত্বে শুরু হবে সৈকত সাফাই অভিযান। স্লোগান তৈরি— 'শুদ্ধিকরণের অঙ্গীকার, গঙ্গাসাগরে বারবার'।

তবে মেলায় আনন্দের মাঝে বিষাদও রয়েছে। বিহারের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং নামে এক প্রৌঢ়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এটি এবারের মেলার দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘটনা। বৃহস্পতিবার মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ ও আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যে পরিসংখ্যান দিলেন, তা শুনে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ! মন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী

মেলা থেকে ফিরছেন পুণ্যার্থীরা। বৃহস্পতিবার। - রাজীব মণ্ডল।

সাগরে ডুব দিয়েছেন। অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় জনজোয়ার বেড়েছে প্রায় ৪৫ লক্ষ! কিন্তু প্রশাসনের পরিসংখ্যানের সঙ্গে স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের কথায় মিল পাওয়া গেল না। এবারের মেলায় পেটে টান ফেলেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে ভিক্ষুকদের। ফুল-নারকেল বিক্রেতাদের গলায় আক্ষেপের সুর। তাঁদের দাবি, 'অন্যবার ভিড়ের ঠেলায় জলে পড়ে যেতাম, আর এবার তো আরামে ভ্যান চালিয়ে ঘাটে এসেছি।' ৫০ টাকার নারকেল কেনা দামেই বেচতে হচ্ছে। ভিক্ষুকদের ঝুলিতেও এবার চালের দেখা মেলেনি। এদিকে ভাঙনের জেরে সাগরের একাংশে স্নানঘাট বন্ধ রাখায় শুটকি মাছ বিক্রেতারা প্রশাসনের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ— তাঁদের ব্যবসা এবার লাটে উঠেছে।

মেলার পড়ন্ত বিকেলে সবার নজর কাড়ছে ছোট্ট সানিয়া। দড়ির ওপর তার সার্কাস দেখার লোক কম, তাই বাবা হরিহরের চোখে দুশ্চিন্তার মেঘ। ভিড়ের রেকর্ড যতই বাড়ুক, সাগরের নোনা হাওয়ায় হাজারো মানুষের দীর্ঘশ্বাস কিন্তু থেকেই গেল। ভিড়ের রেকর্ড যতই কোটির ঘর ছাড়াক, সাগরের নোনা হাওয়ায় কয়েক হাজার প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘশ্বাস কিন্তু থেকেই গেল। মেলা শেষে পুণ্য ফিরছে ঘরে, আর দুশ্চিন্তা ফিরছে স্থানীয়দের ঝুপড়িতে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২ মাঘ ১৪৩২

ফের চর্চায় রাজতন্ত্র

২০২৫ সালে নেপালে গণ অভ্যুত্থানের সময় সেদেশের জেন জেড-এর বড় অংশের দাবি ছিল রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। রাজা জ্ঞানেন্দ্রর সমর্থনে স্লোগান শোনা গিয়েছিল জেন জেড-এর মিছিলে। যদিও নেপাল আপাতত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে। নেপালেরই মতো এখন ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে উঠেছে রাজতন্ত্র ফেরানোর স্লোগান।

'লং লিভ দ্য শাহ', 'দ্য পাহলভি উইল রিটার্ন', 'কিং অফ ইরান রিটার্ন টু ইরান' ইত্যাদি স্লোগানে ভাসছে ইরান। আবার কোথাও আন্দোলনকারীদের হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'ইরান উইদাউট কিং হ্যাজ নো অ্যাকাউন্ট।' ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামিক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন ইরানের শেষ সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভি।

গত ২৭ ডিসেম্বর ইরানে যখন সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হল, তখন আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া ছিল নিছক অর্থনৈতিক। ডলারের তুলনায় ইরানি মুদ্রা রিয়ালের দামের ব্যাপক পতন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের গগনচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সমস্যার প্রতিবাদে তখন রাস্তায় নেমেছিলেন মানুষ।

এবার কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে মানুষের বিক্ষোভ সরকারবিরোধী আন্দোলনের চেহারা নেয়। দাবি ওঠে, দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইসলামি শাসনের অবসান ঘটানোর। খামেনেইয়ের মৃত্যু কামনা করে স্লোগানও শোনা গিয়েছে মিছিলে। এই মুহূর্তে গণবিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে গোটা ইরান। রাজধানী তেহরান থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে অন্তত একশোটি শহরে।

বিভিন্ন সরকারি ভবন, গাড়ি, বাসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। মারমুখী জনতার মোকাবিলায় দমনপীড়ন শুরু করেছে সরকার। সেনা নেমেছে সর্বত্র। গুলি চলছে যথেচ্ছ। হিংসাত্মক আন্দোলনে প্রায় ৩০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই হিসেব আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া ইরান সরকারের। একটি মানবাধিকার সংস্থার দাবি, ইরানে নিহতের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়েছে। আবার বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দাবি, মৃত্যুর সংখ্যা ১২০০০।

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট করে দিয়েছে সরকার। তার ফলে ইরানের মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছেন না। একমাত্র ভরসা এলন মাস্কের স্টারলিংক নেটওয়ার্ক। ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের দ্রুত দেশে ফিরে আসতে বলেছে নয়াদিল্লি। ভারত থেকে কাউকে সেদেশে যেতেও বারণ করা হয়েছে। আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইরান।

দেশজুড়ে এই বিক্ষোভের পিছনে মার্কিন মদত দেখছেন খামেনেই। তাঁর কথায়, আন্দোলন, প্রতিবাদের নামে সর্বত্র গুন্ডামি চলছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ, ইরানের নিরীহ জনগণের ওপর নির্যাতন করছে সরকার। এই নির্যাতন বন্ধ না হলে ইরানে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছে আমেরিকা। সেই লক্ষ্যে পুরোদস্তর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ওয়াশিংটন।

খামেনেই পালটা জানিয়েছেন, আক্রান্ত হলে ইরানও পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইরানে রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবি এবারই প্রথম শোনা গেল, তা নয়। ২০১৭-'১৮ সালে একই দাবি উঠেছিল। তখন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ৩৯ শতাংশ মানুষ রাজতন্ত্রে ফিরতে চাইছেন।

তারপর ২০২৪ সালে একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থার জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ৮০ শতাংশ ইরানবাসী রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন চান। ইরানের শেষ সম্রাট রেজা শাহ পাহলভির বড় ছেলে রেজা পাহলভি ১৯৭৯ সাল থেকে নির্বাসিত। ১৯৬০ সালে তাঁর জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা আমেরিকায়। ইরানের সাম্প্রতিক আন্দোলনে তিনি যথেষ্ট বিচলিত। বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বহিষ্কৃত যুবরাজ।

এরমধ্যে হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি স্টিভ উইটকম গোপনে দেখা করেছেন রেজা পাহলভির সঙ্গে। পাহলভি পরিষ্কার জানিয়েছেন, সরাসরি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তিনি চান না। ইরানের জনগণের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন চাইছেন কি না জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরা আগে স্থির করুন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

ঘরের ভাষা কবে ঢুকবে ক্লাসরুমে?

মাতৃভাষা ও স্কুলের বইয়ের ভাষা আলাদা হলে শিক্ষার ভিত নড়বড়ে হয়। রাজবংশী শিশুদের ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে না তো?

মলয় চক্রবর্তী

শিক্ষা তো আর আকাশ থেকে পড়া কোনও তত্ত্বকথা নয়, এ হল মাটির কাছাকাছি থাকার মন্ত্র। উত্তরবঙ্গের মতো বৈচিত্র্যময় জনপদে শিক্ষার সঙ্গে ভাষার নাড়ির টান অস্বীকার করা মানে একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে দুই দিনাজপুর ও মালদা— এই বিশাল এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন হল রাজবংশী ভাষা। অথচ কী দুর্ভাগ্য! স্কুলের গেট পেরোলেই এই ভাষা আজও 'ব্রাত্য'। বাড়িতে যে শিশুটি রাজবংশী ভাষায় স্বপ্ন দেখে, স্কুলে ঢুকেই তাকে সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে পড়াশোনাটা তার কাছে আনন্দের না হয়ে, হয়ে ওঠে আতঙ্কের। গবেষণাও বলছে, নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার হীনম্মন্যতায় ভুগে অনেক শিশুই ক্লাসে 'বোবা' হয়ে থাকে, আর শেষমেশ স্কুল থেকে হারিয়ে যায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি বনাম বাস্তব

ইউনেসকো বারবার বলছে, প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় না হলে শিক্ষার ভিত মজবুত হয় না। খোদ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও (NEP 2020) পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রতিফলন কোথায়? যে শিশুটি বাড়িতে রাজবংশী ভাষা শুনে বড় হচ্ছে, পাঠ্যবইয়ের সাধু বা চলিত বাংলার কঠিন ব্যাকরণ তাকে শুরুতেই হোঁচট খাওয়াচ্ছে। অথচ আমরা কি আজও সেই 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি? নাকি তথাকথিত 'স্ট্যান্ডার্ড' ভাষার দাপটে স্থানীয় ভাষার শ্বাসরোধ করছি?

স্বীকৃতি আছে, বাস্তব নেই

রাজ্য সরকার রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি গঠন করে উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগে সিলমোহর দিয়েছে—এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এই স্বীকৃতি কি শুধু মেলা, উৎসব আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফিতে কাটার মধ্যেই আটকে থাকবে? আকাদেমি হয়েছে, গবেষণা হচ্ছে— সবই ভালো কথা। কিন্তু যে প্রান্তিক শিশুটি গ্রামের ধুলোমাখা পথ পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তার কাছে এর সুফল পৌঁছাচ্ছে কি? সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি, উপযুক্ত শিক্ষক আর ক্লাসরুমে রাজবংশী ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ না থাকলে এইসব প্রশাসনিক আয়োজন অর্থহীন। সমস্যা আরও গভীরে। পাঠ্যবই ছাপানোই শেষকথা নয়, সেই বই পড়ানোর মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কোথায়? যে শিক্ষক স্থানীয় উপভাষা বোঝেন না, তিনি ছাত্রের মনের নাগাল পাবেন কী করে? বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় প্রচুর সাহিত্য ও গবেষণা হচ্ছে, তাই উপকরণের অভাব নেই। অভাব শুধু একটা জিনিসের— সরকারের সদিচ্ছা, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আর কঠোর নীতিগত সিদ্ধান্তের।

এআই

গাছের আগায় জল, গোড়া শুকনো

পরিস্থিতিটা বেশ অদ্ভুত। রায়গঞ্জ বা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষার ডিপ্লোমা বা ভাওয়াইয়া গানের সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার মহলে এই ভাষা জাতে উঠেছে। এটা অবশ্যই গর্বের। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু দালানে এই ভাষার চর্চা হলে কী হবে, যদি প্রাথমিক স্কুলের বুনিয়াদটাই নড়বড়ে থেকে যায়? গোড়ায় গলদ রেখে আগায় জল ঢাললে কি গাছ বাঁচে? উচ্চশিক্ষার সঙ্গে স্কুল শিক্ষার এই ফারাকটা বড্ড চোখে লাগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, তা যদি সহজ করে স্কুলের বইতে না আনা যায়, তবে সেই শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাজে আসবে না। ভবিষ্যতে এই ভাষার পাঠক তৈরি হবে কোথা থেকে? স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়— একটা সোজাসাপটা 'ব্রিজ' বা সেতু তৈরি করা আজ বড় জরুরি।

দিনহাটার জরাবাড়িতে তরণীকান্ত বর্মন রাজবংশী ভাষা প্রাইমারি স্কুল।

বাড়িতে যে শিশুটি রাজবংশী ভাষায় স্বপ্ন দেখে, স্কুলে ঢুকেই তাকে সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে পড়াশোনাটা তার কাছে আনন্দের না হয়ে, হয়ে ওঠে আতঙ্কের। হীনম্মন্যতায় ভুগে অনেক শিশুই ক্লাসে 'বোবা' হয়ে থাকে, আর শেষমেশ স্কুলছুট হয়ে হারিয়ে যায়।

বহুভাষিক ক্লাসই বাঁচার পথ

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহুভাষিক ক্লাসরুম কোনও বিলাসিতা নয়, ওটাই একমাত্র রাস্তা। গণিত বা বিজ্ঞানের জটিল ধারণা যদি শুরুতে স্থানীয় ভাষায় বুঝিয়ে তারপর মূল ভাষায় নিয়ে যাওয়া যায়, তবেই তা শিশুর মনে গেঁথে থাকে। উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে, মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে জোর করে অন্য ভাষা চাপালে হিতে বিপরীত হয়। ছোটোবেলাতেই ভালোমতো পড়াশোনা করলে সেই রেশ গোটা জীবনে থেকে যায়। আনন্দের খবর হল, প্রায় ২১০টি রাজবংশী বিদ্যালয়কে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। এটা দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এতে প্রমাণ হয়, দাবিটা আর শুধু জনসভায় আটকে নেই, পৌঁছে গেছে নীতি নির্ধারকদের টেবিলে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই স্কুলগুলো যেন পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকতে শুরু না করে।

স্বপ্ন এবার সত্যি হোক

এখন দরকার ছন্নছাড়া উদ্যোগগুলোকে এক সুতোয় বাঁধা। সমীকরণটা খুব সহজ হতে পারে— প্রাথমিক স্তরে রাজবংশী হোক শিক্ষার মাধ্যম বা 'সাপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ', যাতে স্কুলটাকে শিশুরা নিজের ঘর মনে করে। আর মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি রাজবংশী থাকুক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে। এটা কোনও ভাষার বিরোধিতা নয়, বরং মেধার বিকাশ ও আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রশ্ন এখন আর 'সম্ভব কি না' তা নিয়ে নয়, প্রশ্ন হল— 'কবে হবে?' দেরি হলে শিক্ষার এই মহৎ উদ্দেশ্য শুধু ফাইলে বন্দি হয়েই থেকে যাবে। তাতে আখেরে কারও কোনও লাভই হবে না। মাটির গানে যে ভাষা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে, এবার ব্ল্যাকবোর্ডেও তার সম্মান প্রাপ্য। উত্তরবঙ্গ হয়ে উঠুক ভারতের বহুভাষিক শিক্ষার রোল মডেল— এটাই এখন সময়ের দাবি।

(লেখক শিক্ষাবিদ)

আজ

১৯৩৮

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪০

অভিনেতা চিন্ময় রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এটা ঠিক যে, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি কাজে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। আবার সৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত করলে শুধু দলের কাজ যুক্তি দিয়ে কোনও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে কি তার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে?

- সুপ্রিম কোর্ট

ভাইরাল/১

মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পশুরাও। মুম্বইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় কুকুরের কাণ্ড দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। দ্রুতগতিতে অটো ছুটছে। গাড়ির ছাদে একটি পথকুকুর আয়েশ করে শুয়ে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। 'কুল' কুকুরের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আরব সাগর যেন ডাস্টবিন! এক ব্যক্তি এক তরুণীর সঙ্গে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্যাগভর্তি ময়লা আরব সাগরের জলে ফেলে বীরবিক্রমে এলাকা ছাড়েন। যেন 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানকে বিসর্জন দিলেন। এক বিদেশি ইউটিউবারের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঘটনাটি। নিন্দার ঝড়।

জনমন জনমত

মানুষ হওয়ার পাঠ দেওয়াই লক্ষ্য হোক

১৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত বাপ্পা রায়ের 'শিক্ষকদের মানসিকতায় বদল চাই' শীর্ষক চিঠির ওপর একটু আলোকপাত করতে চাই। পত্রলেখক কিছু বাস্তব সত্যি কথা শিক্ষককুলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের রেশ ধরে বলতে চাই, আমরা যাঁরা শিক্ষক তাঁরা মান ও হুঁশের তোয়াক্কা না করেই আমাদের গর্ব-মনুষ্যত্বকে ভুলতে বসেছি। আমরা যাঁরা শিক্ষকতা নামক পেশায় এসেছি, আমাদের উচিত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পেশাকে ভালোবেসে আগামীর শাসক তৈরি করা।

শিক্ষিত শিক্ষক হয়ে অহংকারী, দুর্বিনীত, স্বার্থান্বেষী না হয়ে অন্তর্নিহিত জীবনবোধ, সৌন্দর্যচেতনা, উৎকর্ষের বীজমূলকে ফুটিয়ে তোলার ব্রত নিতে হবে। শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য একজন সৃজনশীল পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। সেই মানুষ সৃষ্টিতে নিজের ভালোমন্দ, সুযোগসুবিধে, ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সততা, আচরণ ও মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মানুষ হওয়ার পাঠ দিতে হবে। নিজের রাগ, প্রতিহিংসা দূরে সরিয়ে বিদ্যাদানে বিনয়, ত্যাগ, সহমর্মিতা শিখিয়ে চিরায়ত মানুষ তৈরি করতে হবে জীবনের বাস্তব শিক্ষায়।

শুধু শিক্ষক সমাজ নয়, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মনে উঠুক মার্জিত আচরণের জয়ধ্বনি। তবেই এই সমাজ আধুনিক বেগবান হবেই হবে। সবার মানসিকতায় বদল আসতে বাধ্য।।

শৌমিক চক্রবর্তী
সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সুতোর টানে ফিরছে রঙিন শৈশব

'ভোকাট্টা'র সেই চিৎকার আর সুতোর টান—স্মার্টফোনের যুগে ফের কি দখল নেবে বাংলার আকাশ?

মোহিত করাতি

বাংলার আকাশ মানেই একসময় ছিল রঙিন ঘুড়ির মেলা। পৌষ সংক্রান্তি হোক বা বিশ্বকর্মাপুজো—ছাদ তখন আর ছাদ থাকত না, হয়ে উঠত কুরুক্ষেত্র! সুতোয় সুতোয় লড়াই, আর আকাশ চিরে 'ভোকাট্টা'র উল্লাস। দাদু শেখাচ্ছেন নাতিকে লাটাই ধরার কায়দা, বাবা শেখাচ্ছেন হাওয়া বুঝে সুতো ছাড়ার কৌশল—এই ছবিটাই ছিল বাংলার ঘরোয়া সংস্কৃতির সিগনেচার টিউন। কিন্তু হায়! আধুনিকতা আর যান্ত্রিকতার চাপে সেই লাটাই আজ ধুলোমাখা হয়ে চিলেকোঠার এক কোণে পড়ে আছে। তবে সব শেষ হয়ে যায়নি। আশার কথা হল, ফের সেই হারিয়ে যাওয়া সুতোর টান ফিরিয়ে আনার একটা জোরদার চেষ্টা চলছে।

প্রজন্মের সেতু ও কংক্রিটের দেওয়াল

একসময় ঘুড়ি ওড়ানো ছিল প্রজন্মের মেলবন্ধন। বাঁশের কঞ্চি আর রঙিন কাগজ দিয়ে ঘুড়ি বানানোটা ছিল একটা আর্ট, একটা শিল্প। তাতে যেমন ধৈর্য বাড়ত, তেমনই মজবুত হত পরিবারের বাঁধন। কিন্তু এখন? প্লাস্টিকের তৈরি রেডিমেড ঘুড়ি আর মোবাইল গেমের দাপটে সেই আবেগটাই গায়েব। তার ওপর দোসর হয়েছে নগরায়ণ। শহরে এখন খোলা ছাদ বা মাঠ খুঁজে পাওয়া আর ডুমুরের ফুল দেখা একই ব্যাপার। আকাশ ঢেকেছে বহুতল আর বিদ্যুতের তারের জঞ্জালে। তবুও হাল ছাড়েনি বাঙালি। নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফের উদ্যোগী হয়েছে। প্রশাসনের সাহায্যে নির্দিষ্ট মাঠে উৎসব হচ্ছে, হচ্ছে কর্মশালা। যে সোশ্যাল মিডিয়া একদিন মাঠ থেকে ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়েছিল, আজ সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই ঘুড়ি উৎসবের ডাক দেওয়া হচ্ছে।

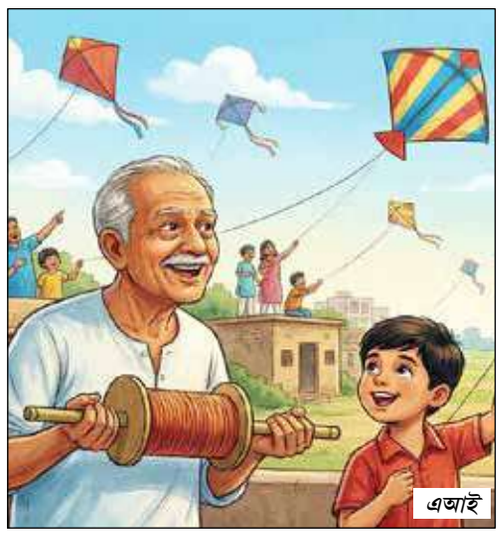

এআই

বিষাক্ত নাইলন বনাম মাটির টান

তবে আবেগের সঙ্গে বিবেকের প্রশ্নটাও জরুরি। আগেকার সুতো ছিল পরিবেশবান্ধব। আর এখনকার চিনা মাঞ্জা বা নাইলন সুতো মানুষ আর পাখি—উভয়ের জন্যই মরণফাঁদ। এই ফেরার লড়াইয়ে তাই জোর দেওয়া হচ্ছে সেই পুরোনো সুতোর ওপর। এতে লাভ দু'দিকেই। পরিবেশও বাঁচবে, আবার গ্রামের যে কারিগররা লাটাই-ঘুড়ি বানিয়ে পেট চালাতেন, তাঁদের ঘরেও দু'পয়সা আসবে। লোকশিল্প চাঙ্গা হলে আখেরে লাভ তো আমাদের অর্থনীতিরই।

রিমোট ছেড়ে লাটাই ধরুক হাত

ঘুড়ি ওড়ানো ফেরানো মানে শুধু একটা খেলা ফেরানো নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা। দলগত কাজ বা টিমওয়ার্ক শিখতে কর্পোরেট ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই, একটা লাটাই আর সুতোই যথেষ্ট। স্কুলের গণ্ডিতেও যদি একে জায়গা দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। সব বাধা ডিঙিয়ে যখন আবার আকাশে পেটকাটি-চাঁদিয়াল উড়বে, তখন শুধু ঘুড়ি উড়বে না, উড়বে বাঙালির হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য। রিমোট কন্ট্রোল সরিয়ে নতুন প্রজন্মের হাতে লাটাই তুলে দেওয়াটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। ভাইপো ৩। ধ্বংস, লোপ ৫। নামজাদা, বিখ্যাত ৬। কয়েকটি পরগনার সমষ্টি ৮। উত্তরীয়, চাদর ১০। ক্ষতি বা হানি ১২। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম-এর নামের বিকৃতরূপ ১৪। শব্দ, ধ্বনি, গর্জন ১৫। কদম ফুল বা তার গাছ ১৬। রাজহাঁস-এর আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ২। অনেক লোকের মধ্যে প্রচার ৪। শতসংখ্যাযুক্ত, শতাব্দ, একশোটি বস্তুর সমষ্টি ৭। প্রশ্রয়, আশকারা ৯। কাটিমে জড়ানো সুতো ১০। সর্বদা, অনবরত ১১। লোকবল, বহুলোক থাকার ফলে অর্জিত বল ১৩। বিদ্যুতের আরেক নাম।

সমাধান ■ ৪৩৪৫

পাশাপাশি : ১। জবাব ৩। বীরভদ্র ৪। গদর ৫। গালমন্দ ৭। তামা ১০। খল ১২। পড়িমরি ১৪। কপিলা ১৫। শশিকর ১৬। ইলেক।

উপর-নীচ : ১। জন্মদাতা ২। বগলা ৩। বীরগাথা ৬। ময়ূখ ৮। মাকড়ি ৯। কারিকর ১১। লকলক ১৩। বালাই।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সেনা দিবসে নজর কাড়ল ডগ স্কোয়াড

জয়পুর, ১৫ জানুয়ারি : ব্যান্ড মিউজিকের তালে এক কদম এক কদম করে এগোচ্ছে চারপেয়ে যোদ্ধারা। চোখে রোদ-চশমা। স্টাইলিশ লুক। বৃহস্পতিবার ৭৮ তম সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে দর্শককে চুম্বকের মতো টানল কে৯ ডগ স্কোয়াড। রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর সঙ্গে ধুলোবালি থেকে সুরক্ষা দিতে সারমেয়দের চোখে পরানো হয়েছিল সামরিক গগলস। শৃঙ্খলা আর আভিজাত্যের মিলমিশে তাদের মার্চপাস্টে মুগ্ধ মানুষ। গ্যালারিতে হাততালির বন্যা। কুচকাওয়াজে ছিল একটি রোবটিক কুকুরও। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য সেনাবাহিনী দেশীয় প্রজাতির কুকুরকে সামরিক কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শনাক্তকরণ, নজরদারি, বিদ্রোহ দমন অভিযানে তাদের কাজে লাগাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ সারমেয় বাহিনীর দক্ষতা দেখলেন। প্রত্যক্ষ করলেন সেনাবাহিনীর শক্তি ও আধুনিক যুদ্ধক্ষমতাও। সেনা দিবসের কুচকাওয়াজ এই প্রথম জয়পুরের মহল রোডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নাভির বদলে কাটা পড়ল আঙুল

বেজিং, ১৫ জানুয়ারি : সিজারিয়ান প্রসবে মিডওয়াইফের অসাবধানতায় এক নবজাতকের নাভির কর্ড (আম্বিলিক্যাল)-এর বদলে হাতের আঙুল কাটা পড়ল। আঙুলটি বাম হাতের। ২৫ ডিসেম্বরের ঘটনা। জিঘাংসু প্রদেশের এক হাসপাতালের ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত মিডওয়াইফকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, নাভি কাটার সময় নবজাতক হাত নাড়ানোয় বিপত্তি ঘটে। শিশুটিকে তাড়াতাড়ি একটি বিশেষ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আঙুল জোড়া লাগানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুর পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তার ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা (১০০,০০০ ইউয়ান) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

উড়ানে ধাক্কা, যাত্রীরা নিরাপদ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না টাটাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার। বৃহস্পতিবার ইরানের আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাঝরাস্তা থেকে দিল্লি ফিরে আসে এয়ার ইন্ডিয়ার নিউ ইয়র্কগামী বিমানটি। ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটি ফিরে আসার পর দেখা যায়, তার ডান দিকের ইঞ্জিনটি কোনও বাহ্যিক বস্তুর সজোরে আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, উড়ানের সময় ইঞ্জিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ঘন কুয়াশার মধ্যে বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দৃশ্যমানতা কম থাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে। তবে বিমানের সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা সুরক্ষিত আছেন।

অন্যদিকে বুধবার সিঙ্গাপুরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানটি আকাশে ওড়ার খানিকটা পরেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিল্লিতে ফিরে আসে। ওই বিমানে ১৯০ জন যাত্রী ছিলেন। সকলকেই নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা হয়।

টক্করের মধ্যে একসুর ট্রাম্প ও তেহরানের

‘কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না’

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : ‘এক মুহূর্তের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ পেয়েছি শুধু এটা জানাতে যে, এখানে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাঁচান!’ কয়েক সেকেন্ডের কাঁপা কাঁপা ওই কণ্ঠস্বরই এখন ভাইরাল।

৮ জানুয়ারি থেকে ইরানজুড়ে নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট ও সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম। সেই ব্ল্যাকআউটের দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওই হাড়হিম স্বর। দ্রুত লয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় তেহরানের জনৈক ব্যবসায়ী সাঈদ জানিয়েছেন, ইরানে এখন আর ঠিক বিক্ষোভ হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা খামেনেই পুলিশের একতরফা গণহত্যা। নিজের নিরাপত্তা বাজি রেখে স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বিশ্বকে সেই বার্তাই দিয়েছেন সাঈদ।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ অব্যাহত বৃহস্পতিবারেও। সরকারি হিসাবেই নিহত ৩,৪০০-রও বেশি বিক্ষোভকারী। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা ১২,০০০ ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ধরপাকড়-গ্রেপ্তারি-গুলি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি ইরাক থেকে ভাড়াটে সেনা আনারও অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে।

বিক্ষোভকারীদের খুন করা নিয়ে ইতিমধ্যেই তেহরানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানে হামলা চালানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তাঁর বার্তায়। সুর নরম করেছে তেহরান। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বুধবার ফক্স নিউজকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিকল্পনা তেহরানের নেই। ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর প্রসঙ্গটিকে তিনি ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বলে উড়িয়ে দেন।

একই সুর ট্রাম্পের গলাতেও। বুধবার তিনি বলেন, ‘বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেবে না ইরান। তাঁদের গুলি করেও মারবে না।’ বুধবার ‘অন্য পক্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ’ সূত্র উদ্ধৃত করে এই দাবি

- সরকারি মতে ৩,৪০০ বিক্ষোভে প্রাণহানি, বেসরকারি মতে ১২ হাজারের বেশি
- বিক্ষোভকারীদের জব্দ করতে ইরাকি মিলিশিয়া
- পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি না দেওয়ার আশ্বাস ইরানের
- মুদ্রার বেনজির অবমূল্যায়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মোল্লাতন্ত্রের দমনপীড়ন গণবিক্ষোভের মূল কারণ

করে ট্রাম্প বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে তিনি আশ্বাস পেয়েছেন, প্রতিবাদীদের হত্যা করা এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের বার্তার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, ইরানের ওপর সম্ভাব্য মার্কিন অভিযানের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন সংঘাত এড়িয়ে ‘মুখরক্ষা’র পথ খুঁজছে। যদিও পেন্টাগন ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে বলে খবর।

তবে ইরানের রেভেলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার মহম্মদ পাকপুর জানিয়েছেন, আমেরিকা বা ইজরায়েল কোনও ভুল পদক্ষেপ করলে ইরান ‘চূড়ান্ত জবাব’ দিতে প্রস্তুত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিক্ষোভকারীদের জব্দ করতে ভাড়াটে খুনি আনছে ইসলামি প্রশাসন। বসরা ও শলামচেহ সীমান্ত দিয়ে অন্তত ৬০টি বড় বাস ইরাকি তরুণদের নিয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে। এদের সিংহভাগই ‘ইরাকি হিজবুল্লাহ’ এবং ইরান-ঘনিষ্ঠ অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য। এমনই এক তরুণ ৩৭ বছর বয়সি মহম্মদ ইয়াদ-এর মা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিন বছর বেকার থাকার পর মাসে ৬০০ ডলার বেতনের বিনিময়ে তাঁর ছেলে ‘ইসলামি বিপ্লব রক্ষা’র নামে ইরানে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন শাহ মহম্মদ রেজা পহলভির শাসনের বিরুদ্ধে এভাবেই পথে নেমেছিল সাধারণ মানুষ। তাদের সঙ্গে দেশজুড়ে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনীর। সেইসময় সিনেমা হল, নাইট ক্লাব সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে হামলা হয়েছিল। বর্তমানে চলমান বিক্ষোভেও সেই একই ছক লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারের কড়া বাধানিষেধ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ প্রাণভয়ে পিছু না হটে সরাসরি নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে যেখানে ডলার প্রতি রিয়ালের দাম ছিল ৭০, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৪ লক্ষ রিয়ালে। এই চরম আর্থিক সংকটই বিক্ষোভের মূল জ্বালানি হিসাবে কাজ করছে।

আকাশসীমা বন্ধ করল ইরান

উদ্বেগে ভারতীয়দের ফেরানোর তোড়জোড়

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ এবং মার্কিন হানার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার আচমকা নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিল ইরান। এই ঘটনায় সবথেকে সমস্যায় পড়েছেন ইরানে আটকে পরা ভারতীয় পড়ুয়ারা। তাঁদের কীভাবে সেখান থেকে ফেরানো হবে সেটাই এই মুহূর্তে লাখটাকার প্রশ্ন। সূত্রের খবর, শুক্রবারই ওই ভারতীয়দের প্রথম ব্যাচটিকে অগ্নিগর্ভ ইরান থেকে উড়িয়ে আনা হবে। সেদেশের পরিস্থিতি যেভাবে জটিল হয়ে উঠছে তাতে ভারতীয়দের সেখান থেকে দ্রুত দেশে ফেরানোর যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে ইরানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে কারা কারা দেশে ফিরতে আগ্রহী তা জানার চেষ্টা করছে।

হোক কলরব... বৃহস্পতিবার তেহরানে।

তবে ইরানের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় এবং টেলিফোনে যোগাযোগও সীমিত হওয়ায় পুরো কাজটিই দূতাবাসের কর্মীদের মাঠে নেমে করতে হচ্ছে। বুধবারই ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফোনে কথা হয় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। দূতাবাসের কর্মী, আধিকারিকরা রাস্তায় নেমে ভারতীয় পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করছেন। ইরানে যেভাবে গণবিক্ষোভ বাড়ছে তাতে সেখানে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। সরকারি হিসেব বলছে ইরানে বর্তমানে ১০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় রয়েছেন।

জয়শংকরকে ফোন করে ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওমর। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে সবিস্তার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরের যে সমস্ত বাসিন্দা এবং পড়ুয়া এই মুহূর্তে ইরানে রয়েছেন, তাঁদের জীবন ও স্বার্থ রক্ষার্থে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।’ অপরদিকে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও জানিয়েছেন, ইরানে যে সমস্ত ভারতীয় পড়ুয়া আটকে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, ‘শুধু কথা বললেই হবে না। কাজেও করে দেখাতে হবে। ইরানের শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০-৮০ জন ভারতীয় পড়ুয়া পড়াশোনা করেন। তাঁদের মধ্যে হায়দরাবাদের ৫-৮ জন পড়ুয়াও রয়েছেন। এই অবস্থায় ওই ভারতীয়দের কীভাবে ফেরানো হবে, দ্রুত তার পরিকল্পনা রূপায়ণ করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের।’

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, শুক্রবার ভূস্বর্গের প্রথম ব্যাচের পড়ুয়ারা ইরান থেকে দেশে ফিরতে পারেন। তবে যেহেতু আকাশসীমা বন্ধ, তাই তাদের কীভাবে ফেরানো হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার আঁধার গ্রাস করেছে ওই পড়ুয়াদের বাড়ির লোকজনকে। ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তে অবশ্য উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

এদিকে আকাশসীমা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে ইরানের ওপর দিয়ে ইন্ডিগোর একটি উড়ান দিল্লিতে ফিরে আসে। বিমানটি জর্জিয়া থেকে ফিরছিল। রাত তিনটে নাগাদ ইরানের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় সেদেশের সরকার। তার খানিকটা আগেই অর্থাৎ রাত ২টো ৩৫ মিনিটে ইরানের আকাশসীমা পার করে চলে আসে ইন্ডিগোর বিমানটি। অন্যদিকে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেটের মতো সংস্থাগুলি রুট বদলে অন্য পথে চলছে।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গো-মাতার সেবায় প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

বিমান দুর্ঘটনায় তলব পাইলটের আত্মীয়কে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে প্রয়াত ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের ভাইপো ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে তলব করল এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (ফিপ) তদন্তকারী সংস্থাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। পাইলট সংগঠনের দাবি, এই তলব সম্পূর্ণ ‘অযৌক্তিক’ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ‘মানসিক হয়রানি’ ছাড়া কিছু নয়।

এআই-১৭১

বরুণ আনন্দের সঙ্গে ওই দুর্ঘটনার কোনও সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে ডাকা হল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছে ফিপ।

গত জুনে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় ২৪১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রাথমিক রিপোর্টে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হওয়াকে কারণ হিসাবে দেখালেও, পাইলটদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন আনন্দ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফের মোদির প্রশংসায় থারুর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : সংসদে কমনওয়েলথ স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলনে ‘গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার’ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত ওই ২৮তম কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য এবং ‘লাস্ট-মাইল ডেলিভারি’ বা প্রান্তিক মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সমাজমাধ্যমে থারুর লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি দায়বদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে তুলে

ধরেছে। অনুষ্ঠানে আগত বিদেশি অতিথিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জানান, গত কয়েক বছরে ভারতে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন, যা সফল গণতন্ত্রের উদাহরণ। তবে থারুরের এই প্রশংসা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার মোদির ভাষণের প্রশংসা করায় নিজের দলের অন্দরে তাঁকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

ভোটের কালিতে বিতর্ক মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : আজ নয়, কাল নয় করতে করতে দীর্ঘ ৯ বছর বাদে এশিয়ার সবথেকে ধনী পুরসভা বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) ভোট হল বৃহস্পতিবার। বিএমসি-তে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪১.০৮ শতাংশ। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পাশাপাশি ভোটের লাইনে দাঁড়ান সেলেব্রিটিরাও। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সলমন খান, আমির খান, সইফ আলি খান, করিনা কাপুর, জাহ্নবী কাপুর প্রমুখ। বৃহস্পতিবার বিএমসি-র পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের আরও ২৮টি পুরসভাতেও ভোট হয়। এদিকে অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া নামে একটি সমীক্ষক সংস্থার পূর্বাভাস, মুম্বইয়ের দখল নিতে চলেছে বিজেপি-শিবসেনা জোট। বিএমসি-র ২২৭টি আসনের মধ্যে তাদের ঝুলিতে যেতে পারে ১৩১-১৫১টি আসন। অপরদিকে উদ্ধব-রাজ ঠাকরের জোট পেতে পারে ৫৮-৬৮টি আসন।

এদিন ভোটগ্রহণের শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। কিন্তু সেই উত্তেজনা যে শেষপর্যন্ত ভোটারদের আঙুলে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া কালিতে এসে ঠেকবে, সেটা হয়তো কেউ ভাবেননি। অথচ সেই কালি বিতর্কেই দিনভর উত্তাল থাকল দেশের বাণিজ্যনগরীর রাজনৈতিক মহল।

এদিন ভোটগ্রহণ চলাকালীন মুম্বই জুড়ে শোরগোল পড়ে গেল এক ‘অদৃশ্য’ কালিকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, ভোটারদের আঙুলে মার্কার পেন দিয়ে যে কালি লাগানো হয়েছে, সেটা নাকি সাধারণ অ্যাসিটোন বা নেলপালিশ রিমুভার দিলেই ভোজবাজির মতো উবে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেন মার্কার পেন দিয়ে ভোটের কালি লাগানো হবে, সেই প্রশ্নও উঠেছে এদিন।

আঙুলের কালি উঠে যাওয়ার একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা গিয়েছে, ভোট দিয়ে আসার পর আঙুলের সেই কালি অনায়াসেই মুছে ফেলছেন অনেক ভোটার। কংগ্রেস নেত্রী বর্ষা গায়কোয়াড় একটি ভিডিও পোস্ট করে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে। তাঁর দাবি, ‘অ্যাসিটোন দিলেই কালি মুছে

পুর নির্বাচন

যাচ্ছে, এটা কি প্রশাসনের দায়বদ্ধতা এড়ানোর নতুন কৌশল?’ সুর চড়ান এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরেও। তাঁর তোপ, ‘এবার প্রথাগত কালির বদলে মার্কার পেন ব্যবহার করা হচ্ছে, যা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিলেই শেষ। এভাবে চললে তো মানুষ বাইরে গিয়ে কালি মুছে বারবার ভোট দেবে।’

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের পালটা খোঁচা, ‘আমার কালি তো মুছছে না! হার নিশ্চিত জেনে বিরোধীরা এখন কালির ওপর দায় চাপাচ্ছেন।’ যদিও তাতে বিতর্ক থামেনি। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার দীনেশ বাগমারে জানিয়েছেন, কালি নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। কালি মুছে পুনরায় ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজ করতে গিয়ে গণধর্ষিতা

চণ্ডীগড়, ১৫ জানুয়ারি : ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় গণধর্ষণ। উত্তরপ্রদেশ থেকে কাজের খোঁজে গিয়ে হরিয়ানার বাহাদুরগড় এলাকায় গণধর্ষিতা হলেন তরুণী। অভিযোগ, পাঁচ দুষ্কৃতী মিলে তাঁর টাকাপয়সা, এটিএম কার্ডও কেড়ে নেয়। ঘটনার আগে অনলাইনে মদ কেনে। ইউপিআই-এ টাকা দেওয়ার সূত্র ধরে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একজন বেপাত্তা। এর কিছুদিন আগে ফরিদাবাদে চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণের পর নিগৃহীতাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে দিল্লি মেট্রোর গ্রিন লাইনে পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা স্টেশনের কাছে তরুণী ও তাঁর কাকা নামেন। সেখান থেকে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা। সেই আত্মীয়ও সেখানে ছিলেন। ওইসময় পাঁচজন এসে তরুণীর আত্মীয়দের মারধর করে তাড়িয়ে তাঁদের মেয়েটিকে একটি ধাবায় নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। পরিজনেরা সিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করে।

মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল। নতুন আবেদনে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে, রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে অবিলম্বে অপসারণ করা হোক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে ইডি। মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কাউন্টার অ্যাফিডেভিট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

জেলবন্দি জীবনের সমীকরণ, পালটে দিল অঙ্ক

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : চারদিকে নিরেট দেওয়াল, জানলা দিয়ে এক চিলতে আকাশও দেখা দায়। ওয়াশিংটনের এক কড়া নিরাপত্তার জেলখানা। সেখানেই ২৫ বছরের সাজা খাটছেন এক তরুণ। নাম ক্রিস্টোফার হ্যাভেন্স। ২০১১ সাল। বয়স তখন মাত্র ৩১। মাদক, হিংসা আর এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের দায়ে যখন তিনি জেলে ঢুকলেন, তখন বাইরের পৃথিবী জানত— এই ছেলেটির জীবন শেষ। কারাগারের এই অন্ধকার কুঠুরিতেই তাঁর সব স্বপ্ন, সব সম্ভাবনা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরকম। কে জানত, এই কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই জন্ম নেবে এক বিস্ময়কর প্রতিভা, যা তাক লাগিয়ে দেবে গোটা বিশ্বকে!

ক্রিস্টোফারের গল্পটা কোনও সাধারণ কয়েদির গল্প নয়। জেলের নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে এমন এক জিনিসের স্বাদ দিয়েছিল, যা তিনি আগে কখনও পাননি— ‘সময়’।

একদিন এক সহবন্দির ফেলে যাওয়া একটি গণিতের বই হাতে আসে তাঁর। কৌতূহল তো ছিলই না, বরং একঘেয়েমি কাটাতে অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইটির পাতা ওলটাতে শুরু করেন ক্রিস্টোফার। ছোটবেলায় স্কুলছুট এই তরুণ পড়াশোনায় কখনই ভালো ছিলেন না। কিন্তু জেলের ওই নিস্তব্ধতায়, অঙ্ক কষতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত শান্তি খুঁজে পেলেন। বাইরের জীবনটা ছিল বিশৃঙ্খল, নিয়মহীন। কিন্তু গণিতের জগতটা অন্যরকম। সেখানে যুক্তি আছে, নিয়ম আছে। একটা অঙ্ক হয় ঠিক, নয়তো ভুল। মাঝখানের কোনো ধূসর জায়গা নেই। জীবনের চরম হতাশার মুহূর্তে গণিত তাঁকে দিল এক স্বচ্ছতার হদিশ।

ধীরে ধীরে নেশা চেপে বসল। জেলের শিক্ষা বিভাগ থেকে আরও বই চাইলেন। বীজগণিত শিখলেন, তারপর ক্যালকুলাস। একসময় স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এমন সব জটিল গাণিতিক সমস্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি শুরু করলেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সচরাচর দেখে না। রাত জাগা অভ্যেস হয়ে গেল। কাগজ

আর পেন্সিল সম্বল করে চলতে লাগল তাঁর সাধনা।

কিন্তু একটা সময়ের পর তিনি আটকে গেলেন। এমন কিছু জটিল জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে গুরুর সাহায্য ছাড়া এগোনো অসম্ভব। জেলখানা থেকে তিনি চিঠি লিখতে শুরু করলেন বিশ্বের বড় বড় গণিতবিদদের। একজন খুনি জটিল অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করছে— এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশির ভাগ চিঠির উত্তর এল না। কিন্তু ইতালির তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উমবার্তো সেরিওত্তি চিঠিটি উপেক্ষা করলেন না।

অধ্যাপক সেরিওত্তি প্রথমে ক্রিস্টোফারকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে ‘নাম্বার থিওরি’ বা সংখ্যাতত্ত্বের অত্যন্ত কঠিন কিছু সমস্যা সমাধান করতে দিলেন। ক্রিস্টোফার দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি হাতে লিখে সেই সব সমস্যার সমাধান করে পাঠালেন। আধুনিক কোনো কম্পিউটার নয়, শুধু কাগজ-কলমে ভর করে তিনি ইউক্লিডের আমলের ‘কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন’ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এল। ক্রিস্টোফার এমন এক গাণিতিক সূত্রের সমাধান করলেন যা আগে কেউ করতে পারেনি। অধ্যাপক সেরিওত্তি এবং তাঁর সহকর্মীরা সেই কাজ পরীক্ষা করে দেখলেন— তা নিখুঁত! ২০২০ সালে বিখ্যাত জার্নাল ‘রিসার্চ ইন নাম্বার থিওরি’-তে ক্রিস্টোফারের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। জেলবন্দি এক খুনি, যার কোনও কলেজ ডিগ্রি নেই, সে-ই কিনা বিশ্বের তাবড় গণিতবিদদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিল!

আজ ক্রিস্টোফার হ্যাভেন্স শুধুই একজন কয়েদি নন, তিনি এক অনুপ্রেরণা। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘প্রিজন ম্যাথমেটিক্স প্রজেক্ট’, যার মাধ্যমে তিনি জেলের অন্য বন্দিদের গণিত শেখান, তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখান। ২০৩৬ সালের আগে তাঁর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি আজ মুক্ত। তাঁর এই গল্প আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ তাঁর অতীতের ভুলের চেয়েও অনেক বড় হতে পারে। সুযোগ আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে কারাগারের অন্ধকার থেকেও জ্ঞানের আলো জ্বালানো সম্ভব।

আজ হয়তো পৃথিবীর কোনো এক কোণায়, কোনো এক জেলকুঠুরিতে বসে, আর কোনও ক্রিস্টোফার অঙ্কের খাতায় নিজের নতুন ভবিষ্যৎ লিখছেন— আমরা কেউ তা জানি না

ইডি-পুলিশ সংঘাত এবার ঝাড়খণ্ডেও

রাঁচি, ১৫ জানুয়ারি : আই-প্যাকের সদর দপ্তর ও তাদের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে ইডি-র সঙ্গে বেনজির সংঘাতে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাংলার ছায়া পড়ল পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও। হুবহু একই কায়দায় এবার রাঁচির বিমানবন্দর রোডে অবস্থিত ইডি-র আঞ্চলিক দপ্তরে হানা দিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

সম্প্রতি জল সরবরাহ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জনৈক সন্তোষ কুমার অভিযোগ করেন, ১২ জানুয়ারি ইডি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। মারের চোটে তাঁর মাথার খুলিতে চিড় ধরে এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড় বদলে দেওয়া হয় বলেও তিনি এফআইআরে দাবি করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ইডি দপ্তরে পৌঁছোন ঝাড়খণ্ড পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ইডি দপ্তরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

ঝাড়খণ্ডের বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে। তিনি জানিয়েছেন, হেমন্ত সোরেনের দুর্নীতির প্রমাণ ইডি দপ্তরে গচ্ছিত রয়েছে। পুলিশি তল্লাশির আড়ালে সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার ছক কষা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজের দাবিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে মামলা করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিটি।

দেবের ছবিতে অনির্বাণ

সময়ই উত্তর দেবে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপের?

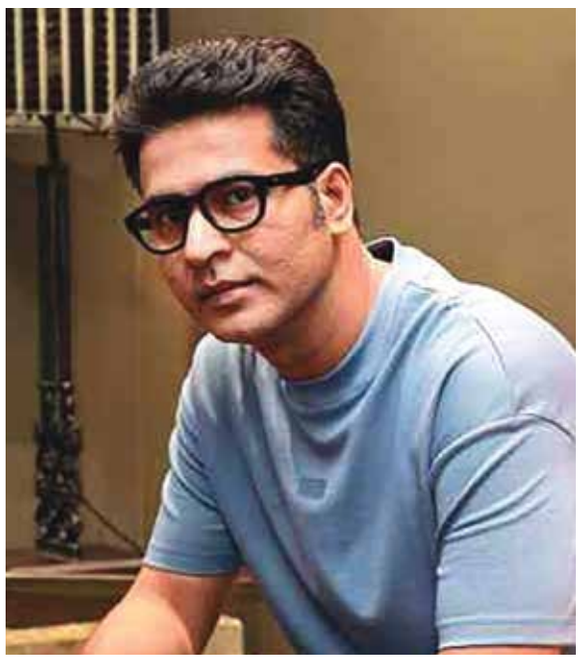

‘ভিলেন’ বানিয়ে ‘ভিলেন’ বধ বোধহয় একেই বলে!

স্বাধীনতা থেকে টালিগঞ্জ। বিপ্লবে-বিদ্রোহে-পথ দেখানোয় মেদিনীপুর এগিয়ে ছিল, এগিয়ে আছে। পুনরায় প্রমাণ করতে চলেছেন দেব। দেব অধিকারী। আরেক মেদিনীপুরের পাশে দাঁড়িয়ে। যাঁর অভিনয় এবং বিদ্রোহ বহুচর্চিত, বিতর্কিত তো বটেই। তিনি অনির্বাণ ভট্টাচার্য। ‘কাজহীন’ অনির্বাণকে কাজে লাগাতে চলেছেন অভিনেতা, প্রযোজক, সাংসদ দেব। শেষমেশ যদি কাজটা করে দেখাতে পারেন দেব, তাহলে টালিগঞ্জের বর্তমান ভিতটা নড়ে যাবে। ‘অকাজের কাজি’দের মুখে আচ্ছা করে ঝামা ঘষতে পারবেন মেদিনীপুরের দুই নিজগুণে, নিজকর্মে উঠে আসা অভিনেতা।

তাঁকে কেউ কাজ দেয় না, ফেডারেশন তাঁর পেশাজীবনের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে ‘অলিখিত’ অসহযোগিতার খাঁড়া—এ কথা বহু সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলছেন। তাই অভিনয় থেকে সরে এসে তিনি এখন তাঁর ব্যান্ড ‘হুলিগানিজম’ নিয়েই ব্যস্ত। এর মধ্যে খবর, দেব তাঁর ২০২৬-এর পুজোর ছবিতে তাঁকে ‘ভিলেন’ বানাচ্ছেন। ছবিতে দর্শকদের প্রিয় জুটি দেব আর শুভশ্রী ফিরবেন, অনুরাগীরাই তাঁদের দেশু নাম দিয়েছেন। দেব-এর ছবিতে অনির্বাণ-- খবরে আগুন জ্বলতে পারে। অনির্বাণের ওপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন

ইন্ডিয়া। তার প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস। সবকিছু ঠিক থাকলে দেব আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেই ঘোষণা করবেন তাঁর ছবিতে ভিলেন হিসেবে অনির্বাণের নাম। তার অর্থ স্বরূপের সঙ্গে দেবের সংঘাত, ফেডারশনের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন।

উল্লেখ্য, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অনির্বাণ সহ একাধিক তারকা এর আগে নানা বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সকলেই প্রায় ‘ভুল স্বীকার’ করে ‘মুচলেখা’ দিয়ে সরে গিয়েছেন। সাম্প্রতিক সংযোজন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ব্যতিক্রমীদের তালিকায় উজ্জ্বল নাম অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিচালক সুব্রত সেন, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী। তাঁরা ক্ষমা চাননি।

এই খবরের বিষয়ে অবশ্য দেবের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্বরূপ বিশ্বাস বলেছেন, ‘সময়ই এর উত্তর দেবে’। এখন প্রশ্ন দেব কি পরে সিদ্ধান্ত বদলাবেন? যদি তা না হয়, তাহলে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে নতুন ইতিহাস লেখা হতে চলেছে।

ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে আর্জি সেই ‘ইন্ডাস্ট্রি’র

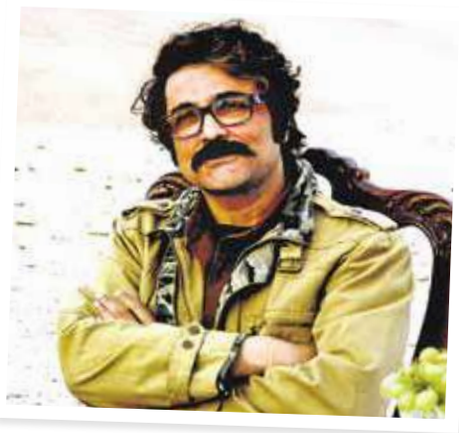

একসঙ্গে ছবির মুক্তি, হল বা শো নিয়ে অশান্তি, টাকা দিয়ে দর্শক কেনা, এসব নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ট্রোলিং, বাংলা ইন্ডাস্ট্রির এটাই এখনকার ছবি। তা নিয়ে আহত এবং চিন্তিত ‘ইন্ডাস্ট্রি স্বয়ং’, মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। চলতি মাসে তিনি কাকাবাবু হয়ে আসছেন বড়পর্দায়। ছবির নাম ‘বিজয়নগরের হিরে’। আবারও সেই ঝামেলার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘সময়র সঙ্গে সঙ্গে এসব হচ্ছে। আমরা অন্যের মুখ থেকে একটা কথা শুনছি, সরাসরি তার কাছ থেকে নয়। ফলে মিসকোট হচ্ছে। আমরা ভাগ্যবান, আমাদের সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। তাপসকে নিয়ে বলা আমার কোনও কথা বা আমাকে নিয়ে বলা তাপসের কোনও কথা নিয়ে কেউ এদিক ওদিক করতে পারবে না। এখন কেউ যদি কিছু বলে, সেটা চারটে লেয়ার নিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে না, এটাই কি তুমি বলেছিলে? কারও ধৈর্য নেই। ফলে কথা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, সবার কাছে, ভাই, জ্যেষ্ঠপুত্র বল, ইন্ডাস্ট্রি বল, যাই বল, তোরা ঝগড়া, মারামারি কর, কিন্তু বাইরে কিছু বলিস না। সংসারের ঝগড়ার কথা সকালে মাইক নিয়ে বাইরে কেউ বলে?’ এবারের কাকাবাবুতে সন্তু হচ্ছে আরিয়ান ভৌমিক। আছেন অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়। ২৩ জানুয়ারি ছবির মুক্তি।

রামনবমীতে পোস্টারে রাম

চলতি বছরের সবথেকে প্রত্যাশিত ছবি ‘রামায়ণ’-এর প্রথম ভাগ। মুক্তি দিওয়ালিতে। শোনা গিয়েছে ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার আসবে রামনবমী, মানে চলতি বছর ২৭ মার্চ। এই দিন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। তাকে উদযাপন করতেই পোস্টার মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা। ছবির বিরাট স্কেলেরও একটি ঝলক দেবেন তাঁরা এদিন। শোনা গিয়েছে, মহাশিবরাত্রির দিন নির্মাতারা প্রচারের জন্য ছবির কিছু অংশ বাইরে আনবেন, তবে তাঁদের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। অনেক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির টিজার দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। তারপর থেকে আর কোনও টিজার বেরোয়নি। ছবির মিউজিক কম্পোজার এ আর রহমান। ছবিতে আছেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, রবি দুবে, যশ প্রমুখ।

বিতর্কের ধাক্কায় ‘ও রোমিও’র লঞ্চ বাতিল

শাহিদ কাপুর অভিনীত, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত, বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত ‘ও রোমিও’। সেই ছবির ট্রেলার লঞ্চ বাতিল করলেন নির্মাতারা। ছবিকে ঘিরে যে বিতর্ক হচ্ছে, তার জন্য নির্মাতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ট্রেলার কবে আসবে, সে বিষয়েও তাঁরা সঠিক ভাবে জানাতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, ১৩ ফেব্রুয়ারি ছবি মুক্তির কথা। টিজার মুক্তির পরই ঝামেলা শুরু হয়েছে। ছবিটি মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার হুসেইন উস্তারার জীবনচিত্র। এই চরিত্রে আছেন শাহিদ। সে দাউদ ইব্রাহিমের প্রতিপক্ষ। তার সম্পর্ক হয় সপনা দিদির সঙ্গে, সেও এই জগতেরই। এই চরিত্রে আছেন তৃপ্তি দিমরি। এই সপনা স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দাউদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। টিজার বেরোনোর পর হুসেইনের মেয়ে সানোবের শেখ নির্মাতাদের আইনি নোটিস পাঠিয়েছে, যাতে ছবি মুক্তি না পায়। কারণ এতে তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। সানোবের ছবি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলে ছবির মুক্তি হতে পারে। একইসঙ্গে সাতদিনের মধ্যে ২ কোটি টাকাও দিতে বলা হয়েছে।

শনিবার কী করবেন মধুমিতা, জানেন?

২৩ জানুয়ারি বিয়ের কথা কারও অজানা নেই। মধুমিতা আর দেবমাল্যর বিয়ে নিয়ে টলিপাড়া একেবারে সরগরম। এখন নিয়ম করে রোজ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়াচ্ছেন দুজনে। আবার ঘটা করে সেই ছবিও পোস্ট করা হচ্ছে। এর মধ্যেই এসেছে তাঁদের আগামী শনিবারের প্ল্যান।

কী করবেন মধুমিতা, জানেন? আগামী শনিবার, বিয়ের ঠিক আগেই তাঁদের ‘প্রি-ওয়েডিং ব্যাশ’। বারুইপুরের এক বাগানবাড়িতেই হবে এই পার্টি। অতিথিদের ড্রেসকোড বলে দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মধুমিতা আর দেবমাল্যর আত্মীয়রা অনেকেই আমন্ত্রিত। থাকছেন বন্ধুবান্ধবরা। টালিগঞ্জ থেকেও কেউ কেউ এখানে থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

আসলে বিয়ের আগে এটা হল সঙ্গীত। এই অনুষ্ঠান আসলে ককটেল পার্টি তো বটেই। তবে এখানে জমিয়ে নাচ-গান-খানাপিনা সব চলবে। মূলত এই পার্টি হল বিনোদনের পার্টি। গোটা রাতজুড়ে নানারকম এনটারটেনমেন্ট চলবে। সেও এক দেখার মতোই কাণ্ড হবে বটে।

একনজরে সেরা

অঙ্কিতার ক্ষোভ

মিডিয়ায় খবর, ‘জগদ্ধাত্রী’ অঙ্কিতা মল্লিক মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিক, দেব-এর বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা থেকেই বাদ পড়েছেন। এতে ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী বলেছেন, ‘বায়োপিকে আমি অভিনয় করছি। কর্মশালা চলছে। আর অন্য ছবিতে আমি আছি, এ কথা আমি বা নির্মাতারা বলেছেন কি? মিডিয়ায় যা খুশি লেখার আগে, ভাষার ব্যবহারের আগে ভাবা উচিত।

সিরিজে হানি

হানি বাফনা ধারাবাহিক শুভ বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি হইচই-এর সিরিজ নিকষ ছায়া ২ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন। তবে এর জন্য ধারাবাহিক ছাড়ছেন না। অভিনয়ের দুই মাধ্যমই তিনি দিব্যি সামলান। শোনা গিয়েছে, ধারাবাহিকটা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে চ্যানেল কিছু জানায়নি অবশ্য। গত বছর নিকষ ছায়া নিয়ে সিরিজ করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

নকল বলিউড

জুনায়েদ খান ও সাই পল্লবীর ছবি এক দিন-এর টিজার বেরোবে শুক্রবার। নেটমহল বলছে, এটি থাই ছবি ওয়ান ডে-র নকল। এখানে সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্ট এক তরুণীকে তার সহকর্মী একদিনের জন্য নিজেকে তার ‘প্রেমিক’ সাজায়। স্বত্ত্ব কিনেই হিন্দিটি হয়েছে। প্রযোজক আমির খান, পরিচালক সুনীল পাণ্ডে বলছেন, এ ছবি আলাদা হবে।

বুনো হাঁস ২

পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী ও দেবকে একফ্রেমে দেখে অনেকের প্রশ্ন, তাহলে কি বুনো হাঁস ২ হচ্ছে? অনিরুদ্ধর কথায়, দেবের সঙ্গে আগের কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো। দুজনে কাজ করতে চাই। দুজন তো বন্ধুও। তাহলে? এর উত্তরে পরিচলক বলেছেন, এখুনি কিছু বলা যাবে না। ভবিষ্যতে হতে পরে, এটাই তাঁর ইঙ্গিত।

ঐতিহ্য বাঁচবে

বিপজ্জনক পার্কসার্কাস মার্কেট ভেঙে পুনর্নির্মাণ হলে এ বাড়ির দোতলায় থাকা শম্ভু-তৃপ্তি-শাঁওলি মিত্রর নাট্যদল পঞ্চম বৈদিকের মহড়া ঘর ধ্বংস হবে। রোগশয্যায় তৃপ্তি মহড়ার জন্য ঘরের অনুরোধ করলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই ঘরটি দেন। পরে শাঁওলি মহড়ার পাশাপাশি মায়ের ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে সংগ্রহশালা গড়েন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের আশ্বাস, বিকল্প ব্যবস্থা হবে।

ছবি ফ্লপ ফি কমালেন কার্তিক

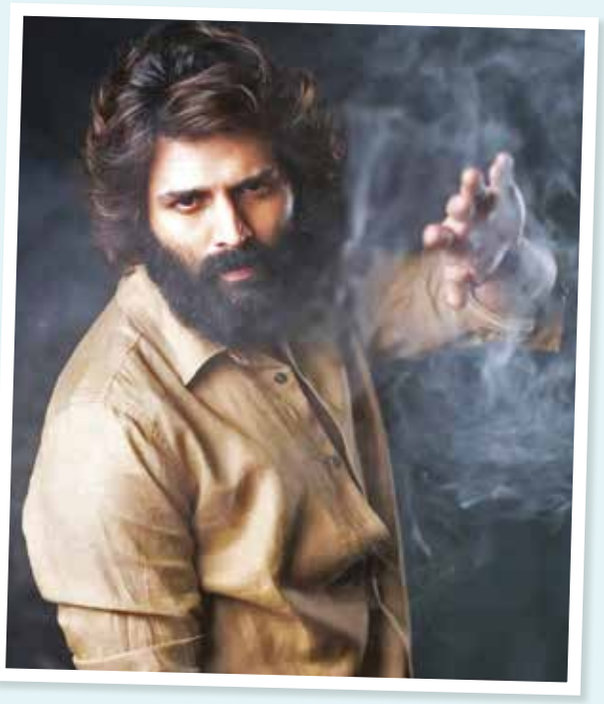

‘তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’ বক্স অফিসে একেবারেই প্রভাব ফেলতে পারেনি। এরপর কার্তিক তাঁর পারিশ্রমিক থেকে ১৫ কোটি টাকা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ছবির প্রযোজক করণ জোহার।

উল্লেখ্য, ছবিটিকে কার্তিক আর করণের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসানের নজির হিসেবে দেখানো হয়েছিল। তাই কার্তিক ছবির ব্যর্থতা এবং এতে তাঁর নিজের দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে করণের প্রতি সৌজন্য দেখালেন ফি কমিয়ে। ইন্ড্রাস্ট্রি বলছে, যেকোনও অভিনেতারই এটা করা দরকার কারণ বলিউডের অধিকাংশ ছবি এখন বক্স অফিসে চলছে না। কার্তিক অভিনেতা নন, প্রযোজকের একজন সঙ্গীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে কার্তিকের শাহাজাদা ফ্লপ করার পরও তিনি একই কাজ করেছিলেন। এখন, তিনি করণেরই প্রযোজনায় নাগজিলা নিয়ে ব্যস্ত।

ভোট দিতে এসে থমকে গেলেন অক্ষয়কুমার

আবারও ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন অক্ষয়কুমার। মুম্বইয়ে পৌরসভার নির্বাচন চলছে। অক্ষয় বরাবরই ভোট দেন। লাইনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো নিয়ম মেনে ভোট দেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হয়নি। সকাল সকাল ভোট সেরে কাজে ফিরবেন। ভোট দেওয়া হয়ে গেলে গাড়িতে উঠতে যাবেন, আশপাশের অনুরাগীরা তাঁর ছবি তুলছেন, এমন সময় ঘটল ঘটনা।

একটি কমবয়সী মেয়ে ছুটতে ছুটতে অক্ষয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে একটি কাগজ ধরাল। না, মেয়েটি সই নিতে বা সেলফি তুলতে আসেনি। মেয়েটি এসেছে কাতর হয়ে। অক্ষয়কুমারের হাতে কাগজটি দিয়ে করুণ স্বরে সে বলল, ‘আমার বাবাকে বাঁচান স্যার। দয়া করে বাঁচান। ঋণের ভারে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাবা’।

অক্ষয় থমকে গেলেন। মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন। তারপর তাঁর টিমকে নির্দেশ দিলেন, মেয়েটির নম্বর নিয়ে নিতে। সেইসঙ্গে মেয়েটিকে জানালেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি করবেন। মেয়েটি এরপর অক্ষয়কুমারকে প্রণাম করতে গেলে তার হাতদুটি ধরে ফেলেন তিনি। ততক্ষণে সেখানে আরও অনেকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। একের পর এক ভিডিও হয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও ভাইরাল।

গৌরীর হাত ধরে আমির

আমির খানের থেকে তাঁর প্রেমিকা চোদ্দ বছরের ছোট। তাতে কী হয়েছে? গৌরী স্প্র্যাটকে নিয়ে আমির খান বেশ খুল্লমখুল্লা। গৌরীর হাত ধরে সম্প্রতি ‘হ্যাপি প্যাটেল’ ছবি স্ক্রিনিংয়ে এসেছিলেন আমির। সেখানে পাপারাৎজিরা তাঁকে ছেঁকে ধরে। গৌরী যদিও সিনেমার মেয়ে নন। সিনেমার সঙ্গে তাঁর তেমন একটা সম্পর্কও নেই। সিনেমা সেভাবে দেখেনও না। আমিরের সঙ্গে থেকে সিনেমা বুঝছেন সবে। আর আমিরও কোনও শো-তেই গৌরীকে নিয়ে যেতে বাকি রাখছেন না।

বলিউডে আমির আর গৌরীকে আবারও একসঙ্গে দেখার পর থেকে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তাঁরা কবে বিয়ে করবেন, সে কথা এখনও জানা নেই। কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে ফতিমা সানা শেখকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই পর্ব পার করে গৌরীর হাত ধরেছেন আমির। এখন দেখার, এই সম্পর্ক পরিণতি পায় কিনা!

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

নির্মাণসামগ্রী চুরিতে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : নির্মাণসামগ্রী চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণদের নাম শিবশংকর বাসফোর ও আকিল আহমেদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার জংশন এলাকার এক নির্মাণকারী প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে কেউ নির্মাণসামগ্রী চুরি করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে ওইদিন রাতেই শিবশংকরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অফিস উদ্বোধন

বাগডোগরা, ১৫ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আগের দিন মাটিগাড়া বালাসন ট্রাফিক গার্ডের নতুন অফিস উদ্বোধন হল। বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং, ডিসিপি হেড কোয়ার্টার তন্ময় সরকার সহ পুলিশের বিশিষ্ট আধিকারিকরা।

পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'এই ট্রাফিক গার্ডের অফিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম। শিলিগুড়িতে এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। সেই কারণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে কাজ শেষে এই সমস্যা মিটে যাবে।'

দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : রাস্তায় পড়ে থাকা মবিলে পিছলে উলটে গেলেন দুজন বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয়রা রাস্তার ওই অংশ গাছের ডাল দিয়ে ঘিরে দেন। বৃহস্পতিবার রাতে সেবক রোডে ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে একই জায়গায় পরপর দুই বাইক আরোহী পিছলে পড়ে যান। এরপরই সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। স্থানীয়দের নজরে আসে, রাস্তার মধ্যে মবিল পড়ে রয়েছে। এরপরই দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার ওই অংশ গাছের ডাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের কথায়, 'সেবক রোড এমনিতেই দুর্ঘটনাপ্রবণ। যেভাবে মবিল পড়ে রয়েছে, তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সে কারণেই এই উদ্যোগ।'

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে কানাই দাস ও টিঙ্কু সরকার দশরথপল্লির বাসিন্দা। অনিল রায় বিবেকানন্দনগরের বাসিন্দা। বুধবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী আপার ভানুনগর এলাকায় অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। এরপরই পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। তিনজনকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রাক্তনীদের রেজিস্ট্রেশন ফি কমিয়ে অর্ধেক

চাপে পিছু হটল কলেজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ঘোষণা করা হয়েছিল কলেজের ৭৫ বর্ষপূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি পলক ও পলাশ মুচ্ছলের কনসার্টে অংশ নিতে পারবেন শুধুমাত্র কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়া। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে টাকা দিয়ে। ধার্য হয়েছিল প্রাক্তনীদের জন্য ১০০০ টাকা এবং বর্তমান পড়ুয়াদের কাছ থেকে পরবর্তী সিমেস্টারে ভর্তির সময় ৫০০ টাকা করে নেওয়া হবে। এরপরই সমালোচনার ঝড় ওঠে সমাজমাধ্যমে। নিজেদের কলেজের অনুষ্ঠান কেন এত চড়া দাম দিয়ে দেখতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হন বিভিন্ন ব্যাচের ছেলেমেয়েরা।

চাপে পড়ে অবশেষে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হল শিলিগুড়ি কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান কমিটি বৃহস্পতিবার বৈঠক ডেকে প্রাক্তনীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি কমিয়ে ৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক দর্শনচন্দ্র বর্মন বললেন, 'গত ১০ বছরে যে পড়ুয়ারা কলেজ থেকে পাশ করেছেন, তাঁদের তরফেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য বেশি সাড়া মিলছে। তবে, অনেকেই এক হাজার টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন। সেই কারণে ৫০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি করা হল। যাঁরা ইতিমধ্যে ১০০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাঁরা চাইলে একটি অতিরিক্ত পাস পেতে পারেন। নয়তো, ৫০০ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

MONTE CARLO
FLAT 20% OFF
SUNDAYS OPEN
SWEATERS ★ JACKETS
LADIES COATS ★ SHAWLS
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ২৫ জানুয়ারি ফকিরা ব্যান্ডের সংগীতানুষ্ঠান হবে। সেখানে যে কেউ উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে পরদিন নিরাপত্তা ও প্রবেশে কড়াকড়ি রয়েছে। বিতর্ক বাড়িয়েছিল প্রাক্তনীদের জন্য ১০০০ টাকা ফি ধার্য করা।

কলেজের ২০১৬ সালের প্রাক্তনী বিশ্বনাথ সরকার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তাঁর কথায়, 'কলেজের অনুষ্ঠান এক হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে দেখব, সেটা শোনার পর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। টাকার পরিমাণ আরও কম হলে ভালো হত।' ২০১৮ সালের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তনী প্রিয়াংকা সাহার বক্তব্য, 'শিলিগুড়িতে অনেক শিল্পীর অনুষ্ঠান টিকিট ছাড়াই দেখেছি। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিষয়টি আরেকবার ভাবা উচিত।'

- প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা
- প্রাক্তনীদের জন্য ধার্য ছিল ১০০০ টাকা, পড়ুয়াদের ভর্তির সময় নেওয়ার কথা ৫০০
- সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় ওঠায় তড়িঘড়ি বৈঠক
- ফি কমিয়ে ৫০০, যাঁরা দিয়েছেন- তাঁদের টাকা ফেরত কিংবা দুটো পাস

পলক ও পলাশের পারিশ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই বেশি। আরও আনুষাঙ্গিক খরচ রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, যদি কলেজের পক্ষে সেই খরচ কষ্টসাধ্য হয়, তবে বিকল্প শিল্পীর ব্যাপারে ভাবা উচিত ছিল। অনুষ্ঠানের খরচ বহন করার জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির খাতে অর্থ তুলতে প্রাক্তনীদের কাছে তাঁদের সাধ্যমতো ডোনেশন চাওয়া যেতে পারত। তাছাড়া, একজন পড়ুয়ার থেকে ভর্তির সময় বাড়তি ৫০০ টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আদৌ কতটা যুক্তিযুক্ত। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ জানালেন, কোনও পড়ুয়াকে টাকার জন্য চাপ দেওয়া হবে না। যারা দিতে পারবে না, তাদের অবস্থা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের সভা

শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ীদের উত্তরবঙ্গ চ্যাপ্টারের বৈঠক। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বাঙালি ব্যবসায়ীদের এক ছাতার তলায় এনে ২০২১ সালে তৈরি হয়েছে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে তাঁদের একত্রিত করার উদ্যোগ নিতে আয়োজিত হল বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের নর্থ বেঙ্গল চ্যাপ্টার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রায় ১০০ জন ব্যবসায়ী।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস দত্ত, সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত, চেয়ারম্যান অভিষেক আড্ডি সহ অন্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও।

শুভাশিস দত্ত বলেন, 'বাঙালিদের একত্রিত করে ব্যবসা তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের এখন সদস্য সংখ্যা ৫০০-এরও বেশি। শেষ চার বছরে আমরা নিজেদের মধ্যে ২০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছি। তাই বাঙালি শুধু খাদ্যরসিক নয় বা শুধু সংস্কৃতিপ্রেমীই নয়, বরং ব্যবসাতেও যে বাঙালি এগিয়ে রয়েছে, তা প্রমাণ করে দেওয়ার সময় এসেছে। উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীরাও কীভাবে একত্রিত হতে চান, তা জানতেই আজ উত্তরবঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

সুব্রত দত্ত বলছিলেন, 'এটা একটা সংগঠন নয়, এটা একটা আন্দোলন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সদস্যরা রয়েছেন। বাঙালি যাতে ব্যবসাবিমুখ না হন, তাই আমরা সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছি। যাতে ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীরা একদিন বড় ব্যবসায়ী হন এবং বড় ব্যবসায়ীরা আরও বড় ব্যবসায়ী হন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।'

শিলান্যাস

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে কাজ শুরু হবে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের। সোমবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সাহুডাঙ্গিতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করবেন। কলেজ ফান্ডের টাকা দিয়েই দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে বলে বৃহস্পতিবার কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

Need Hearing Aid?
North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

কিশোরীকে স্কুটারে তোলার চেষ্টা, ধৃত ২

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়াকে জোর করে স্কুটারে তুলে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুলকালাম বাধল চম্পাসারি এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। স্কুটারে বসানোর সময় ওই কিশোরী চিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। এরপর ওই তরুণ ও তরুণীকে পাকড়াও করে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে আসেন কিশোরীর মা। তিনিও অভিযুক্তদের ওপর চড়াও হন। পরে প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই তরুণ ও তরুণীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ওই কিশোরীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণ ও তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

অভিযুক্তরা অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ মানতে নারাজ। ধৃত তরুণ অভিজিৎ সূত্রধর নেতাজী পাড়ার বাসিন্দা ও তরুণীর বাড়িও প্রধাননগর থানা এলাকাতেই।

দুজনেরই দাবি, ওই কিশোরীকে সাহায্য করার জন্যই তাঁরা স্কুটারে ওঠাচ্ছিলেন। যদিও কিশোরীর দাবি অনুযায়ী একাধিকবার মানা করলেও কেন জোর করে তরুণ ও তরুণী তাকে স্কুটারে ওঠাচ্ছিলেন, সেই প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

- স্কুলের সামনে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে জোর করে স্কুটারে তোলার চেষ্টা
- কিশোরী চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এসে অভিযুক্তদের পাকড়াও করে মারধর করেন
- অভিযুক্তদের দাবি, কিশোরীকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা স্কুটারে ওঠাচ্ছিলেন

ঘটনার সূত্রপাত দুপুর দুটোর দিকে। প্রত্যক্ষদর্শী অমিত দাস বলেন, 'হঠাৎ করেই আমাদের কানে আসে, এক কিশোরী চিৎকার করছে। আমরা দেখতে পাই, ওই কিশোরীকে জোর করে স্কুটারে তোলা হচ্ছে।' ওই স্কুল পড়ুয়া দাবি করতে থাকে, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার নামে তাঁকে জোর করে স্কুটারে তোলার চেষ্টা চলছে। এরপরই অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে, ওই তরুণ ও তরুণীকে ধরে মারধর করে স্থানীয় মানুষ। কেউ কেউ মারধরের দৃশ্য ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়তে শুরু করেন। মুহূর্তে সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়ে যায়।

ওই কিশোরীর মায়ের কথায়, 'এলাকারই একজন পরিচিত আমাকে ফোন করে। বলে, স্কুলের সামনে আসার জন্য। এরপর এলাকায় পৌঁছে শুনি এমন কাণ্ড। ওই তরুণ ও তরুণীকে আমরা চিনি না।' তিনি বলেন, 'স্কুল ছুটি হওয়ার পর ওই মেয়ে সামনের রাস্তা পার করে টোটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় ওই তরুণ ও তরুণী কিশোরীর সামনে এসে স্কুটারে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। যদিও ওই মেয়ে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। দুইবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর মেয়েকে জোর করে স্কুটারে তোলার চেষ্টা করা হয়। ওই সময়ই সে চিৎকার করে।'

অন্যদিকে, ঘটনার কথা শুনে অভিযুক্ত তরুণের মা ও বোন থানায় ছুটে আসেন। ওই তরুণের মায়ের দাবি, 'ছেলে টোটো চালায়। গ্রেপ্তার হওয়া তরুণী টোটোর মালকিন। তাঁর কাছে আমার ছেলে টোটো নিতে যাচ্ছিল। কী থেকে কী হয়ে গেল, বুঝলাম না।' যদিও টোটো নিতে গিয়ে ফের মালকিনের সঙ্গে ওই তরুণ স্কুটারে করে পড়ুয়ার সামনে এলেন কেন? তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

গৌতমকে তর্কে আহ্বান

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : এবার শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবকে খোলা মঞ্চে বিতর্ক সভায় আহ্বান জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মেয়র তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কী উন্নয়ন করেছেন এবং নিজে গত ছ'বছরে কী উন্নয়নের কাজ করেছেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা চেয়ে বিতর্ক করতে চেয়েছেন রাজু। রাজুর বক্তব্য, 'মেয়র ক্ষমতা থাকলে আমার সঙ্গে খোলা মঞ্চে তর্কে বসুন। উনি কী উন্নয়ন করেছেন আর আমি কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা হোক।'

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সরাসরি মেয়রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন সাংসদ। অন্যদিকে, রাজুর এমন চ্যালেঞ্জের কোনও জবাব দিতে রাজি নন গৌতম। তিনি রাজুকে ইগনোর করছেন বলেই জানিয়েছেন।

গৌতমের বক্তব্য, 'রাজু কী বলছেন আমি সেগুলির জবাব দিতে চাই না। রাজুকে আমি ইগনোর করছি।'

খবর যখন আপনার ঘরের কাছে
খবরের সন্ধানে বা প্রয়োজনে আমরা আছি আপনার পাশে
চোখে পড়ার মতো খবর আছে এলাকায় কোনও অনুষ্ঠান বা ঘটনা কাগজ পেতে সমস্যা হচ্ছে

শিলিগুড়ি
● রণজিৎ ঘোষ 9475766612/9126079627
● রাহুল মজুমদার 8927139294
● সাগর বাগচী 8759992551
● শমিদীপ দত্ত 7679637916
● প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস 8759202818
● তমালিকা দে 8918844126
● গৌতম চাকী 8967777075
● বলাই সূত্রধর (চিত্র সাংবাদিক) 9832012282/9475237676

বাগডোগরা
● খোকন সাহা 9434221888 9064849092

ফাঁসিদেওয়া
● সৌরভ রায় 89279177248637318214

নকশালবাড়ি
● মহম্মদ হাসিম 7031747903

খড়িবাড়ি
● কার্তিক দাস 9064849033 9851730161

চোপড়া
● মনজুর আলম 6294082652 9851405730

ইসলামপুর
● অরুণ ঝা 8637333708 9474850939

চাকুলিয়া
● আশরাফুল হক 9733103644 9614289636

কিশনগঞ্জ
● শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার 9334520126

সতর্কীকরণ : কেবল উপরের তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিরাই আপনার জেলায় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর অনুমোদিত প্রতিনিধি। বিভ্রান্তি এড়াতে এদের সাথেই যোগাযোগ করুন। কারও পরিচয় নিয়ে সন্দেহ হলে সরাসরি দপ্তরে জানান।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সবার আগে, সবার সাথে
uttarbangasambad.com Follow us on Facebook/Instagram

হিসেব কষছে মধ্য শান্তিনগর

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ভোটের সময়ের কদর পরবর্তী সময়ে থাকে না কেন, এমন প্রশ্ন মধ্য শান্তিনগরে নতুন করে উঠেছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। একাধিক রাস্তা বেহাল, নিকাশিনালা পরিষ্কার হয় না দীর্ঘ বছর, এমনকি একাধিক এলাকায় প্রতিশ্রুতি মতো তৈরি হয়নি নিকাশিনালা। যে কারণে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরে এখন রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনই রয়েছে জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে ক্ষোভ। প্রশাসনিক স্তরে বারবার বিভিন্ন দাবি তুলে ধরার পরেও কোনও কাজ না হওয়ায় বাসিন্দারা ক্লান্ত।

কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তির হিসেব কষতে শুরু করেছে মধ্য শান্তিনগর। এখানকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক

প্রতিশ্রুতির চেয়ে প্রাপ্তির পাল্লায় টান

দলগুলির ওপর আস্থা রেখে তাঁরা ভোটের লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা, পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন নিকাশি ব্যবস্থার মতো ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না। তাঁদের ক্ষোভের কারণ বোঝা যায় এখানকার রাস্তাগুলিতে পা রাখলেই। একাধিক রাস্তা বেহাল। কয়েকটি রাস্তা তো দেখে বোঝা যায় না, আদৌ কোনওদিন পিচের প্রলেপ পড়েছিল বলে। রাস্তাজুড়ে শুধু খাঁজকাটা পাথর। নিকাশিনালার উপচে পড়া জল রাস্তার মাটি ভিজিয়ে চলেছে সবসময়। নিকাশিনালার জলে রাস্তা ভেজা থাকলেও সরকারি ব্যবস্থায় পানীয় জল পান না এলাকাবাসী।

মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা সুবল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা একদম শহর ঘেঁষে থাকি। পাইপলাইনের ওপারে পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড। পুরনিগম এলাকা ঢিল ছোড়া দূরত্বে, অথচ উন্নয়নের কত ফারাক। ওরা সব পাচ্ছে, আমাদের কিছু নেই। রাস্তাগুলি বহু বছর সংস্কার হয় না। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাও। পানীয় জলের কথা না বলাই ভালো।' প্রীতম দাসের অভিযোগ, 'রাস্তা ভাঙা থাকায় প্রায় সময়ই মোটরবাইক, স্কুটার দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। আহত হন অনেকেই। কিন্তু সমস্ত কিছু জানানোর পরেও কোনও ব্যবস্থা নেয় না প্রশাসন।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলছেন, 'আমার পঞ্চায়েত এলাকাটি অনেক বড়। সব জায়গায় কমবেশি কাজ হচ্ছে। ওই এলাকাতেও কাজ হবে। সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা হবে।'

জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণে বিভেদ করছে না রেল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের কোনও অনুষ্ঠানেই ডাক পান না বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। এমনকি প্রশাসনিক বৈঠকেই ব্রাত্য থাকেন বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিরা। যা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। কিন্তু রেলের আমন্ত্রণপত্রে নেই 'আমরা-ওরা' বিভাজন। বন্দে ভারত স্লিপার এবং একগুচ্ছ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে আমন্ত্রিত তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করাও। শনিবার মালদা থেকে ট্রেনগুলির যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনে। এই স্টেশনগুলিতেই রেলের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আসিফ আলি বলছেন, 'ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হবে।'

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের পথচলাকে কেন্দ্র করে এখন চরম ব্যস্ততা রেলে। সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন স্টেশনকে। রেল সূত্রে খবর, ১৭ জানুয়ারি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনে আলিপুরদুয়ার জংশনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা ও বিধায়ক তৃণমূলের সুমন কাঞ্জিলালকে। ১৮ জানুয়ারি গুয়াহাটি থেকে দুটি অমৃত ভারতকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী। যে কারণে ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি, দু'দিন অনুষ্ঠান হবে নিউ আলিপুরদুয়ারে। এখানেও তাঁরা আমন্ত্রিত।

হাসিমারা স্টেশনে আমন্ত্রিত সাংসদ মনোজের সঙ্গে বিধায়ক বিশাল লামা। বিন্নাগুড়িতে আবার সাংসদের সঙ্গে বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো আমন্ত্রিত। নিউ কোচবিহারে আমন্ত্রিত সাংসদ তৃণমূলের জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকার কথা সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় ও বিধায়ক তৃণমূলের প্রদীপকুমার বর্মনের।

সাংসদ মনোজ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ে যাবে। ফলে চিকিৎসাজনিত কারণ ছাড়াও অন্যান্য কাজে সুবিধা মিলবে। বিভিন্ন সময় এই দুই জায়গায় যাওয়ার ট্রেনের দাবি করেছিলাম। তাছাড়া পাওয়া যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বন্দে ভারত স্লিপার। এখনও হাতে রেলের আমন্ত্রণপত্র পাননি বলে জানান বিধায়ক সুমন। তিনি বলছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের উদ্বোধন হবে। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। তাই রেলকে সাধুবাদ জানাই।'

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মালদা স্টেশন চত্বরে দু'দিন দোকান বন্ধ

চাওয়ালাদের মন ভালো নেই

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : টিকিট কাউন্টারের পাশ দিয়ে মালদা স্টেশনে ঢোকার পর ডানদিকে আর বাঁদিকে পরপর অনেকগুলো দোকান। চা, কফি, নানারকম বিস্কুট, মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি মিল অর্থাৎ ভাত-ডাল ইত্যাদিও বিক্রি হয় সেসব দোকানে। চা পানের ছুতোয় খোলামেলা কথা হচ্ছিল এমনই এক দোকানির সঙ্গে। আরেক 'চাওয়ালার' প্রসঙ্গ উঠতেই মালদা স্টেশনের সেই চাওয়ালা কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। কথায় কথায় বলে ফেললেন, 'কাল-পরশু মিলিয়ে নেট ১০ হাজার টাকার ক্ষতি।' কেন?

'মোদি আসছেন যে'।

তাঁর ওই পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট দোকানের দৈনিক ভাড়া ৫ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য শুক্র ও শনিবার দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ পেয়েছেন। দু'দিনের ভাড়ায় ক্ষতির এই হিসেবে কিন্তু বিক্রিবাটার অঙ্কটা ধরা নেই। ধরলে আরও কয়েক হাজার বাড়বে। গত কয়েকদিন ধরে ভাত বিক্রি করতেও নাকি না করা হয়েছে। তাতে ব্যবসাও মন্দা।

মালদা থেকে বর্ধমান যাওয়ার বিবেক এক্সপ্রেস ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে

মোদি আসছেন বলে বন্ধ দোকানপাট। মালদা স্টেশনের বাইরে।

আসছে- মালদা টাউন স্টেশনের মাইকে এমন ঘোষণা হতেই রুটি-তরকারি বিক্রি করতে ছুটতেন স্বাধীন কর্মকার, শিবু দাসরা। কিন্তু আজ একেবারেই আলাদা দিন। কারণ শনিবার মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মালদা টাউন স্টেশন থেকে কামাখ্যাগামী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই এখন টাউন স্টেশন চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে চরম নিরাপত্তায়। প্রতি মুহূর্তে স্টেশন চত্বর এবং প্ল্যাটফর্মের আনাচে-কানাচে চলছে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি। ঘুরে বেড়াচ্ছে রেলের স্নিফার ডগ। তাই এখন আর স্টেশন চত্বরে কিংবা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রুটি-তরকারি কিংবা অন্য সামগ্রী বিক্রি করার অনুমতি নেই স্বাধীন, শিবুদের।

শুধু কি তাই, নিরাপত্তার খাতিরে স্টেশন চত্বরের বাইরে থাকা বেশ কিছু দোকানের সামনে দিয়েও তৈরি করা হয়েছে প্যান্ডেল। ফলে আগামী দু'দিন যে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে থাকা জনা চল্লিশেক হকার কিংবা চত্বরে থাকা দোকানদারদের মাথায় হাত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কথা হচ্ছিল স্বাধীন সরকারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'কাজ নেই কর্ম নেই, তাই বাধ্য হয়েই পেটের দায়ে হকারি করতে হচ্ছে। আমের সময় আম আর অন্য সময় রুটি-তরকারি বিক্রি করি। লুকিয়ে চুরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেও বিক্রি করি কোনও কোনও সময়। কিন্তু আর দু'দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তাই আর এখন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বিক্রি করতে পারছি না।'

ছোট ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি একটু বড় ব্যবসায়ীদের কথাও বলতে হয়। বড় দোকানের বড় বড় হিসেব। যাত্রীদের পেট ভরাতে ভাত-ডাল, পুরি-সবজি সব মেলে। বসে খাওয়ার জায়গা আছে। ভাড়া দৈনিক ১৫ হাজার টাকা প্রায়। দু'দিন বন্ধ। ৩০ হাজার টাকা ক্ষতির অঙ্কটা জলের মতো সহজ।

ওই টিকিট কাউন্টারের দিক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে অন্য সময় রাস্তার উপর বসে সারি সারি চায়ের দোকান। চপ-ঘুগনির দোকান। আবার মাটিতে বসে অনেকে বিক্রি করেন মাটিতে বসার প্লাস্টিক। বৃহস্পতিবার সেই দৃশ্য চোখে পড়ল না। রাস্তার দুই ধারে থাকা স্থায়ী দোকানগুলির সামনে তৈরি করা হয়েছে বাঁশ-কাপড়ের প্রাচীর। ওই এলাকার এক চা বিক্রেতার গলায় আক্ষেপের সুর, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভালো কথা। কিন্তু আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। আগামী দু'দিন কী যে হবে, কীভাবে বাড়ির উনুনে ভাত ফুটবে তা বলতে পারছি না'।

'আমাদের কথা কেউ তুলে ধরে না'। সাংবাদিক পরিচয় দিতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন এক ছোট ব্যবসায়ী। 'দু'তিনদিন যে আমাদের ব্যবসা কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে সে ছবি কিন্তু তুলছেন না কেউই, শুনছেন না আমাদের কথা', বলছিলেন শিবু দাস। স্টেশন চত্বরের বাইরে এককোণে তাঁর চায়ের দোকান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কড়াকড়িতে সেই দোকান গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

মোদির সফরকে কেন্দ্র করে এখন আলোয় ভাসছে মালদা টাউন স্টেশন। স্টেশন চত্বরে রিলস তৈরি করার জন্য ভিড় করছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। লাল-নীল-হলুদ আলো ঝিকমিক করছে এই সব ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অন্ধকার মুখগুলোয়। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাতে তাঁদের মুখের অন্ধকার বাড়ছে বই কমছে না।

উত্তরের তরুণের গ্যালান্ট্রি মেডেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : একা হাতে নিকেশ করেছিলেন লস্কর-ই-তৈবার একজন মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিকে। এই সাহসিকতার জন্য বানারহাটের ডায়না চা বাগান তথা উত্তরবঙ্গের ঘরের ছেলে মেজর রাহুল রোকা গ্যালান্ট্রি মেডেল পেলেন। বুধবার রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে রাহুলকে এই সম্মানে ভূষিত করেন চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

রাহুলের বাড়ি ডায়না চা বাগানের মন্দির লাইন এলাকায়। বাবার নাম প্রেমকুমার রোকা। মা কলা রোকা। রাহুলের বাবা ডায়না চা বাগানের সাব-স্টাফ। প্রেমকুমার বর্তমানে ডায়না চা বাগানের বৈদার পদে কর্মরত। মা কলা গৃহবধূ। শ্রমিক পরিবারের ছেলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা ডুয়ার্স। রাহুল বানারহাট এবং বিন্নাগুড়ির স্কুল থেকে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০১০ সালে রাহুল ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (এনডিএ) সুযোগ পান।

২০২৪ সালের মে মাসে ভারতীয় সেনার একটি অপারেশনের সময় রাহুল জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে উগ্রপন্থীদের একটি ডেরা চিহ্নিত করেন। এরপর রাহুল লস্কর-ই-তৈবার একজন মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিকে একাই নিকেশ করেন। নিজের জীবন বাজি রেখে এই অসম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়াকে কুর্নিশ জানাতে রাহুলকে গ্যালান্ট্রি মেডেল দেওয়া হয়।

ঘরের ছেলের এই কৃতিত্বে বর্তমানে খুশির হাওয়া ডায়না চা বাগানে। ছেলের সাফল্যে গর্বিত প্রেমকুমার বলেন, 'আমার ছেলে দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছে এটা ভাবলেই গর্বে বুক ভরে যায়। অনেক পরিশ্রম করে ও আজকে এই জায়গায় এসেছে। ওর এই সাফল্যে ডায়না চা বাগান সহ সমগ্র ডুয়ার্সের তরুণ-তরুণীরা অনুপ্রাণিত হবে।'

মেডেল নিচ্ছেন মেজর রাহুল রোকা।

শিল্পীদের রং।। *বাগুরুম্বা অনুষ্ঠানের আগে দশ হাজার বোড়ো নৃত্যশিল্পীর মহড়া। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে।*

সহজে জোটে রক্তদাতা

প্রথম পাতার পর

ডোনার জোগাড় করতে বলে দেওয়া হল ব্যাংক থেকে। অনেককে অনুরোধ জানিয়ে সাহায্য না পেয়ে দালালদের কাছে গেলাম। স্লিপের সঙ্গে তিন হাজার টাকা নিল। ভয় হচ্ছিল, ঠকব না তো। পরে দেখলাম, ঠিক সময়ে রক্ত পৌঁছে দিয়েছে।'

পাহাড়ের বাসিন্দা উদয় লামা শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে একটি নার্সিংহোমে বোনকে ভর্তি করিয়েছিলেন। তাঁর গলায় ক্ষোভ, 'ক'দিনে যা বুঝেছি, বাইরে থেকে এসে দালাল ছাড়া এ শহরে রক্ত জোগাড় করা খুব মুশকিল। সেবক রোডে একটি ব্লাডব্যাংকের সামনে এক দালাল আমার বোনের জন্য রক্তের ব্যবস্থা করে দেন। সাত হাজার টাকা খরচ হল। কিন্তু সঠিক সময়ে চিকিৎসা তো হল।'

এতে অবশ্য সাধারণ মানুষের অসচেতনতার দিকে আঙুল তোলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সুপার সঞ্জয় মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রচার চালানো হয়, ডোনারের প্রয়োজন হলে রোগীর পরিবার যেন যোগাযোগ করে। তবুও যে কেন অচেনা লোকের কাছে যেতে হয়?' তবে কি মেডিকেল চত্বরে দালালরাজ বন্ধ হবে না? সুপারের জবাব, 'আমাদের পক্ষে তো কারা দালাল, বোঝা সম্ভব নয়। ওরা রোগীর পরিবারের লোক পরিচয় দিয়ে ডোনার নিয়ে আসে। হাতে স্লিপ থাকে। ফলে সন্দেহ না হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ দালালের কাছে না গেলে এই সমস্যা আর হবে না।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালদের ঘাঁটি ব্লাডব্যাংকের পেছনের গেটের সামনে। সেখানেই দরদাম। সমঝোতা হয়ে গেলে টাকা দেওয়ার পর আপনি কিন্তু একবারও আসল রক্তদাতার দেখা পাবেন না। শুধু নির্দিষ্ট সময়ে রক্ত পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। দাতা আদৌ রক্ত দিলেন কি না, নাকি অন্য কোনও যোগসাজশ আছে- যাচাই করতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে ধমক খেতে হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আপনার কাজ হওয়া দিয়ে কথা। এত খোঁজখবর নেওয়ার দরকার নেই।'

বেসরকারি ব্লাডব্যাংক থেকে রক্ত নেই বলা হলেও হঠাৎ সামনে হাজির হয়ে যাবেন 'সহৃদয়' কিছু মানুষ। পরনে ভালো জামাকাপড়। দু'চার কথা বলে তিনি ধরিয়ে দেবেন চিরকুটে লেখা মোবাইল নম্বর। যে নম্বরে যোগাযোগ করলে প্রথম প্রশ্ন আসবে, 'কোন গ্রুপের কত ইউনিট ব্লাড লাগবে?' তারপর রেটচার্ট অনুযায়ী দরদাম। 'ও নেগেটিভ' গ্রুপের মূল্য সবথেকে বেশি। ইউনিট প্রতি দশ হাজার টাকা। 'এ নেগেটিভ' ও 'বি নেগেটিভ' গ্রুপের দাম যথাক্রমে ইউনিট প্রতি সাত ও আট হাজার টাকা। 'বি পজিটিভ' হলে কম। চার থেকে পাঁচ হাজারেই মিলবে।

পেমেন্ট সবসময় অনলাইনে। সরকারি ব্লাডব্যাংকের সামনে রেট খানিকটা কম। 'বি পজিটিভ' গ্রুপের দাম শুরু ৩০০০ টাকা থেকে। এই তফাত কেন? এক দালালের যুক্তি, 'বেসরকারি ব্লাডব্যাংক থেকে রক্ত নিতে ইউনিট প্রতি টাকা দিতে হয়। সরকারিতে তেমন ব্যাপার নেই।' কথা হচ্ছিল এক বেসরকারি ব্লাডব্যাংকের কর্তার সঙ্গে। তিনি মানলেন, 'দালালদের দৌরাত্ম্য আছে। কোথা থেকে ওঁরা রক্ত সংগ্রহ করেন, জানা নেই।'

ব্লাডব্যাংক কর্মীদের যোগসাজশের অভিযোগ অবশ্য তিনি মানতে চাইলেন না। উলটে বললেন, আমাদের কোনও কর্মীরও যদি রক্ত লাগে, তবে তাঁকে আর পাঁচজনের মতো প্রক্রিয়া মেনে আসতে হয়।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'এমন অনেকে আছেন, যাঁরা টাকার জন্য একমাস অন্তর অন্তর রক্ত দেন। কিন্তু রক্তদানে অন্তত তিনমাস গ্যাপ প্রয়োজন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে জ্বলন্ত নরক

আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার সেন্ট্রালিয়া শহরটি এখন এক ভূতুড়ে নগরী। ১৯৬২ সালে এখানকার এক কয়লাখনিতে আবর্জনা পোড়াতে গিয়ে ভুলবশত আগুন লেগে যায়। সেই আগুন মাটির নীচের কয়লার স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বাস করুন আর নাই করুন— গত ৬০ বছর ধরে তা জ্বলছেই! শহরের মাটি গরম হয়ে ভুড়ভুড় করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, রাস্তাঘাট হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কার্বন মনোক্সাইডের বিষাক্ত গ্যাসে টেকা দায় হয়ে পড়লে সরকার বাধ্য হয়ে শহরটি খালি করে দেয়। যেখানে একসময় হাজার হাজার মানুষের কোলাহল ছিল, আজ সেখানে মাত্র ৫ জন জেদি বাসিন্দা পড়ে আছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটির নীচে যা কয়লা মজুত আছে, তাতে এই আগুন আরও ২৫০ বছর জ্বলতে পারে। বিখ্যাত হরর ভিডিও গেম ও সিনেমা 'সাইলেন্ট হিল' আসলে এই শহরের কাহিনী থেকেই অনুপ্রাণিত।

টাইটানিক ডোবাল চাঁদ?

টাইটানিক ডোবার জন্য আমরা আইসবার্গ বা হিমশৈলকে দোষ দিই। কিন্তু টেক্সাস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা বলছেন, আসল কালপ্রিট হয়তো ছিল চাঁদ! তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, ১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব গত ১৪০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল। একে বলা হয় 'সুপারমুন' ইভেন্ট। চাঁদের প্রবল মহাকর্ষীয় টানের ফলে সমুদ্রের জোয়ারে জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে গ্রিনল্যান্ডের উপকূল থেকে বিশাল বিশাল সব হিমশৈল ভেঙে সমুদ্রে ভেসে আসে এবং টাইটানিকের যাত্রাপথে পড়ে। সাধারণত এই আইসবার্গগুলি অগভীর জলে আটকে থাকার কথা, কিন্তু জোয়ারের টানে তারা গভীর সমুদ্রে চলে এসেছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতির এক বিরল মহাজাগতিক সমাপতনই টাইটানিকের ভাগ্য লিখে দিয়েছিল।

কাশির ওষুধ যখন হেরোইন

আজকের দিনে হেরোইন মানেই মারণ নেশা যা জীবন শেষ করে দেয়। কিন্তু জানলে চমকে উঠবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি 'বেয়ার' এই হেরোইনকেই শিশুদের কাশির ওষুধ হিসেবে বাজারে বিক্রি করত! ১৮৯৮ সালে তারা অ্যাসপিরিনের পাশাপাশি হেরোইন লঞ্চ করে। বিজ্ঞাপনে বড় বড় করে বলা হত, এটি মরফিনের চেয়ে নিরাপদ এবং এতে একদমই নেশা হয় না। ব্রংকাইটিস, সর্দিকাশির জন্য এমনকি কোলের বাচ্চাদেরও দেদার এই ওষুধ খাওয়ানো হত। কয়েক বছর পর যখন রোগীরা হাসপাতালগুলিতে ভিড় করতে শুরু করে এবং ওষুধের প্রতি মারাত্মক আসক্ত হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসকদের টনক নড়ে। ১৯১৩ সালে বেয়ার শেষমেশ এই ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ওষুধ কোম্পানির এই ঐতিহাসিক ভুল আজও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

চিপসের কৌটোয় সমাধি

ফ্রেডরিক বওর— নামটা হয়তো অনেকের কাছেই অপরিচিত। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত 'প্রিঙ্গলস' চিপস আট থেকে আশি সবার প্রিয়। বিশেষ করে প্রিঙ্গলসের সেই লম্বা নলাকার কৌটোটি তাঁরই ডিজাইন করা। নিজের এই সৃষ্টি নিয়ে ফ্রেডরিক এতটাই গর্বিত ছিলেন যে, ২০০৮ সালে মৃত্যুর আগে সন্তানদের কাছে এক অদ্ভুত আবদার করে বসেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম যেন কোনও সাধারণ কলসিতে নয়, বরং একটি প্রিঙ্গলসের কৌটোয় ভরে কবর দেওয়া হয়! বাবার সেই অদ্ভুত ইচ্ছা রাখতে ছেলেরা সত্যিই তাঁর ছাই একটি 'অরিজিনাল ফ্লেভার'-এর লাল কৌটোয় ভরে সমাধিস্থ করেন। ব্যাপারটি শুনতে হাস্যকর মনে হলেও, একজন উদ্ভাবক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এভাবেই অনন্তকাল জড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

দেওয়া পর্যন্ত পুলিশের তদন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি মিশ্রের কড়া মন্তব্য, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে রাজ্যের সংস্থাগুলো এভাবে বাধা দিলে চরম অরাজকতা তৈরি হবে।' শীর্ষ আদালতের মতে, উপযুক্ত অনুমতি ও নথি নিয়ে তদন্তে গেলে সংস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। শুনানির শুরুতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, আইপ্যাক দপ্তরে ইডি'র তল্লাশি ছিল সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। তদন্ত চলাকালীন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে উপস্থিতি, নথি ও ইডি অফিসারের মোবাইল নিয়ে যাওয়াকে তিনি 'স্তম্ভিত করার মতো' বলে বর্ণনা করেন। মেহতার যুক্তি, এভাবে চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় সংস্থার মনোবল ভেঙে যাবে এবং রাজ্য পুলিশকে তদন্তে বাধা দেওয়ার অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। ইডি'র এই যুক্তিকেই কার্যত মান্যতা দিল আদালত। পুলিশের দায়ের করা সমস্ত এফআইআর-এর ওপর স্থগিতাদেশ দিল। আদালতকক্ষে উঠে আসে 'মবোক্র্যাসি' বনাম 'ডেমোক্র্যাসি'-র চর্চাও। হাইকোর্টে বিক্ষোভে শুনানি স্থগিতের উল্লেখ করে বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন তোলেন, 'এটা কি যন্তরমন্তর?'

তাঁর পর্যবেক্ষণ, যদি আজ কলকাতা হাইকোর্টে এমন কাণ্ড ঘটে, তবে ভবিষ্যতে সারা দেশের বিচার ব্যবস্থা সংকটে পড়বে। এতে তাঁরা গভীরভাবে 'ডিস্টার্বড' বলে বিচারপতিরা মন্তব্য করেন। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি পালটা দাবি করেন, ভোটের মুখে আইপ্যাক-এ তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তৃণমূলের চেয়ারপার্সন হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়ার অধিকার আছে। আদালত এই যুক্তিতে কান না দিয়ে আইপ্যাক দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিজিটাল স্টোরেজ অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যেসব নথি বা ডিভাইস নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোতে হাত দেওয়া বা বিকৃত করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই রায় নিঃসন্দেহে ইডি'র পক্ষে বড়সড়ো আইনি স্বস্তি। অন্যদিকে, পুলিশের ভূমিকা এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা নিয়ে শীর্ষ আদালতের কড়া অবস্থান নবান্নের জন্য বড় ধাক্কা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইডি'র কাজে বাধা দিয়েছিলেন। সত্য গোপন করতেই ইডি অফিসারদের ফোন ও ফাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।'

যদিও তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা দাবি করেন, 'ভোটের মুখে আইপ্যাক-এর মতো সংস্থায় ঢুকে ইডি আসলে দলের গোপন নির্বাচনি কৌশল চুরি করার চেষ্টা করছিল। মুখ্যমন্ত্রী দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে সেখানে গিয়ে কোনও বেআইনি কাজ করেননি।'

ছিনতাইয়ে ধৃত ৩

কিশনগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : ব্যাংককর্মীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কিশনগঞ্জ পুলিশ। কিশনগঞ্জ পুলিশ সদর থানা এলাকার পটলবা তিনমোহানি গ্রামের কাছে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী অনিল কুমারের (৩০) কাছ থেকে প্রায় এক লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের ৯১ হাজার ১০০ টাকা, ৫টি মোবাইল ফোন, একটি বাইক ও অন্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, ধৃতরা জেরায় এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

অভিযোগ, অনিল কুমার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের কিস্তির টাকা নিয়ে বাইকে করে জেলা সদরে ফিরছিলেন। সেই সময় ঘটনাস্থলে একটি বাইকে তিন দুষ্কৃতী তাঁর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে।

শুনানি-ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ

প্রথম পাতার পর

জানতে পেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। তলব পেয়ে নবান্ন রীতিমতো নড়েচড়ে বসে। ফরাক্কার পর চাকুলিয়ার ঘটনাতেও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল পুলিশকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ পেয়ে গোয়ালপোখর-২ বিডিও চাকুলিয়া থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। বুধবার ফরাক্কার ঘটনাতেও সিইও'র নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ছয়জন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' শুনানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সুপারদের এ বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। তথ্যগত অসংগতিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে গোয়ালপোখর-২ ব্লকে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এর জেরে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নাসির হোসেন বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবার নাম আছে। বিএ পাশ করেছি। জন্মের প্রমাণপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত প্রমাণপত্র আছে। তাও আমাকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে।' আনওয়ারুল হকের অভিযোগ, 'স্রেফ বানান ভুলের কারণে এভাবে নোটিশ ধরানো বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ অবশ্য বলেন, 'তথ্যগত অসংগতির কারণে কমিশন মানুষকে হয়রান করে মোটেও ঠিক করছে না। আমরা সাধারণ মানুষের পাশে আছি।' অন্যদিকে, ফরাক্কার ঘটনায় মাইক্রো অবজার্ভারদের ওপরে আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। শুভেন্দু বলেন, 'তৃণমূল রাজ্যে এসআইআর হতে দিতে চায় না। সেই কারণে যে কোনও উপায়ে এই গোটা প্রক্রিয়াকে পণ্ড করতে তারা উদ্যোগী হয়েছে।'

সংকলন : আশরাফুল হক, স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত।

গ্রাম হাতে রইলেও শহর হারাচ্ছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

অনিল বিশ্বাসরা বাংলা শাসন করতেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শহুরে মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখলে বোঝা যায়, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর কতটা ক্ষুব্ধ জনতার একটা বড় অংশ।

বাম আমলে বিরক্ত মানুষের হাতে বিকল্প অস্ত্র ছিল মমতা। এখন সমস্যা হল, মমতার নির্দিষ্ট বিকল্প বলে কিছু নেই। বিজেপি এক যুগ কেন্দ্রে থেকেও নতুন কোনও আলো দেখাতে পারেনি দেশকে। বরং চারদিকে ঘৃণার বাতাবরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শব্দটি উধাও রাতারাতি। বাংলাতেও বিজেপি এবং তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কোনও ফারাক নেই।

দ্বিতীয় বিকল্প সিপিএম নেতৃবিহীন, সংগঠনবিহীন। এখন দ্বিতীয় অঙ্কের সংখ্যার আসন পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করবে।

সিপিএম নেতা এবং সমর্থকরা মিডিয়ার ওপর প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট, তারাই নাকি বাইনারি তত্ত্ব চালু করেছে! শুধু তৃণমূল এবং বিজেপিকে রেখেই চলছে নির্বাচনের অঙ্ক, এই প্রশ্নটা সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার তুলে ধরছেন বাম সমর্থকরা।

অথচ মনে মনে তাঁরা জানেন, বিধানসভার লড়াইটা সত্যি সত্যি দ্বিপাক্ষিক। সেই লড়াইয়ে অস্তিত্ব নেই সিপিএম বা কংগ্রেসের। তাই বামের বহু সমর্থকই ভোটটা দিয়ে আসবেন রামে, শুধু তাদের ১৫ বছর আগে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলা মমতাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর স্বপ্নে। চুলোয় যাক ইন্ডিয়া জোটের তত্ত্ব। এবং এঁদের ৯০ ভাগ শহুরে ভোটার। যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় 'চটি চাটা' এবং 'পিসি-ভাইপো' লিখে ভরিয়ে দেন বারবার। তাতেই যত রাজ্যের আত্মতৃপ্তি! পাশাপাশি হিন্দুত্বের ভাবনাও তাঁদের মনে বাসা বেঁধেছে!

দিল্লির রাজনীতি ধরলে তৃণমূল ও সিপিএম একদিকে, ইন্ডিয়া জোটে। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখলে তা মনে হওয়ার উপায় নেই। আপনি চূড়ান্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, হচ্ছেটা কী?

অবশ্যই এমনিতে ইন্ডিয়া জোট এক বিভ্রান্ত, ভাঙা, ফুটো নৌকার মতো। যেখানে শারদ পাওয়ারই বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন নিজস্ব স্বার্থে।

তিনি লালুপ্রসাদ যাদবের মতো আজীবন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী হতে পারলেন না। কেজরিওয়াল বেপাত্তা। কংগ্রেস-এসপি মসৃণ বোঝাপড়াও নেই আর।

এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে, ইন্ডিয়া জোট শুধু নামেই। এবং সেটা খরচের খাতায়। গঙ্গা-যমুনার জলে ভেসে গিয়েছে কোথায়! স্থপতিরাই ভুলে গিয়েছেন সন্তানকে! বাংলার নির্বাচনে এই শব্দটির হদিসও পাবেন না আর। সেই ঘুরেফিরে আসছে দিদি বনাম মোদি। গত দশ বছরের মতো।

বিজেপি আবার আরেকটা নির্বাচন লড়তে চলেছে নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখেই। এখনও তাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের নিশ্চিত কোনও মুখ উঠে আসেনি।

শুভেন্দু, শমীক, দিলীপ বা সুকান্তরা যত এই পদের জন্য লড়বেন, ততই একেবারে অনামী কারও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে বিজেপি জিতলে। এটাই মোদি-শা'র নতুন পছন্দের খেলা। ওড়িশা বা ছত্তিশগড় বা রাজস্থানের ক্ষেত্রে যা দেখা গিয়েছে। বা একেবারেই হাল আমলে বিজেপির জাতীয় সভাপতি বাছার ক্ষেত্রেও তো এক ব্যাপার। কথা বললে এক ঝলকে বোঝা যায়, আম বিজেপি কর্মীরা এ ব্যাপারে মারাত্মক বিভ্রান্ত। তৃণমূলের ক্ষেত্রে যা একেবারে উলটো। কর্মীরা জানেন, দিদি আছেন।

দিদি, দিদি।

দুটো পার্টিরই নীচুতলার নেতারা চুরিবিদ্যা থেকে সরে আসেননি। ক'দিন আগে চোখে পড়ল, বিজেপির এক নেতা ট্রেন থেকে কম্বল চুরি করে চলে যাচ্ছেন। দু'দিন পরেই আবার দেখা গেল, তৃণমূলের এক নেতা শীতে কষ্ট পাওয়া গরিবদের জন্য বরাদ্দ কম্বল থেকে কম্বল চুরি করছেন। নির্বাচন এগিয়ে আসছে, কোথায় সতর্ক হবেন, তা নয়! এঁদের চুরিচামারি, অসততা আরও খুল্লম খুল্লা।

নির্বাচনের আগে যা হয়ে থাকে, দুই বড় পার্টিতে শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রার্থী হতে ইচ্ছুক অনেকেই টাকা ছড়াতে শুরু করেছেন এলাকায়। আমি প্রার্থী হব, আমি প্রার্থী হব--- এই স্লোগানটা এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছেন অনুগতদের মাধ্যমে। চেষ্টা চলছে পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে নিজের ইচ্ছেটাকে পৌঁছে দেওয়ার।

সেখানেও চলছে টাকার খেলা। অনেক নেতা এই লোকগুলোর টাকা নিয়ে কলকাতা বা দিল্লিতে তাঁবেদারি করতে যাচ্ছি বলে নিজেই মেরে দিচ্ছেন টাকা। হঠাৎ ভ্যানিশ। তলে তলে অনেক খেলাই চলছে, নিজের পার্টির লোককে বেকুব বানানোর জন্য। সর্বত্র। ঠিক এই জায়গাতে এসে গ্রাম এবং শহর একাকার হয়ে যাচ্ছে আবার।

নীতীশকে নিয়ে ফের গম্ভীরকে খোঁচা শ্রীকান্তের

পরপর দুই ম্যাচে ভারতীয় বোলিংকে চাপে রেখেছিলেন ড্যারিল মিচেল।

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের নিশানায় ফের গৌতম গম্ভীর।

রাজকোটে বুধবার দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে হারের পর্যালোচনায় বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক ভারতীয় দলের ভারসাম্যকেই কাঠগড়ায় তুললেন। ষষ্ঠ বোলারের অভাব, রবীন্দ্র জাদেজার অফ ফর্ম এবং নীতীশকুমার রেড্ডিকে দলে রাখার মাশুল গুনতে হচ্ছে, দাবি শ্রীকান্তের। অবাক, অক্ষর প্যাটেলের মতো অলরাউন্ডারকে দলের বাইরে দেখে।

শ্রীকান্তের মতে, তাঁর অন্যতম পছন্দের ক্রিকেটার জাদেজা। কিন্তু এই মুহূর্তে জাদেজা বুঝতে পারছে না ওর কী করা উচিত। আক্রমণাত্মক বোলিং করবে না রান বাঁচাবে, দ্বিধায় ভুগছে। ভারতীয় থিংকট্যাংকের উচিত তিন পেসার ও তিন স্পিনার খেলানো। এর ফলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব পূরণ হবে। কারও খারাপ দিন গেলে সমস্যা হবে না।

এরপর কেন নীতীশ, কেন অক্ষর নয়, সেই প্রশ্ন তুলে গম্ভীরকে নিশানা। শ্রীকান্ত বলেছেন, 'অক্ষর থাকলে দলের জন্য কার্যকর হতে পারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপরও কেন অক্ষর নেই? কেন স্পিন অলরাউন্ডারের বদলে বাড়তি পেস অলরাউন্ডার খেলানো হচ্ছে? উত্তর সবারই জানা। পেস অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়ার অভাব আর কারও পক্ষে (পড়ুন নীতীশ) পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিরন্তর সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

অলরাউন্ডার কোটায় দলে ঢুকলেও ২ ওভারের বেশি বল করানো হয়নি নীতীশকে দিয়ে। ম্যাচ শেষে গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। স্বীকার করে নেন, পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারছে না নীতীশ। শুধু গতকাল রাজকোট ওডিআই নয়, গত কয়েকটা সিরিজে এটাই চেনা ছবি। ভরসা না থাকা সত্ত্বেও গম্ভীরের দলে নীতীশ নিয়মিত সদস্য!

ব্যাট-বলের হতাশাজনক পারফরমেন্সের মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম লোকেশ রাহুল। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দুরন্ত শতকের ইনিংসে দলকে লড়াইয়ের রসদ জোগান। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তনরা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গাভাসকার বলেছেন, 'ক্লাস প্লেয়ার। ক্লাস ইনিংস। ওর ব্যাটিং দেখা সবসময় উপভোগ্য। টেকনিক, টেম্পারামেন্ট, শট বৈচিত্র্য সবকিছু রয়েছে ওর মধ্যে। ভারতীয় দলের ক্রাইসিসম্যান। যেমনটি ছিলেন কর্ণাটকের আরেকজন, রাহুল দ্রাবিড়। দল যখনই বিপদে, তখনই ব্যাট চওড়া। ওপেনিং হোক বা মিডল অর্ডার, ৪, ৫, ৬ যে ব্যাটিং পজিশনই হোক—চাপের মধ্যে দলকে ভরসা জুগিয়েছেন লোকেশ। এদিন শুরুতে ও আউট হলে ভারতের স্কোর ২৪০-২৫০ রানেও পৌঁছোত না।'

১১৮/৪ স্কোরে ক্রিজে নেমে অপরাজিত থেকে দলকে ২৮৪-তে পৌঁছে দেন লোকেশ। শাস্ত্রী যে ইনিংস নিয়ে বলেছেন, 'ও যখন মাঠে নামে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। পুরো কৃতিত্বটা লোকেশের প্রাপ্য। পিচ কিছুটা মন্থর ছিল। বলও তখন পুরোনো, কিছুটা নরম। সেই পরিস্থিতিতে জাদেজাকে নিয়ে পার্টনারশিপ গড়ল। শেষে হাত খুলে অসাধারণ সব শট খেলল।'

রাহুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সানি

> **অক্ষর থাকলে দলের জন্য কার্যকর হতে পারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপরও কেন অক্ষর নেই? কেন স্পিন অলরাউন্ডারের বদলে বাড়তি পেস অলরাউন্ডার খেলানো হচ্ছে?**
>
> -কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

লোকেশ রাহুলের মধ্যে রাহুল দ্রাবিড়ের ছায়া দেখছেন সুনীল গাভাসকার।

ধুলো ওড়া পিচে ঘাম ঝরিয়েই সফল মিচেল

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : ভারত সফর মানে স্পিন সামলানোর চ্যালেঞ্জ। যে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ ড্যারিল মিচেল। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ড হারলেও হাফ সেঞ্চুরি (৭১ বলে ৮৪) করেছিলেন। রাজকোটে ফিরেছেন শতকীয় ইনিংসে দলকে জিতিয়ে, সিরিজ ১-১ করে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পছন্দ করেন। সাফল্যের খতিয়ানও বেশ চমকপ্রদ।

ভারতগামী বিমানে ওঠার আগে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। দলকে জিতিয়ে সেই রহস্য নিজেই ফাঁস করলেন নিউজিল্যান্ডের মিডল অর্ডার তারকা। জানালেন, কীভাবে ধুলো ওড়া পিচ বানিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন, যার সুফল সকলের চোখের সামনে। ধুলো ওড়া পিচে প্রস্তুতির ফল, ভারত সফরে রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন।

আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মিচেল বলেছেন, 'সাফল্যের পিছনে অনেক পরিশ্রম থাকে। সবাই তা দেখতে পায় না। আমি যেমন সাত সকালে লিংকনে (ক্যান্টারবেরির শহর) চলে যেতাম। যেখানে ধুলো ওড়া পিচ বানিয়ে প্র্যাকটিস করতাম উপমহাদেশীয় পিচের কথা মাথায় রেখে। দেশের হয়ে বিভিন্ন দেশে সফর করা, খেলা সবসময় উপভোগ করি। মাঠ, পরিবেশ যাইহোক, লক্ষ্য সেই এক—দলকে সাফল্য এনে দেওয়া। তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত।'

উপমহাদেশে ৫৬.০৩ ব্যাটিং গড়ে এখনও পর্যন্ত ১৪৫৭ রান করেছেন মিচেল। ভারতে ১৫টি ওডিআই ম্যাচ খেলে ৬৬.৭৫ গড়ে তিনটি শতরান সহ ৮০১। পাকিস্তানে ১২ ম্যাচে ৫৭৬। গড় ৪৮। স্পিন পিচ বানিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মিচেলের আরও মন্তব্য, 'নিউজিল্যান্ডে আমরা মূলত বাউন্সি, ঘাসের উইকেটে খেলে বড় হই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকে থাকতে হলে সমস্ত ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জরুরি। উপমহাদেশে যেমন স্পিন গুরুত্বপূর্ণ। আর স্পিন সামলাতে সুইপ শটের ব্যবহার প্রয়োজন। প্রস্তুতিতে সেটাই জোর দিয়ে থাকি।'

সংক্ষিপ্ত লিগকে স্বীকৃতি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : এবার আইএসএল হবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। তবুও এই লিগকে স্বীকৃতি দিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

নিয়ম অনুযায়ী এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য এক মরশুমে সমস্ত ঘরোয়া প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৪টি ম্যাচ খেলা বাধ্যতামূলক। সেখানে এবার খুব বেশি হলে ১৬টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে আইএসএল ক্লাবগুলি। গত বারের তুলনায় ৭২টি ম্যাচ কম হবে এবারের আইএসএলে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এএফসি-র কাছে জানতে চেয়েছিল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ভারতের ক্লাব অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না। বিশেষ ছাড় চেয়ে আবেদনও জানায় এআইএফএফ।

ফেডারেশনের সেই আবেদনে মঞ্জুর করেছে এএফসি। অর্থাৎ আইএসএল বিজয়ী এবং সুপার কাপ বিজয়ীদের এএফসি স্লট পেতে আর কোনও বাধা রইল না। যদিও সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলার সুযোগ পাবে না ভারতের কোনও ক্লাবই। জানানো হয়েছে, 'এএফসির নিয়ম মেনে ভারতের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবকে সরাসরি খেলার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। আইএসএল ও সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ছাড়পত্র পেতে হবে।'

এতদিন আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ী দল সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলার টিকিট পেত। সুপার কাপ জয়ী দলকে খেলতে হত যোগ্যতা অর্জন পর্বে। এবার দুই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকেই সেই যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে হবে। যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। তবে সব দিক বিবেচনা করেই এএফসি-র এই স্বীকৃতি ভারতীয় ফুটবলের জন্য নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত এক খবর। এতে ক্লাবগুলিও উপকৃত হবে। কারণ এএফসি স্বীকৃতি দেওয়ায় এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আর কোনও বাধা রইল না। এএফসি থেকে সুখবর আসার দিনেই আরও এক স্বস্তির খবর জানালো এফসি গোয়া। তারা খেলোয়াড়দের বেতন কমানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা মেনে নিয়েছেন ফুটবলাররা। ফলে আর্থিক চাপ ছাড়াই আইএসএল খেলতে পারবে তারা।

স্পট বোলিংয়ে জোর আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : সাদা বলের ব্যর্থতা কাটিয়ে লাল বলে ফেরার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সেই প্রস্তুতি আরও জোরদার হল বাংলা দলের। বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টিম বাংলার অনুশীলনে যোগ দিলেন আকাশ দীপ ও মহম্মদ কাইফ। তাঁরা দুজনই দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করেছেন।

আকাশের বোলিং ছিল দেখার মতো। নেটে অন্তত আধঘণ্টা বোলিংয়ের পর অন্য নেটে চলে যান তিনি। সেই নেটে হাজির হন মুকেশ কুমারও। পরে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় ধরে মুকেশ-আকাশকে স্পট বোলিং করতে দেখা যায় বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের নজরদারিতে। কেন আচমকা এমন স্পট বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার বোলারদের, বিশেষ করে পেসারদের ধারাবাহিকতার অভাব দেখা গিয়েছে। সেই কারণেই পিচে জায়গা নির্দিষ্ট করে স্পট বোলিং অনুশীলন হয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিকেলের দিকে বলছিলেন, 'রনজির দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগের এই অনুশীলন পর্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে নেমে ধারাবাহিকতা দেখানোর পাশে সেরাটা দিতে হবে আমাদের। সেই কারণেই বোলারদের স্পট বোলিং করিয়ে তৈরি রাখা হচ্ছে।' এদিকে, সোমবার কল্যাণী রওনা হচ্ছে টিম বাংলা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচ শুরু বাংলার।

বাতিল হয়নি, দাবি মার্কিন তারকার

ভিসা জটে আটকে রশিদ-রেহানও

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ভিসা জটে এবার আটকে ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানজাত একাধিক মুসলিম ক্রিকেটারকে ভিসা দিতে গড়িমসি করছে ভারত। সেই অচলাবস্থা কাটার আগেই একই সমস্যায় ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ। দুজনেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। দলের বাকি ক্রিকেটার ভিসা পেয়ে গেলেও ভারতের কড়া পাক-নীতিতে আটকে গিয়েছে রশিদ-রেহান।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলঙ্কায় তিনটি ওডিআই (২২ জানুয়ারি শুরু) ও সমসংখ্যক টি২০ ম্যাচ (৩০ জানুয়ারি শুরু) খেলবে ইংল্যান্ড। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে রশিদ-রেহানের ভিসা ঘিরে অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলছে ইংল্যান্ড শিবিরকে। চোখ আপাতত ভারত সরকার কত দ্রুত ভিসা মঞ্জুর করে সেদিকে।

আদিল রশিদ

রেহান আহমেদ

অতীতেও ভিসা-জটের কারণে ইংল্যান্ডের শোয়েব বশির ভারত সফরে প্রথম টেস্ট খেলতে পারেননি। সাকিব মাহমুদকে নিয়েও একইরকম সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেন, আদিলদের ভিসা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই ভারত সরকারের। আলোচনা চলছে। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা মিটবে।

রশিদ বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসএ২০ খেলতে ব্যস্ত। রেহান অপরদিকে বিগ ব্যাশে খেলছেন। ভিসা সমস্যা মিটলে দুজনে সেখান থেকে সরাসরি শ্রীলঙ্কায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। 'সি' গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল, ইতালি। ৮ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে অভিযান শুরু করবে তারা। এদিকে, দলের পাকিস্তানজাত ক্রিকেটারদের ভিসা বাতিল হওয়ার খবর অসত্য বলে দাবি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থা। এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভিসা নিয়ে দেরি হচ্ছে। কিন্তু বাতিলের দাবি ঠিক নয়। পাকজাত মার্কিন ক্রিকেটার আলি খানও জানিয়েছেন, তাঁর ভিসার আবেদন খারিজ করা হয়নি। বলার কথা, আলি খান ছাড়াও পাকিস্তানজাত বাকি তিন ক্রিকেটার শায়ন জাহাঙ্গির, মহম্মদ মহসিন, এহসান আদিলের ভিসা এখনও মঞ্জুর করেনি ভারত সরকার।

শেষ ম্যাচের জন্য ইন্দোর পৌঁছে বিশ্রামে বিরাটরা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআইয়ের জন্য ইন্দোরে বিরাট কোহলি।

ইন্দোর, ১৫ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুটা ভালো হয়নি। বরোদায় প্রথম ম্যাচে কোনওরকমে জয়। দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়া।

বুধবার রাজকোটে নিউজিল্যান্ড চলতি সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন ড্যারিল মিচেলরা। শুধু তাই নয়, দলে রোকোর মতো অভিজ্ঞ তারকা থাকার পরও টিম ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী যে প্ল্যান 'বি' নেই, তাও প্রমাণিত। ব্যাটাররা নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। বোলাররা ছন্দ দেখাতে ব্যর্থ। সঙ্গে ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ হাতছাড়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে। এমন পারফরমেন্স কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। সঙ্গে রয়েছে প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড়ও।

ওয়াশিংটন সুন্দর ভদোদরায় সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে চোট পেয়ে বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, তাঁর চোট রীতিমতো গুরুতর। ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজেও তিনি নেই। খারাপ খবরের শেষ এখানেই নয়, রয়েছে আরও। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত ওয়াশিংটন। বাস্তবে শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা সত্যি হলে নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবেরও চিন্তা বাড়তে চলেছে। সুন্দরের চোটের সুবাদে গতকাল দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন নীতীশকুমার রেড্ডি। কিন্তু কেন? কোন যুক্তিতে তিনি ভারতীয় দলে নিয়মিত হয়ে উঠছেন, এই প্রশ্ন এখন প্রবলভাবে উঠে গিয়েছে।

বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত ওয়াশিংটন

ব্যাট হাতে রান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। বল হাতে করেছিলেন ২ ওভার। এমন ক্রিকেটারকে কি আদৌ অলরাউন্ডার বলা চলে? নীতীশকে নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর আপাতত সমালোচকদের তোপের মুখে। এমন অবস্থার মধ্যে রাজকোট থেকে আজ সন্ধ্যার দিকে দুই দলই সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের লক্ষ্যে ইন্দোরে পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচ। যে দল জিতবে, সিরিজ তাদেরই। আজ ইন্দোরে পা রাখার পরই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামীকাল কোনও অনুশীলন নেই। পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সিরিজের মরণবাঁচন ম্যাচের আগে কেন আচমকা এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, পুরো দলকে আগামীর লক্ষ্যে আরও ফুরফুরে রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

এদিকে, গতকাল রাতে রাজকোটে ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সরাসরি না বললেও তিনি মেনে নিয়েছেন, নীতীশের বদলে প্রথম একাদশে একজন স্পিন অলরাউন্ডারের প্রয়োজন ছিল। রায়ানের কথায়, 'প্রথম একাদশে আরও একজন স্পিনার অথবা স্পিন অলরাউন্ডার থাকলে ভালো হত। যাই হোক, সাজঘরের পরিকল্পনা মাঠে কাজে লাগাতে পারিনি আমরা।' লোকেশ রাহুলের মায়াবী শতরানের পরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। দলের সহকারী কোচের কথায়, 'আমাদের ব্যাটার, বোলারদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। কেএল অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল। কিন্তু আরও কিছু রানেরও প্রয়োজন ছিল আমাদের।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে হেনিল প্যাটেল।

হেনিলের দাপটে জয় ভারতের

হারারে, ১৫ জানুয়ারি : জয় দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে ৬ উইকেটে তারা হারাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।

এদিন বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে টসে জিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাট করতে পাঠান ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। হেনিল প্যাটেলের দুরন্ত বোলিংয়ে ৩৫.২ ওভারে ১০৭ রানে শেষ হয় মার্কিনীদের ইনিংস। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন নীতীশ সুদিনী। হেনিল ১৬ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন।

প্রবল বৃষ্টির কারণে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ৩৭ ওভারে ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯৬ রান। ৪ উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ১৯ রান। বৈভব সূর্যবংশী ২ রানে আউট হন।

হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন আরবেলোয়া

কোপা ডেল রে থেকে বিদায় রিয়াল মাদ্রিদের

মাদ্রিদ, ১৫ জানুয়ারি : রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কার সম্মুখীন আলভারো আরবেলোয়া। দ্বিতীয় ডিভিশনের দল আলবাসেটের কাছে হেরে কোপা ডেল রে থেকে বিদায় লস ব্ল্যাঙ্কোসের।

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল হারার পরেই জাভি অলন্সোকে ছাঁটাই করে আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু প্রাক্তন স্প্যানিশ তারকার আগমনেও ভাগ্য খোলেনি লস ব্ল্যাঙ্কোসের। উলটে আলবাসেটের মতো এক অনামী দুর্বল দলের কাছে ৩-২ ফলে হেরে সমর্থকদের একরাশ লজ্জা উপহার দিয়েছেন ভিনিসিয়াসরা।

এদিন রিয়ালের হয়ে গোল করেন গঞ্জালো গার্সিয়া ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। আলবাসেটের হয়ে জোড়া গোল জেফটে বেতানকোরের। অপর গোলটি জাভি ভিলারের। ম্যাচের পর পরাজয়ের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন কোচ আরবেলোয়া। বলেছেন, 'এই পরাজয়ের সব দায় আমার। সমর্থকরা প্রচণ্ড হতাশ হয়েছেন। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' আপাতত কোপা ডেল রে ভুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগায় ফোকাস করছেন আরবেলোয়া।

রিয়াল মাদ্রিদে আলভারো আরবেলোয়ার কোচিং কেরিয়ারের শুরুটাই হল হার দিয়ে।

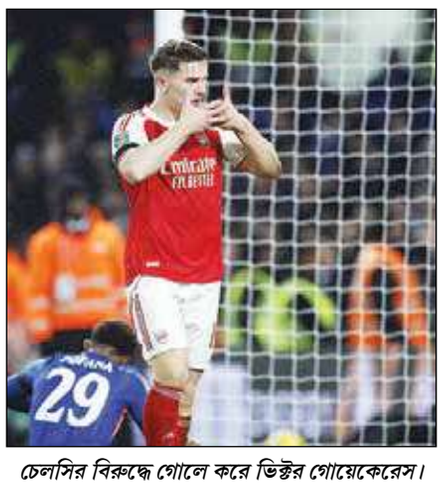

চেলসির বিরুদ্ধে গোলে করে ভিক্টর গোয়েকেরেস।

আর্সেনালের কাছে হার চেলসির

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে প্রথম লেগের উত্তেজক ম্যাচে ঘরের মাঠে আর্সেনালের কাছে ৩-২ গোলে হার চেলসির। ঘরের মাঠে চেলসির কোচ হিসেবে লিয়াম রোজেনিয়রের এটাই ছিল প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচেই অবশ্য পরাজয়ের স্বাদ পেতে হয়েছে তাঁকে। ম্যাচের ৭ মিনিটে ডিফেন্ডার বেন হোয়াইটের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৪৯ মিনিটে ভিক্টর গোয়েকেরেস ব্যবধান বাড়ান। ৫৭ মিনিটে চেলসির হয়ে প্রথম গোলটি করেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। ৭১ মিনিটে আর্সেনালের তৃতীয় গোলটি মার্টিন জুবিমেন্ডির। ৮৩ মিনিটে চেলসির হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে যান সেই গারনাচো। প্রথম লেগ হারার পর আপাতত শনিবার ইপিএলে ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচকে পাখির চোখ করেছেন চেলসি কোচ রোজেনিয়র।

যুব ডার্বির রং লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : যুব ডার্বি জিতল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় এলিট লিগের ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ যুব দল। বৃহস্পতিবার ছোটদের বড় ম্যাচে শুরুতেই লাল-কার্ড দেখে মোহনবাগানের লুনগুলাল কিপজেন। প্রতিপক্ষের মাঠে অধিকাংশ সময়টাই দশজনে খেলতে হয় সবুজ-মেরুনকে। তারপরও দুই অর্ধ মিলিয়ে বেশকিছু গোলের সুযোগ পেয়েছিল ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। যদিও তা থেকে প্রয়োজনীয় গোল তুলে নিতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এক গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ দিক থেকে কাট করে বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়ে চিসাম। বাগান ডিফেন্ডাররা বুঝে ওঠার আগেই জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করে সে। শেষদিকে অল আউট আক্রমণে গিয়ে নিজেদের রক্ষণে নজর দিতে পারেননি ডেগির দল। সেই সুযোগেই প্রতি আক্রমণ থেকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে পরিবর্ত হিসেবে নামা প্রীতম গাইন।

প্রয়াত অজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : খেলা ছেড়েছিলেন অনেকদিন। কিন্তু তারপরও বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অজয় ভার্মা বাংলার তৃণমূল স্তর থেকে ক্রিকেটার তুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরেই সক্রিয়। সম্প্রতি সিএবি-র সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয়। তাঁর পুত্র আদিত্যও বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে। ৬২ বছরের অজয়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া বাংলার ক্রিকেটে। বাংলার জার্সিতে মোট ২৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ও ১১টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছিলেন অজয়।

ক্রিকেটারদের বিদ্রোহে পিছু হটল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : দীর্ঘ টালবাহানার পর ক্রিকেটারদের বিদ্রোহের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। খেলোয়াড়দের দাবি মেনে বোর্ডের ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল 'বিতর্কিত' নাজমুল ইসলামকে।

বিসিবি-র তরফে সান্ধ্যকালীন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'চলতি পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও সংস্থার বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নাজমুল ইসলামকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বোর্ড সভাপতি। এই বিজ্ঞপ্তি জারির মুহূর্ত থেকে যা কার্যকর হবে। বিসিবি বরাবরই ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। খেলোয়াড়দের সম্মানকে গুরুত্ব দেয়। পরবর্তী নোটিশের আগে পর্যন্ত ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন বোর্ড সভাপতি।'

কয়েকদিন আগে তামিম ইকবালকে 'ভারতের দালাল' বলে বিতর্ক তৈরি করেন বহিষ্কৃত বিসিবি ডিরেক্টর নাজমুল। প্রতিবাদে মুখর হন বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশের একঝাঁক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষমার দাবি তোলেন। সেই আগুনে ঘি ঢেলে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করেন বোর্ডের ডিরেক্টর নাজমুল ইসলাম। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে না খেললে বোর্ডের কিছু যাবে-আসবে না। ক্রিকেটারদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। আর বোর্ড আছে বলেই ক্রিকেটারদের আয়, অস্তিত্ব।'

এরপরই কার্যত বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের গণবিদ্রোহ। জোড়া তরফে পালটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছাঁটাইয়ের দাবিকে স্বাগত। নাজমুল ক্ষমা চাইলেই শুক্রবার থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে মাঠে ফিরবেন খেলোয়াড়রা।

সরানো হল বিতর্কিত নাজমুলকে

দাবিতে বয়কটের রাস্তায় হাঁটে তাঁরা। যার ধাক্কায় বাতিল হয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ম্যাচ। কোনও ক্রিকেটার মাঠমুখো হননি। এদিন দুপুর পর্যন্ত চরমসীমা দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের সেই দাবি মেনেই ছাঁটাই নাজমুল।

দুপুরে টেলি কনফারেন্সে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বোর্ডকর্তারা। তখনই ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। তবে নাজমুলের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি এখনও পূরণ হয়নি। ফলে শুধু নাজমুলকে বরখাস্তে বরফ আদৌ গলবে কি না, বলা মুশকিল। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সংস্থার

এদিকে, নাজমুলের কটাক্ষের প্রতিবাদে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাংলাদেশের ওডিআই অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। দাবি করেন, বিসিবি নিজেদের পকেট থেকে ক্রিকেটারদের টাকা দেয় না। ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে সারা বছর খেলে বেড়ায়। বিসিবি যা থেকে আয় করে থাকে। আর সেই আয়ের একটা অংশই পায় খেলোয়াড়রা।

মিরাজ আরও বলেছেন, 'বোর্ডকে অভিভাবক হিসেবে দেখি আমরা। বোর্ডের একজন শীর্ষ আধিকারিকের থেকে এই ধরনের মন্তব্য তাই হতাশাজনক। মনে রাখা উচিত বোর্ডের আয়ের পিছনে রয়েছে ক্রিকেটারদের পরিশ্রম। যদি ক্রিকেটই না থাকে, স্পনসরও আসবে না। বোর্ড আর্থিকভাবে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার কারণ, আমরা সারা বছর দেশের জার্সিতে খেলে বেড়াই। ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের অপমান কখনও বরদাস্ত করা হবে না।'

সাউলকে নিয়ে অসন্তোষ ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে কি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন সাউল ক্রেসপো।

আবারও চোট! আরও একবার কি ক্লেইটন সিলভা অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে লাল-হলুদে! ইঙ্গিত কিন্তু সেই রকমই। আইএসএল শুরু হতে বাকি ঠিক এক মাস। এরই মধ্যে আরও একবার লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন সাউল। ফের চোটের কবলে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

তিনি যে নতুন করে চোট পেয়েছেন তা নয়। সূত্রের খবর, পুরোনো চোটই বারবার বিপদে ফেলছে সাউলকে। যা নিয়ে বেশ বিরক্ত ব্রুজোঁ। বৃহস্পতিবার অনুশীলন করেননি লাল-হলুদের স্প্যানিশ এই মিডিও। সাইডলাইনে রিহ্যাব করতে দেখা গেল তাঁকে। তারই মাঝে সাউলের সঙ্গে কথা বলতে যান অস্কার। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে বারবার বিরক্তি প্রকাশ করেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। পরে সহকারী, ফিজিও, লাল-হলুদের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর সঙ্গেও সাউলের চোট নিয়ে কথা বলেন ব্রুজোঁ।

মরশুমের শুরু থেকেই সাউলকে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন অস্কার। তা সত্ত্বেও তাঁকে ছেঁটে ফেলেনি ম্যানেজমেন্ট। বরং আস্থা রেখেছে। তবে সাউলের বারবার চোটে ভোগার প্রবণতায় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এমনিতেই হিরোশি ইবুসুকির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করতে বাড়তি অর্থ খরচ করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। এই পরিস্থিতিতে আবার সাউলের পরিবর্ত নিয়ে আসা বেশ সমস্যার।

এদিন লাল-হলুদের অনুশীলনে অবারিত দ্বার ছিল সমর্থকদের। প্রস্তুতির সময় ফুটবলারদের উজ্জীবিত করে গেলেন তারা। তবে সাউলের চোটে কপালে ভাঁজ পড়েছে সমর্থকদেরও। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের সঞ্জয় ওরাওঁ।

মেদিনীপুরকে চার গোল বর্ধমানের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল বর্ধমান স্পোর্টার্স। বৃহস্পতিবার তারা ৪-১ গোলে হারাল এফসি মেদিনীপুরকে। লিগে এটি তাদের সপ্তম জয়। বর্ধমানের হয়ে জোড়া গোল করেন চুইচো। বাকি দুইটি গোল উজ্জ্বল ও বিজয়ের। মেদিনীপুরের গোলদাতার সাবির। আপাতত ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে বর্ধমান রয়েছে চতুর্থ স্থানে। তবে তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি (১৫ পয়েন্ট) ও নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি (১৪ পয়েন্ট)।

হার্লিনের জবাবে জয় ইউপি-র

নভি মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৪৭ রানে ব্যাট করছিলেন হার্লিন দেওল। সেইসময় ইনিংসের মাঝপথেই ইউপি ওয়ারিয়র্স ম্যানেজমেন্ট তাঁকে ব্যাটিং থেকে তুলে নেয়। সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ব্রিজে জাঁকিয়ে বসা হার্লিনের পরিবর্তে ব্যাটিং করতে আসা ব্যাটাররা সেই ঝাঁঝ ধরে রাখতে পারেননি। নিটফল, প্রত্যাশিত স্কোরে পৌঁছাতে না পেরে ম্যাচ হেরে বসে ইউপি। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের মঞ্চেই সেই অপমানের জবাব দিলেন হার্লিন। সেইসঙ্গে তাঁর ৩৯ বলে অপরাজিত ৬৪ রান চলতি লিগে ইউপি-কে চার নম্বর ম্যাচে প্রথম জয় এনে দিয়েছে।

হার্লিনের মঞ্চে আসার আগেই বল হাতে কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন ক্রান্তি গৌড় (২৮/০), শিখা পান্ডে (২৫/১), সোফি এক্লেস্টোনরা (২৬/০)। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলার বোলিংয়ের সামনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আটকে যায় ১৬১/৫ স্কোরে। শেষ দুই ম্যাচে বিধ্বংসী ফর্মে থাকা হরমনপ্রীত কাউর বৃহস্পতিবার ১৬ রানে আউট হয়ে যান। শেষদিকে নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪৩ বলে ৬৫) ও নিকোলা ক্যারি (২০ বলে অপরাজিত ৩২) আগ্রাসী ব্যাটিং করলেও মুম্বইয়ের লক্ষ্যপূরণ হয়নি।

ডব্লিউপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

ইউপি রানতাড়ায় নামার পর মেগ ল্যানিং (২৫), ফোয়েবে লিচফিল্ডও (২৫) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে পারেননি। ব্যর্থতা বজায় ছিল কিরণ নাভগিরেরও (১০)। হার্লিন বাইশ গজে নামার পর সেই ছবিটা বদলে যায়। এক ডজন বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসে তিনি রেয়াত করেননি আমেলিয়া কের (৪২/১), নাতালিদের (২৮/২) মতো প্রতিষ্ঠিতদেরও। ইউপি শেষপর্যন্ত ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে খুশবন্ত পাল।

স্বস্তিকাকে হারাল সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১ উইকেটে জিতেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে স্বস্তিকা ৩৭ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৩ রান করে। নিখিলেশ বর্মন অপরাজিত থাকে ৩৭ রানে। ১২ রানে ১ উইকেট নেয় খুশবন্ত পাল। জবাবে সুকান্ত ৩৫.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৪ রান তুলে নেয়। সোহম দাস ও ম্যাচের সেরা খুশবন্ত ২৪ রান করে। করণ কুমার মাহাতোর শিকার ৩২ রানে ৩ উইকেট। শুক্রবার খেলবে জাগরণী সংঘ ও সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

তাণ্ডব স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : প্রাক্তন ফুটবলার ও ক্রিকেটার তাণ্ডব ঘোষের স্মরণসভা বুধবার শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে বলেছেন, 'তাণ্ডব প্রায় ৩০ বছর ভেটেরান্স প্লেয়ার্সের সদস্য ছিলেন। আমরা ওর খেলোয়াড়ি জীবনের স্মৃতিচারণের সঙ্গে তাণ্ডবের আত্মা যাতে শান্তি পায় সেই প্রার্থনা করেছি।'

সেরা তপন

তপন, ১৫ জানুয়ারি : বারোয়ারি সাংস্কৃতিক সংস্থার তপন প্রাইম ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল তপন কেবল নেটওয়ার্ক দল। ফাইনালে তারা হারিয়েছে মা মড়কা ভাদ্রা দলকে। তপন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ময়দানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৬টি দল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রাজদীপ বরাই।

জিতল এনআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার এনআরআই ৮১ রানে হারিয়েছে উল্কা ক্লাবকে। সিয়াম মাঠে টসে জিতে এনআরআই ৩৮.৩ ওভারে ২২৯ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রাজদীপ বরাইয়ের অবদান ৯৩ রান। বিবেক কুমার ৫৩ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে উল্কা ৩৮.২ ওভারে ১৪৮ রানে সব উইকেট হারায়। মানিক মাহাতো রেখে এসেছেন ৪০ রান। ঋষভ রাজের শিকার ২৪ রানে ৪ উইকেট।

ছেলে অঙ্গদের সঙ্গে খেলায় মেতে জসপ্রীত বুমরাহ।

ক্রিসপিনের দলে অভিজ্ঞ মেন্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের আগে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সঙ্গে কোস্টারিকার প্রাক্তন জাতীয় দলের কোচ অ্যামেলিয়া ভালভের্দেকে যুক্ত করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। দলের মেন্টর হিসেবে যোগ দিচ্ছেন তিনি। ২০১৫ ও ২০২৩ সালে ভালভের্দে ফিফা মহিলা বিশ্বকাপে কোস্টারিকার দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের জন্য বড় সম্পদ বলেই মনে করছে এআইএফএফ।

জুয়েলকে ছাড়ছে মহমেডান

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে জুয়েল আহমেদ মজুমদারের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল। বুধবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব জানিয়েছিল, তারা জুয়েলকে ছাড়বে না। এদিন অবশ্য আইএফএ-র সঙ্গে কথা বলার পর বাঙালি ডিফেন্ডারটিকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় সাদা-কালো শিবির।